পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1552, Saturday, 18 November 2023 FREE www.parichoy.com

চরম ডান আর চরম বামপন্থীরা বাংলাদেশে সরকার উৎখাতে হাত মিলিয়েছে - প্রধানমন্ত্রী

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশের সরকারি তথ্যভাণ্ডার থেকে পুনরায় নাগরিকের তথ্য ফাঁসের খবর- ৫ম পাতায়
- ফিলিস্তিনপন্থী ভারত যেভাবে মোদির সময়ে ইসরায়েলপন্থী হলো-৫ম পাতায়
- রাষ্ট্রদূতরা নির্বাচনের আগে বেশি কথা বলেন, তাদের উসকানিতে জ্বালাও-পোড়াও - ঢাকায় সজীব ওয়াজেদ জয়-৫ম পাতায়
- শ্রম অধিকার লঙ্ঘনে ভিসা ও আর্থিক নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্র-চীন উভয়ের উন্নতির জন্য পৃথিবী যথেষ্ট বড়, সংঘাত জরুরি নয় - সান ফ্রান্সিসকাতে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং - ৭ম পাতায়
- গাজায় গণহত্যা বন্ধে ব্যর্থতার দায়ে বাইডেনের বিরুদ্ধে মামলা-৫ম পাতায়
- বিদেশে পাড়ি জমাতে চান বাংলাদেশের ৪২ শতাংশ তরুণ - ইয়ুথ ম্যাটার্স সার্ভে ২০২৩ : ৮ম পাতায়
- বাংলাদেশের ৭২ শতাংশ তরুণ-তরুণী ভোট দিতে আগ্রহী-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ১১০ দেশের ৩০১টি সুপারিশ-৮ম পাতায়
- ভারত-বাংলাদেশ 'মডেল সম্পর্ক' হিসেবে দাঁড়িয়েছে : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর- ৯ম পাতায়

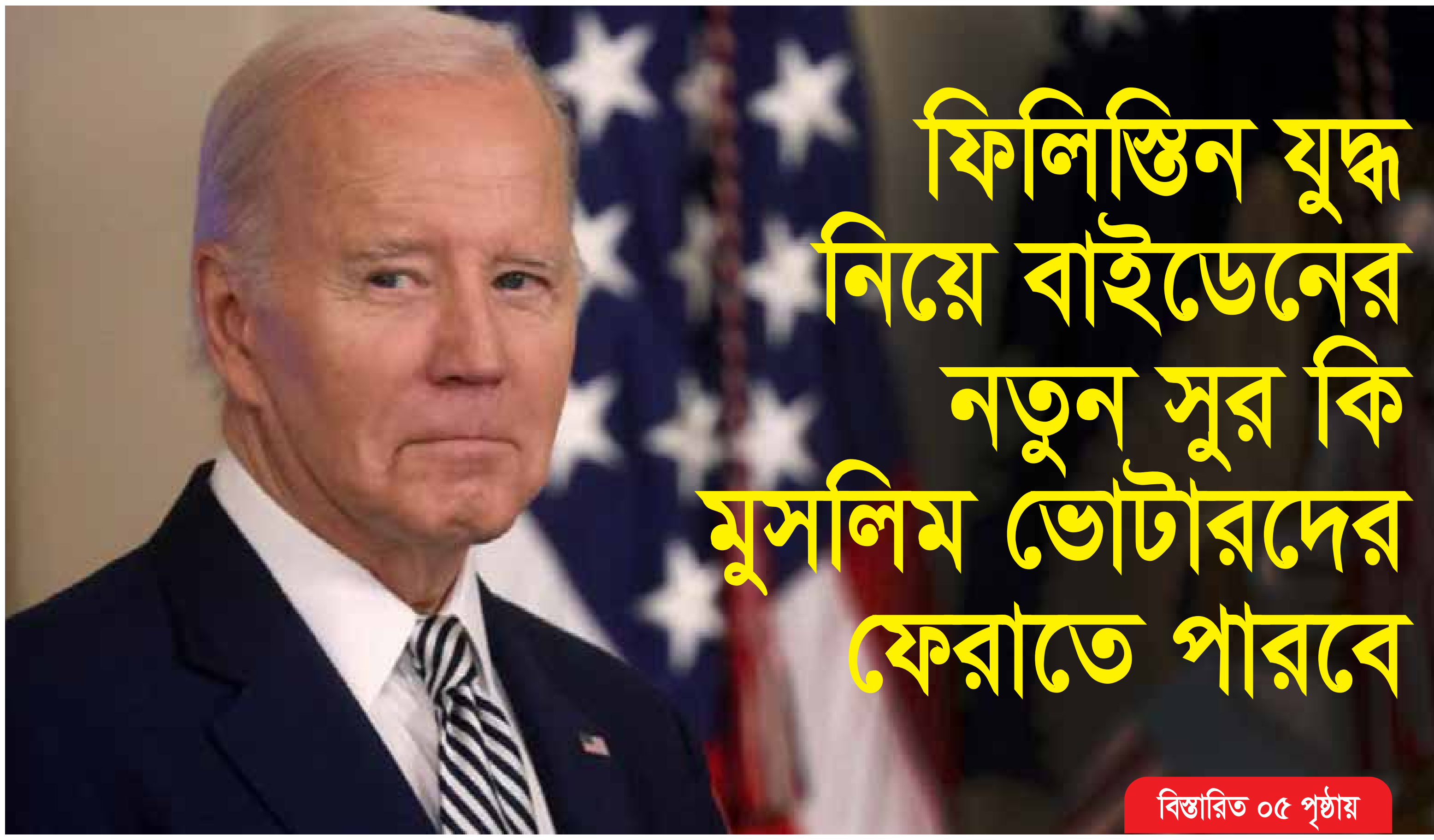

ফিলিস্তিন যুদ্ধ নিয়ে বাইডেনের নতুন সুর কি মুসলিম ভোটারদের ফেরাতে পারবে

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

২৭ বছর পর কানাডার টরন্টো শহরে প্রকাশ্যে দেখা গেল বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরীকে

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

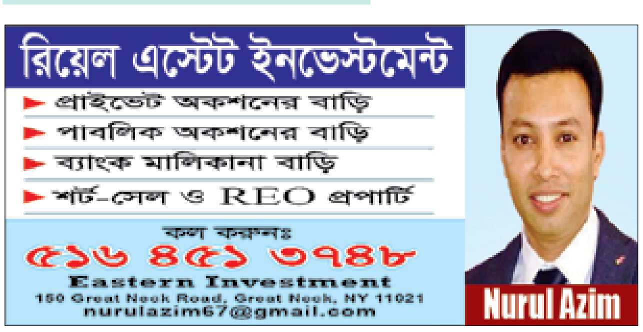

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
See translation
পরিচয়
জো বাইডেনের ক্যান্সার টিস্যু অপসারণ, ডাক্তার বললেন আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই
সংকটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মিরাকেল
GLOBAL MULTI SERVICES INC.
CREDIT REPAIR
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

আল-জাজিরা টিভির বিশ্লেষণ

ফিলিস্তিন যুদ্ধ নিয়ে বাইডেনের নতুন সুর কি মুসলিম ভোটারদের ফেরাতে পারবে

পরিচয় ডেস্ক: পত্রিকার প্রথম পাতার একটি বড় অংশজুড়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছবি। সেখানে লাল কালিতে লেখা, 'তিনি আমাদের ভোট হারিয়েছেন।' নভেম্বরের শুরুর দিকে মিশিগানের ডিয়ারবর্ন থেকে দুই ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার মূল শিরোনাম ছিল এটি। আর এই পত্রিকার গ্রাহক সেখানকার আরবিভাষী মানুষ।

আগামী বছরই যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আর এই শিরোনাম বলে দেয়, আরব ও আমেরিকান মুসলিম ভোটাররা গাজা-ইসরায়েল যুদ্ধে বাইডেনের ভূমিকাকে কীভাবে নিচ্ছেন। তাঁদের ভোট এবার তাঁর বাক্সে যাওয়ার সম্ভাবনাইবা কতটুকু।

এই যুদ্ধে ইসরায়েলের পক্ষে বাইডেন প্রশাসনের 'অকুণ্ঠ' সমর্থন আরব ও মার্কিন মুসলিমদের মধ্যে একধরনের হতাশা তৈরি করেছে। এই হতাশা ও তীব্র ক্ষোভ কমাতে বাইডেন ও তাঁর শীর্ষ সহযোগীরা নড়েচড়ে বসেছেন। যেমন আরব ও মুসলিম অধিকারকর্মীদের সঙ্গে গত অক্টোবরের শেষ দিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও হোয়াইট হাউস বৈঠক করেছে। পাশাপাশি ইসলামবিদ্বেষ দূর করতে প্রথমবারের মতো জাতীয় কৌশল ঘোষণা নিয়ে ১ নভেম্বর বৈঠক করেছে হোয়াইট হাউস।

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের বক্তব্যেও পরিবর্তন এসেছে। এখন তারা গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

২৭ বছর পর কানাডার টরন্টো শহরে প্রকাশ্যে দেখা গেল বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরীকে

পরিচয় ডেস্ক: ২৭ বছর পর কানাডার টরন্টো শহরে প্রকাশ্যে দেখা গেল বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরীকে। কানাডার টরন্টো শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে ইটোবিকো এলাকা। এখানে কনডোমিনিয়ামের তিনতলায় থাকে এক ঘাতক; যে কি না ৪৮ বছর আগে নিজ হাতে খুন করেছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে আত্মগোপনে থাকা ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে এই প্রথম প্রকাশ্যে দেখা গেছে। তাকে খুঁজে বের করেছে কানাডার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল সিবিসি।নূর চৌধুরীর কানাডায় পলাতক থাকা এবং খুনের দায়ে সাজা

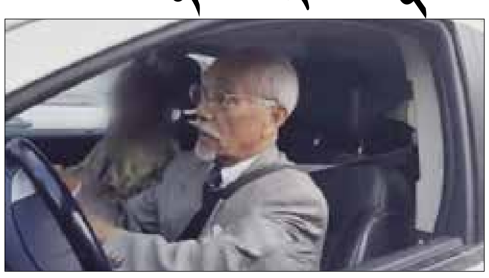

বাস্তবায়নে তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) রাতে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি এস এইচ এম বি নূর চৌধুরীকে নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সিবিসির জনপ্রিয় অনুসন্ধানী বিভাগ 'দ্য ফিফথ স্টেট'। দ্য অ্যাসাসিন নেক্সট ডোর' শিরোনামের ৪২ মিনিটের এই প্রতিবেদনে নূর চৌধুরীর কানাডায় পালিয়ে যাওয়া, ২৭ বছর সেখানে থেকে যাওয়া এবং খুনের অভিযোগে হওয়া শাস্তি বাস্তবায়নে তাকে বাংলাদেশের ফেরত চাওয়ার বিষয়গুলো উঠে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ফিলিস্তিনপন্থী ভারত যেভাবে মোদির সময়ে ইসরায়েলপন্থী হলো

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশের সংবাদে ভারতীয়দের তেমন একটা আগ্রহ দেখা যায় না। তবে এক মাস ধরে দেশটির গণমাধ্যমের দিকে তাকালে ঠিক উল্টোটাই মনে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের সরকারি তথ্যভাণ্ডার থেকে পুনরায় নাগরিকের তথ্য ফাঁসের খবর

পরিচয় ডেস্ক: সরকারি একটি ওয়েবসাইট থেকে আবার নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের খবর জানিয়েছে বিদেশি একটি প্রযুক্তি বিষয়ক সাময়িকী। এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলছেন দেশের তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা। যদিও শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) পর্যন্ত এই তথ্য ফাঁসের ঘটনা সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়নি।

বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রযুক্তি বিষয়ক সাময়িকী ওয়্যার্ডের খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) একটি তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য ফাঁস হয়েছে; যারা ফোনে আড়ি পাতার এখতিয়ার রাখে এবং আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে নজরদারি করে। ফাঁস হওয়া তথ্যের তালিকাও দীর্ঘ। নাগরিকদের নাম, পেশা, রক্তের গ্রুপ, মা-বাবার নাম, ফোন নম্বর, মোবাইল ফোন কলের দৈর্ঘ্য, গাড়ির নিবন্ধন, পাসপোর্টের বিবরণ ও আঙুলের ছাপের ছবিও গোপন নেই।

তবে এনটিএমসির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমাদের সিস্টেম থেকে কোনো তথ্য ফাঁস হয়নি। প্রকাশিত তথ্য সঠিক নয়। এটা স্যাম্পল ডেটা, আসল ডেটা না।'

তবে ওয়্যার্ডের খবরে দাবি করা হয়েছে, মাসের পর মাস ধরে নাগরিকদের মোবাইল ফোন কল ও ইন্টারনেট কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করা সংস্থা এনটিএমসির একটি উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডার থেকে এসব তথ্য ফাঁস হয়েছে। গত সপ্তাহে অজ্ঞাত হ্যাকাররা উন্মুক্ত এই *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

রাষ্ট্রদূতরা নির্বাচনের আগে বেশি কথা বলেন, তাদের উসকানিতে জ্বালাও-পোড়াও - ঢাকায় সজীব ওয়াজেদ জয়

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা নির্বাচনের আগে অনেক বেশি কথা বলেন, তাদের উসকানিতে জ্বালাও-পোড়াও শুরু হয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) চেয়ারম্যান সজীব ওয়াজেদ জয়।

প্রধানমন্ত্রীপুত্র বলেন, অনেকেই মৌলবাদী, জঙ্গিবাদীদের উসকাচ্ছে। তাদের কথায় বেশি কান দেবেন না। এরমধ্যে বিদেশি অনেক রাষ্ট্রদূত নির্বাচনের আগে অনেক বেশি কথা বলেন। আর তখনই জ্বালাও-পোড়াও শুরু হয়। তার মানে এদেরকে এরাই উসকাচ্ছে। নির্বাচন যেদিন শেষ হবে সেদিন তারাও চুপ হয়ে যাবে। আর বেশি দিন না, মাত্র দেড় মাস।

শনিবার সাভারের শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে আয়োজিত 'জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগের গবেষণা উইং সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশনের (সিআরআই) অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'ইয়াং বাংলা' *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

অস্ত্র হাতে নয়, রাতের অন্ধকারে নয়। বাংলাদেশে সরকার গঠন হবে ভোটের মধ্য দিয়ে।-আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পারস্পরিক প্রতিহিংসা, অবিশ্বাস ও অনাস্থা পরিহার করে সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা ও সমাধান অসাধ্য নয় - প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল

'আমরা বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করি না। আমরা একটি রাজনৈতিক দলকে অন্য রাজনৈতিক দলের চেয়ে বেশি পছন্দ করি না। কোনো দলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব নেই।-যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।

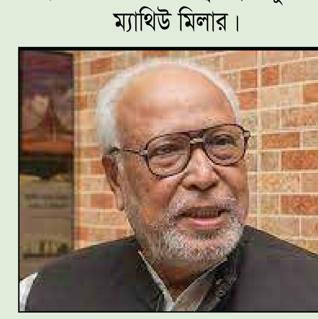

'বাংলাদেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের এত দৌড়াদৌড়ি ভালো না। এটা তাঁর দেশের ইলেকশন না, ইলেকশন আমাদের দেশের।'-পিটার হাসের উদ্দেশে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

শ্রম অধিকার লঙ্ঘনে ভিসা ও আর্থিক নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: শ্রমিক, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিদের হুমকি বা সামগ্রিকভাবে শ্রম অধিকার লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট দেশ, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, অধিকার ও উচ্চ শ্রমমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক স্মারকে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পরে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার জো বাইডেন এই স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ওই স্মারকের শুরুতে বলা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাকে যে কর্তৃত্ব দিয়েছে, তার সাহায্যে দেশে ও সারা বিশ্বে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করতে আমি আদেশ দিচ্ছি।'

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সেই স্মারকের অনুচ্ছেদ-৩-এর ধারা বি-তে বলা হয়, শ্রমিক নেতা, শ্রম অধিকারকর্মীদের নিপীড়ন ও সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু করার বিরুদ্ধে লড়াই করতে বিদেশে নিযুক্ত (মার্কিন) সংস্থাগুলো যথাযথভাবে এসব ব্যক্তি যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন, তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করবে, তাদের সুরক্ষার বিষয়টিকে সমর্থন করবে। বি ধারার উপধারা (১)-এ বলা হয়, বিদেশে নিযুক্ত সংস্থাগুলো সরকারি-

বেসরকারি ও অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছ থেকে বানোয়াট মামলার ব্যবহারসহ শ্রমিক ও ইউনিয়নবিরোধী হয়রানির উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে। এসব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্যিক জরিমানা, ভিসা নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বি ধারার উপধারা (২)-এ বলা হয়েছে, বিদেশে নিযুক্ত মার্কিন সংস্থাগুলো শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও সহিংসতার হুমকি যেমনড়ভয়ভীতি, কালো তালিকাভুক্তির প্রস্তাব, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও সদস্যদের বিরুদ্ধে বৈষম্য মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব এগিয়ে নেবে এবং যথাযথভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, মানবাধিকার, নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট ফোরামে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সহায়তা করবে।

জো বাইডেন এই স্মারকে স্বাক্ষরের পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্ককে এই স্মারকের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। পরে তিনি এক টুইটে বলেন, 'শ্রমিক অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক মূল্যবোধ। আজ আমরা দেশে ও বিদেশে শ্রম অধিকার এগিয়ে নিতে এবং বিশ্বব্যাপী শ্রমশোষণ কমাতে এই ঘোষণা দিচ্ছি। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত শ্রমমন্ত্রী জুলি সু এবং মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দূত ক্যাথেরিন তাই উপস্থিত ছিলেন।'

যুক্তরাষ্ট্রে সাইবার আক্রমণ ক্ষতিগ্রস্ত আইসিবিসি ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: আইসিবিসি ব্যাংকের মার্কিন ইউনিটে সাইবার আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ম্যানহ্যাটনে অবস্থিত ওই শাখায় এমন সাইবার আক্রমণ নিয়ে এরইমধ্যে ঝড় উঠেছে। এর জেরে ব্যাংকটি তার ট্রেডিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম পেনড্রাইভের মাধ্যমে চালাতে বাধ্য হয়েছে। এই সাইবার আক্রমণের ফলে মার্কিন ট্রেজারি মার্কেটে ব্যাপক প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। ওই ব্যাংকে র‍্যানসামওয়্যার হামলা হয়েছে বলে জানা গেছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যেই মার্কিন প্রশাসনের কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে কে বা কারা এর সঙ্গে জড়িত তা অবশ্য এখনো জানা যায়নি। তবে যে র?্যানসমওয়ার আক্রমণ হয়েছে তা রুশ ভাষায় ছিল। ফলে এরসঙ্গে রাশিয়ার হাত থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে, যাদের কাছে ট্রেডিং নিয়ে প্রয়োজনীয় নথি পাঠানো প্রয়োজন, তাদের কাছে থাম্ব ড্রাইভ দিয়ে ফাইল পাঠানো হচ্ছে। এই ঘটনার পেছনে রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ থাকা হ্যাকারদের নিয়ে তদন্ত চলছে। সব থেকে বেশি সন্দেহ লকবিট নামের একটি গোষ্ঠীর দিকে। এর আগে তারা বৃটেনের রয়্যাল মেল, জাপানের নৌবন্দর, আইওন ট্রেডিংয়ে সাইবার হানা দিয়েছিল।হিন্দুস্তান টাইমস

ইসরাইলের সমর্থনে ওয়াশিংটনে সমাবেশ

পরিচয় ডেস্ক: এক মাসেরও বেশি সময় ধরে গাজায় নির্বিচারে চলছে ইসরায়েলি বাহিনীর (আইডিএফ) হামলা। প্রাণহানি ১১ হাজার ছাড়িয়েছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার দাবি জোরালো হয়ে উঠলেও যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে প্রায় ১০ হাজার ইসরায়েলপন্থী যুদ্ধবিরতির বিপক্ষে অবস্থান জানিয়ে সমাবেশ করেছে। দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে জানান হয়, স্থানীয় সময় গত ১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলের সামনে সমবেত হয় ইসরায়েলপন্থীরা। গাজায় যুদ্ধবিরতির সমালোচনা করার পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে ইহুদিবিদ্বেষ বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করে তারা। তাদের হাতে দেখা গেছে ইসরায়েলি পতাকা এবং যুদ্ধবিরতির বিপক্ষে লেখা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড।

প্রতিবাদ সমাবেশে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ, সাবেক সোভিয়েত ভিন্নমতাবলম্বী ও ইহুদি সংস্থার নির্বাহী চেয়ার নাটান শারনাস্কি এবং মার্কিন পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা চাক শুমারের নেতৃত্বে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস সদস্যদের একটি দল। ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও উষ্ণ সম্পর্কের কথা বলেন তাঁরা।

আইজ্যাক হারজগ বলেন, 'শুধু ইহুদি হওয়ার কারণে ইসরায়েলের ইহুদিরা হামলার শিকার হচ্ছে। এটা সব সভ্য দেশ ও মানুষকে বিব্রত করছে।' মার্কিন কংগ্রেসে সদ্য নিয়োগ পাওয়া স্পিকার মাইক জনসন বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে

বলেন, 'ইসরায়েলের প্রতি যুদ্ধবিরতির আহ্বান আপত্তিজনক।' বিক্ষোভকারীরা তাঁর এই কথায় সমর্থন জানিয়ে সমস্বরে বলে, 'যুদ্ধবিরতি নয়।' ডেমোক্রেটিক হাউসের সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফরিসও সমাবেশে বক্তব্য দেন। ডানপন্থী খ্রিষ্টান যাজক জন হ্যাগিও বক্তব্য দেন। ইহুদিবিদ্বেষ এবং ইসলামভীতিড়দুই-ই উসকে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে জন হ্যাগির বিরুদ্ধে। সমাবেশে যোগ দেওয়া কম্পোজার জুডাহ ক্লুজনার উল্লেখ করেছেন হামাসের হুমকির কথা। হামাসের সিনিয়র নেতা গাজি হামাস ৭ অক্টোবরের হামলার পুনরাবৃত্তির হুমকি দিয়েছিলেন। সেটা উল্লেখ করে জুডাহ বলেন, 'তাঁদের নেতা ইসরায়েলে বারবার সন্ত্রাসী হামলার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধবিরতির কোনো যুক্তি দেখছি না।' এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি তালিকার উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন গণমাধ্যম ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ইসরায়েলে সামরিক সহায়তা বাড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলের অনুরোধের ভিত্তিতে অস্ত্র বহনকারী অ্যাপাচি বিমানে আরও বেশি পরিমাণে লেজারযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র, ১৫৫ মিলিমিটার শেল, নাইট ভিশন ডিভাইস, বাংকার ধ্বংসকারী যুদ্ধাস্ত্র, নতুন ক্ষেপণাস্ত্র ও সাঁজোয়া যান অন্তর্ভুক্ত করেছে পেন্টাগন।

গাজা উপত্যকায় বোমা হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের প্রতি ইসরায়েলি সরকারকে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন প্রদান ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন মানবাধিকার আইনজীবীরা। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর ইসরায়েলকে ৩৮০ কোটি ডলার সামরিক সহায়তা দেয়।

হাওয়াইর হনুলুলুর একটি জলাধারের পানি হঠাৎ গোলাপি

পরিচয় ডেস্ক:যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ও বন্দরনগরী হনুলুলুর একটি জলাধারের পানির রং হঠাৎ পাল্টে গেছে। পানির রং এখন গাঢ় গোলাপি। সেই পানি দেখতে ভিড় করছেন মানুষ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, খরার কারণে এমনটা হতে পারে। লোকজন যাতে সেই পানিতে না নামেন বা পান না করেন, সে বিষয়ে তাঁরা সতর্ক করেছেন।

মাউইতে কেলিয়া পন্ড ন্যাশনাল ওয়াইল্ডলাইফ রেফিউজের কর্মীরা গত ৩০ অক্টোবর থেকে পানির রঙের এই পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন।

রেফিউজের ব্যবস্থাপক ব্রেট উলফ বলেন, 'কয়েকজন জলাধারের পাড় ধরে হাঁটতে গিয়ে বিষয়টি দেখে আমাকে ফোন করে জানান, এখানে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।'

উলফ বলেন, শেওলার কারণে পানির রং গাঢ় গোলাপি হতে পারে। তবে গবেষণাগারে পরীক্ষায় দেখা গেছে, বিষাক্ত শেওলার কারণে পানির রং পাল্টায়নি; বরং হ্যালোব্যাকটেরিয়া নামক একটি এককোষী জীবের কারণে এমনটা হতে পারে।

হ্যালোব্যাকটেরিয়া হলো একধরনের আর্কিয়া বা এককোষী জীব, যা পানিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে পানির লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেয়। কেলিয়া পন্ডের আশপাশের নালাগুলোতে লবণাক্ততা অনেক বেড়ে গেছে। পরিমাণ এতটাই বেশি যে তা সমুদ্রের পানির লবণাক্ততার দ্বিগুণ। উলফ বলেন, প্রকৃত কারণ জানতে গবেষণাগারে এখন ডিএনএ বিশ্লেষণ করতে হবে।

মাউইতে অনেক দিন ধরে চলা খরাও পানির রং পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। সাধারণত ওয়াইকাপু স্ট্রিমের পানি কেলিয়া জলাধারে গিয়ে পড়ে। তখন জলাধারের পানির উচ্চতা বাড়ে। কিন্তু উলফ বলেন, অতীতে এমনটা হতে দেখা যায়নি।

বৃষ্টি হলে ওয়াইকাপু জলপ্রবাহের পানি সেই জলাধারে গিয়ে পড়বে, এরপর তা আশপাশের এলাকায় প্রবাহিত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ওয়াশিংটনে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির হেডকোয়ার্টারের সামনে পুলিশের সঙ্গে গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির দাবিতে ওয়াশিংটনে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। ওয়াশিংটনে অবস্থিত ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির হেডকোয়ার্টারের সামনে ওই সংঘর্ষ হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সংঘর্ষ চলাকালীন সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফ্রিসসহ বেশ কয়েকজন ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি ও প্রার্থী ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির হেডকোয়ার্টারের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা মূলত একটি প্রচারণা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। তবে সংঘর্ষের জের ধরে ওই অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটে।

মার্কিন ক্যাপিটল পুলিশের কর্মকর্তারা বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য ধরপাকড় শুরু করেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে 'অবৈধ এবং বিশৃঙ্খল' উপায়ে প্রায় দেড় শ মানুষ বিক্ষোভ শুরু *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-চীন উভয়ের উন্নতির জন্য পৃথিবী যথেষ্ট বড়, সংঘাত জরুরি নয় - সান ফ্রান্সিসকোতে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের উন্নতির জন্য কোনো সংঘাত জরুরি নয়। উভয় দেশের উন্নতির জন্য পৃথিবী যথেষ্ট বড়। এমনটাই মন্তব্য করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। সান ফ্রান্সিসকোয় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা এপেকের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দীর্ঘ চার ঘণ্টার বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বলেছেন, 'চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক। দ্রুত বৈশ্বিক পরিবর্তনের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে এই সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের।' তিনি আরও বলেন, 'চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বিগত ৫০ বছরে কখনোই মসৃণ ছিল না। এটি সব সময়ই নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়। তবু তা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।'

চীনের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুটি বড় দেশের জন্য একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের এই পৃথিবী দুটি দেশের সফল হওয়ার জন্যই যথেষ্ট বড়।' তিনি আরও বলেন, 'একটি দেশের সাফল্য মানে অন্য দেশের জন্য একটি নতুন সুযোগ।'

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৈঠকের বিষয়টি নিয়ে বলেছেন, সি চিন পিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক গঠনমূলক হয়েছে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট সির সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠক মাত্র শেষ করেছি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মধ্যে এই বৈঠকে অনেক বেশি গঠনমূলক এবং ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।'

সরাসরি সামরিক যোগাযোগে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র-চীন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সামরিক পর্যায়ে সরাসরি যোগাযোগ পুনরায় শুরু করতে সম্মত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বুধবার (১৫ নভেম্বর) এক বৈঠকে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মত হন। বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেন, যোগাযোগের অভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে দুই দেশের প্রেসিডেন্ট এখন থেকে ফোনে কথা বলবেন। খুব দ্রুত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। আমরা সরাসরি, উন্মুক্ত ও সুস্পষ্ট যোগাযোগে ফিরে এসেছি।

বুধবার (১৫ নভেম্বর) সান ফ্রান্সিসকোয় এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন ফোরামের (এপেক) শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্য সদস্য দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের মতো চীনা প্রেসিডেন্টও যোগ দেন। বাইডেন-শির সম্মেলন ছিল এপেক সম্মেলনেরই একটা অংশ। সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেন, আমাদের মধ্যে এখনও অনেক মতবিরোধ রয়ে গেছে। তবে অত্যন্ত গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

বাইডেনের অনুরোধ : এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বাইডেন বলেন, আমি আশা করি চীন-যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবে না। তাইওয়ান ইস্যুতেও চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক থেকে কী পেলেন সি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে গত ১৫ নভেম্বর বুধবার এক নৈশভোজে অংশ নেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। বিশ্বের বিভিন্ন নামীদামি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীরাও এতে অংশ নেন। চীনা প্রেসিডেন্ট এই নির্বাহীদের মুখোমুখি হলে মার্কিন ব্যবসায়ী নেতারা একবার নয়, তিনুতিনবার দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান।

ছয় বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে সির প্রথম সফর এটি। সফরে চীনের নেতা যেসব ক্ষেত্রে জয়ী হলেন, মার্কিন ব্যবসায়ী নেতাদের দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানানোর এই ঘটনা সেসবেরই একটি। সান ফ্রান্সিসকোতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গেও বৈঠক করেন সি। দুই পরাশক্তির রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে ফেন্টানিল মাদক থেকে শুরু করে পারস্পরিক সামরিক যোগাযোগ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ইস্যুতে সমঝোতা হয়েছে।

বাইডেনুসি বৈঠক সম্পর্কে জানেন, এমন দুই মার্কিন কর্মকর্তা জানান, সির এ সফরে এই তিন বিষয়ে সুরাহা করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তিন ক্ষেত্রেই বলতে গেলে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

শি কে আবারও স্বৈরশাসক আখ্যা বাইডেনের, 'দায়িত্বজ্ঞানশূন্য' বললো চীন

পরিচয় ডেস্ক: চীনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে দেশটির প্রেসিডেন্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বৈঠকে দুই রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে বেশ কিছু ইস্যুতে আশাবাঞ্চক আলোচনাও হয়। কিন্তু বৈঠক শেষ গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময়, জো বাইডেন চীনা প্রেসিডেন্টকে আবারও 'স্বৈরশাসক' বলে চিহ্নিত করেন। ফলে বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য ভেস্তে যেতে পারে এমন আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে।

বাইডেনের এমন আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছে চীন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাইডেনকে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য বলে আখ্যায়িত করেছে। সান ফ্রান্সিসকোতে চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সংবাদ সম্মেলনে জো বাইডেন বলেন, শি জিনপিং এমন একটি দেশ পরিচালনা করেন, যা একটি কমিউনিস্ট দেশ। ওই দেশের সরকারের গঠন আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই অর্থে তিনি একজন স্বৈরশাসক। এর আগে চলতি বছরের জুন মাসেও জিনপিংকে 'স্বৈরশাসক' আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। এসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, তিনি আশা করেন চীন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবে না। আর এ বিষয়ে তিনি শি-কে বলেছেন।

তবে শি জিনপিংকে স্বৈরশাসক বলায় বাইডেনের সমালোচনা করতে ছাড়েনি চীন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, বাইডেন যা বলেছেন তা পুরোপুরি ভুল। বেইজিং বাইডেনের এমন দায়িত্বজ্ঞানশূন্য 'রাজনৈতিক কারসাজির' প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে এভাবে বিভেদ তৈরির চেষ্টার নিন্দা জানান মাও নিং।- রয়টার্স

গাজায় গণহত্যা বন্ধে ব্যর্থতার দায়ে বাইডেনের বিরুদ্ধে মামলা

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গণহত্যা বন্ধে ব্যর্থতার দায়ে এবং এ ভয়াবহ হামলায় উস্কানি দেয়ার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এছাড়া মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনকেও এই মামলায় আসামি করা হয়েছে। খবর আল জাজিরা। গত সোমবার (১৩ নভেম্বর) ক্যালফোর্নিয়ার ফেডারেল আদালতে এই মামলা দায়ের করেছে নিউইয়র্ক ভিত্তিক নাগরিক স্বাধীনতা গ্রুপ সেন্টার ফর কনস্টিটিউশনাল রাইটস (সিসিআর) নামের একটি সংস্থা। গাজায় গণহত্যা এবং এই ভয়াবহ হামলায় উস্কানিমূলক মদদ দেয়ার অভিযোগে এই মামলা করেছে সংস্থাটি। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। এতে ইসরায়েলের প্রায় ১ হাজার ৪০০ জন নিহত হয়েছে বলে তেল আবিবের দাবি। এরপর থেকে গাজায় প্রতিশোধমূলক হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী।

বিদেশে পাড়ি জমাতে চান বাংলাদেশের ৪২ শতাংশ তরুণ - ইয়ুথ ম্যাটার্স সার্ভে ২০২৩

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ তরুণ-তরুণী। তাদের মধ্যে শিক্ষিত তরুণদের প্রায় অর্ধেকই বা ৪২ শতাংশ দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে চান। অনিশ্চিত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, দক্ষতা অনুযায়ী চাকরির বাজার তৈরি না হওয়া, গুণগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের স্বল্পতা, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগের অভাব এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা শঙ্কার কারণেই তাদের এ আগ্রহ। তবে বিদেশ যাওয়ার পর যদি দেখেন এসব সংকট সমাধান হয়েছে তাহলে ৮৫ শতাংশই আবার দেশে ফিরে আসার কথা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি) ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিস অ্যান্ড জাস্টিস সেন্টারের 'ইয়ুথ ম্যাটার্স সার্ভে ২০২৩' শীর্ষক যৌথ সমীক্ষায় বিষয়টি উঠে এসেছে। বাংলাদেশের যুবসমাজের অবস্থান, সমসাময়িক ভাবনা ও প্রত্যাশা জানতে বিওয়াইএলসি পাঁচ বছর পরপর জাতীয় নির্বাচনের আগে এ সমীক্ষা পরিচালনা করে। বিওয়াইএলসি কার্যালয়ে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এবারের তথ্য উপস্থাপন করেন সংস্থাটির গবেষণা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপক আবুল খায়ের সজীব ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিস অ্যান্ড জাস্টিস সেন্টারের সাবেক গবেষণা সহযোগী হোসাইন মোহাম্মদ ওমর খৈয়াম। জীবিকা, জলবায়ু পরিবর্তন, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও সুশাসন, তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিপ্রায় বিষয় এ জরিপের ফলাফলে তরুণদের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগদুটিই উঠে এসেছে।

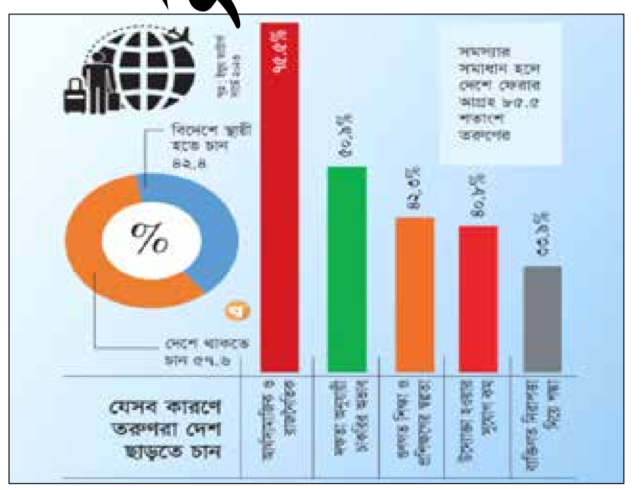

দেশের আট বিভাগের ৫ হাজার ৬০৯ তরুণ-তরুণীর মাঝে পরিচালিত এ জরিপে দেখা যায়, ৭৫ দশমিক ৫ শতাংশই দেশ ছাড়ার কারণ হিসেবে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাকে দায়ী করেছেন। ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ তরুণ আবার মনে করেন, তাদের যে দক্ষতা রয়েছে দেশে সে অনুযায়ী চাকরি নেই। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই মনে করেন ৪২ দশমিক ৩ শতাংশ তরুণ এবং ৪০ দশমিক ৮ শতাংশ মনে করেন দেশে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ কম। এছাড়া ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কারণে দেশ ছাড়তে চাইছেন ৩৩ দশমিক ৯ শতাংশ তরুণ-তরুণী।

দেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুবাশ্বিরা তাসনিম। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিদেশ যেতে চাই। কেননা দেশে সফল হতে হলে মেধার চেয়ে বেশি মূল্যায়ন পায় লবিং, নেপোটিজম। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আরো অনেক বেশি। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা, বাইরেও নিরাপত্তার অভাব। নারীরা চাকরি করবে, উদ্যোক্তা হবে, ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করবে এসব সিদ্ধান্তের কথা যখন পরিবারকে জানানো হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। তবে দেশ ছেড়ে উন্নত বিশ্বে স্থায়ী হয়ে একই কাজগুলো করলে পরিবারের কোনো আপত্তি নেই। তাই দেশ ছেড়ে বিদেশে স্থায়ী হওয়ার কথা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ৭২ শতাংশ তরুণ-তরুণী ভোট দিতে আগ্রহী

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন দেশের ৭২ শতাংশ তরুণ-তরুণী। বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি) এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস (সিপিজে) পরিচালিত এক জরিপে অংশ নিয়ে তাঁরা এই ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন। জরিপে অংশ নেওয়া ৬২ শতাংশ তরুণ-তরুণীর মতে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি তাঁদের মানসিক-শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ তরুণ-তরুণী মনে করেন, বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ দেশ; অন্যদিকে ৬৩ শতাংশ তরুণ-তরুণীর মতে, গত পাঁচ বছরে দেশ শান্তির দিকে এগোয়নি।

রাজধানীর মহাখালীতে মেডোনা সেন্টারে গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় বিওয়াইএলসি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জরিপের ফল উপস্থাপন করেন হোসাইন মোহাম্মদ ওমর খৈয়াম ও আবুল খায়ের সজীব। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৫ হাজার ৬০৯ জনের ওপর এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। নির্দিষ্ট প্রশ্নের মাধ্যমে জরিপটি পরিচালনা করা হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে, বিওয়াইএলসি প্রতি পাঁচ বছর পরপর নির্বাচনের আগে তরুণদের ওপর এই জরিপটি পরিচালনা করে থাকে। সমসাময়িক বাংলাদেশে যুবসমাজের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা নিয়ে বিওয়াইএলসি ও সিপিজে যৌথভাবে এই জরিপ চালিয়েছে।

জরিপে বলা হয়েছে, দেশে আগামী দিনে অনুষ্ঠেয় যেকোনো নির্বাচনে ভোট দিতে চান ৭৪ শতাংশ তরুণ-তরুণী (১৬-৩৫ বছর বয়সী)। তবে ১৮-৩৫ বছর বয়সী ৭২ শতাংশ তরুণ-তরুণী আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে ভোট দিতে চান।

জরিপের ফলে উল্লেখ করা হয়েছে, ৭১ দশমিক ৫ শতাংশ তরুণ-তরুণী খোলাখুলিভাবে যেকোনো প্ল্যাটফর্মে তাঁদের মতামত দিতে ভয় পান। তাঁরা মতামত দিতে নিরাপদ বোধ করেন না। এ ছাড়া ৪২ শতাংশ তরুণ দেশের বাইরে চলে যেতে যান। ৮৯ শতাংশ তরুণের প্রধান চাওয়া, দেশে দুর্নীতি রোধ করা হোক। ৬৭ দশমিক ৩ শতাংশ চান বেকারত্ব দূর হোক, তবে দক্ষতাকেন্দ্রিক চাকরির বাজার তৈরি হোক। ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ তরুণ মনে করেন, দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ৪২ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ফেরাউনের রাজত্ব কায়েম হয়েছে - বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভী

পরিচয় ডেস্ক: সরকার দেশে 'ফেরাউনের রাজত্ব' কায়েম করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ শুক্রবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপিসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে তিনি এই অভিযোগ করেন।

এ সময় রিজভী বলেন, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি তোলা মাত্রই রক্ত ঝরানো হচ্ছে গণতন্ত্রকামী মানুষদের। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগোষ্ঠী এখন শেখ হাসিনার বুলেটের টার্গেট। মূলত দেশে গণতন্ত্র এখন মৃত। বারবার গণতন্ত্রকে হত্যা করা আওয়ামী লীগের নিজস্ব শৈলী। তিনি (শেখ হাসিনা) যে ফেরাউনের রাজত্ব কায়েম করেছেন, তার (সরকার) পতন হবেই।'

নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে রিজভী বলেন, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থ রক্ষা না করে শেখ হাসিনার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আজকে যে ধারাবাহিক আন্দোলন এবং এই আন্দোলন *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে বাংলাদেশের কাছে জবাবদিহি চাইতে বলল অ্যামনেস্টি

পরিচয় ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মানবাধিকার পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির কারণে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে জবাবদিহি চাইতে বলেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। শনিবার (১১ নভেম্বর) সংস্থাটির পক্ষ থেকে এমন বিবৃতি দেয়া হয়েছে।

আগামীকাল জেনেভায় জাতিসংঘে মানবাধিকার সংস্থার চতুর্থ সর্বজনীন নিয়মিত পর্যালোচনা (ইউনিভার্সেল পিরিয়ডিক রিভিউ-ইউপিআর) শুরু হবে। বাংলাদেশকে জবাবদিহির আওতায় আনতে এই পর্যালোচনাকে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে বলেছে অ্যামনেস্টি।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপ আঞ্চলিক পরিচালক লিভিয়া স্যাকার্দি বলেন, 'চতুর্থ ইউপিআর এমন সময়ে হচ্ছে যখন নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে মানবাধিকার, প্রতিষ্ঠান, *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ১১০ দেশের ৩০১টি সুপারিশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ক্রমে খারাপ হচ্ছে বলে মঙ্গলবার জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের (এইচআরসি) এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। পর দিন (১৫ নভেম্বর) বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতির জন্য বিশ্বের ১১০ দেশ ৩০১টি সুপারিশ করে। বুধবার রাতেই জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউর (ইউপিআর) ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে প্রতিবেদনের খসড়া গৃহীত হয়েছে।

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। তবে সুপারিশমালা অনুমোদনের সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। জেনেভায় জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ সুফিউর রহমান আইনমন্ত্রীর পরিবর্তে সভায় বক্তব্য দেন।

বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা দেশগুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুফিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশ এসব সুপারিশ পর্যালোচনা করে তার সিদ্ধান্ত আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় মানবাধিকার পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনের আগেই জানিয়ে দেবে।

এসব সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, বহুল আলোচিত গুমবিষয়ক সনদ ও নির্যাতনবিরোধী সনদের অতিরিক্ত চুক্তি অনুমোদন, গুমের ঘটনাগুলোর স্বচ্ছ তদন্ত, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগের স্বাধীন তদন্ত এবং দোষীদের বিচার ও সাজার ব্যবস্থা করা।

সুপারিশের মধ্যে আরও রয়েছে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলোপ ও সব ফাঁসির দণ্ড কমিয়ে কারাদণ্ড দেওয়া, সাইবার নিরাপত্তা আইনের সংশোধন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সভা ও সংগঠনের অধিকার নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, মানবাধিকাররক্ষী, নাগরিকসমাজ বা এনজিও সদস্যদের হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন বন্ধ করা, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ এবং নাবালিকাদের বিয়ে বন্ধে আইন সংশোধন।

তা ছাড়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করা, বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়ন, ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ঘোষণা, শ্রমিকদের আইএলও-স্বীকৃত সব অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ও রয়েছে সুপারিশে। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

চরম ডান আর চরম বামপন্থীরা বাংলাদেশে সরকার উৎখাতে হাত মিলিয়েছে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপিসহ দেশের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অপরাধ সংঘটন ও অগ্নিসংযোগের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে বিএনপির আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া উচিত।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, চরম ডানপন্থী এবং চরম বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সরকারকে উৎখাত করার জন্য হাত মিলিয়েছে। বামপন্থী দলগুলো তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

গত ১৭ নভেম্বর শুক্রবার নগরীর তেজগাঁওয়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রথম সভায় সূচনা বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘সবারই এগিয়ে আসতে হবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। (সকলকে) জনগণের কাছে গিয়ে ভোট চাইতে হবে।’

বিএনপিজামায়াতের সহিংসতা ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মানুষ হত্যা ও জানমালের ক্ষতি সাধনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘তাদের (বিএনপি জামায়াত) উচিত তাদের অপরাধের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তারপরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাদের অংশ গ্রহণ করা।’

তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘যারা খুন করেছে এবং সাধারণ মানুষকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে তাদের ভোট দিতে কেন জনগণ যাবে এবং জনগণ কেন তাদের ওপর আস্থা রাখবে? জনগণ তাদের বিশ্বাস করে না, কারণ তারা খুনি ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে

ভারত-বাংলাদেশ ‘মডেল সম্পর্ক’ হিসেবে দাঁড়িয়েছে - ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর

পরিচয় ডেস্ক: আঞ্চলিক সহযোগিতার সুবিধার ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ভারতীয় উপমহাদেশে একটি ‘মডেল সম্পর্ক’ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। গত ১০ বছরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি তুলে ধরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এ কথা বলেছেন।

গত ১৫ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় রয়্যাল ওভার-সিস লিগে ‘হাউ এ বিলিয়ন পিপল সি দ্য ওয়ার্ল্ড’ শীর্ষক সম্মেলনে মতবিনিময়কালে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নিরাপত্তা, আঞ্চলিক সংযোগ, শেয়ার করা সমৃদ্ধি এবং ইন্দো-প্যাসিফিকের ক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে ঢাকার অগ্রাধিকার সম্পর্কেজয়শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সাইদা মুনা তাসনিম।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আজ আমাদের সম্পর্ক ভারতীয় উপমহাদেশে আঞ্চলিক সহযোগিতার সুবিধার ক্ষেত্রে একটি মডেল সম্পর্ক হিসাবে দাঁড়িয়েছে।’

তিনি আরও বলেছেন, এর মধ্যে একটি বড় পরিবর্তন, উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা আমাদের স্থল সীমানা নির্ধারণ করেছি যা সত্যিই একটি বড় বিষয়। সমুদ্রসীমা নিয়ে আমাদের মতপার্থক্য ছিল এবং আমরা সালিশির জন্য গিয়েছিলাম। আমরা একমত হয়েছিলাম যে রায় যাই হোক না কেন, আমরা উভয়েই সেটা মেনে চলব। যখন রায় আসে তখন আমরা তা পালন করেছি। অনেক কিছুই আমাদের পক্ষে ছিল না। এটি অঞ্চল এবং

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক গভীর করতে চায় বলে নানা পরামর্শ দেয় - বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীএ কে আব্দুল মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতে চায়। এ কারণে তারা বিভিন্ন সময় নানা পরামর্শ দিয়ে থাকে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে ফরেন সার্ভিস স্পাউজ অ্যাসোসিয়েশন (এফওএসএ) আয়োজিত ‘ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি বাজার’ শীর্ষক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি এ কথা বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রকে বন্ধুদেশ উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র সরকার বারবার বলছে যে, আমাদের এ বন্ধুত্ব ৫০ বছরের। যেখানে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী দেশ, সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক দেশ, তারা আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতে চায়। তাই নানা সময় তারা আমাদের বিভিন্ন উপদেশ দেয়। সেসব উপদেশ আমরা যাচাই-বাছাই করে যেটা ভালো মনে হয় আমাদের দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য, বাংলাদেশের ভবিষতের জন্য, সেটা আমরা নেব।’

তিনি আরও বলেন,

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

সংলাপের সময় নেই - ডোনাল্ড লুকে ওবায়দুল কাদের

পরিচয় ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়া অর্থপূর্ণ সংলাপের জন্য যথেষ্ট সময় নেই বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী কাজ চূড়ান্ত করতে সময় দিতে হবে। পাশাপাশি ৩০০ সংসদীয় আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত, নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার কৌশল চূড়ান্ত করতে হবে। তাই অর্থপূর্ণ সংলাপের জন্য যথেষ্ট সময় নেই।’

দ্বাদশ নির্বাচনকে সামনে রেখে শর্তহীন সংলাপের আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে চিঠি দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। গত বুধবার সচিবালয়ে পিটার হাস ওবায়দুল কাদেরের কাছে চিঠিটি হস্তান্তর করেন।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবারই (১৬ নভেম্বর) আওয়ামী লীগের প্রতি উত্তরের চিঠি লেখা হয়। পরে সেটি পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় দলটির কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ আলী আরাফাতকে। আজ শুক্রবার বাংলাদেশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের পি ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি চিফ অব মিশন আর্টুরো হাইন্সের নিকট চিঠি হস্তান্তর করেন মোহাম্মদ আলী আরাফাত। তিনিই আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে ৭ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচনে ভোট

পরিচয় ডেস্ক: আগামি ৭ জানুয়ারি ভোটের দিন চূড়ান্ত করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল।

গত ১৫ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি ভোটের তারিখ ঘোষণা করেন। ঢাকার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে তার দেয়া ভাষণটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার একযোগে সরাসরি সম্প্রচার করেছে। তফসিল ঘোষণার ভাষণ সম্প্রচার করেছে দেশের বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোও।

সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল জানান, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ীভোট গ্রহণের তারিখ: ৭ জানুয়ারি, রোববার। এদিন সারা দেশের তিনশটি আসনে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত একটানা চলবে ভোটগ্রহণ।

ভোটের জন্য ৬৬ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ৫৯২ সহ রিটার্নিং কর্মকর্তার নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, ‘‘সংবিধানে জনগণকে ক্ষমতার মালিক ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জনগণের সেই মালিকানা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে অবাধ, নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন২

দায়িত্ব নেয়ার ২০ মাসের মধ্যে ১৬টি সংসদীয় উপনির্বাচনসহ বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের হাজারেরও বেশি নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে বলে জানান তিনি।

কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, ‘‘সংবিধানের ১২৩ (৩ক) অনুচ্ছেদের বিধান মতে সংসদের মেয়াদপূর্তির পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদের সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে২

সিইসি বলেন, ‘‘কমিশনও তার আয়ত্তে থাকা সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে এবং সরকার থেকে আবশ্যক সকল সহায়তা গ্রহণ করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার বিষয়ে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করবে২

সিইসি জানান, মনোনয়ন জমা দেয়ার শেষ দিন: ৩০ নভেম্বর, মনোনয়ন যাচাই বাছাই করা হবে: ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর, আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি: ৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বর। মনোনোয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন: ১৭ ডিসেম্বর এবং প্রতীক বরাদ্দ: ১৮ ডিসেম্বর।

প্রার্থীরা নির্বাচনি প্রচারের জন্য ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত সময় পাবেন।

ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা ও নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে জানিয়ে সিইসি বলেন, ‘‘দেশে মোট ভোটার প্রায় ১১ কোটি ৯৭ লাখ। ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ৪২ হাজার। মোট ২ লাখ ৬২ হাজার বুথে ভোটগ্রহণ করা হবে।’’

নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হতে হলে, ‘‘কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই। রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে কার্যকরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নির্বাচন অধিক পরিশুদ্ধ ও অর্থবহ হয়। তাতে জনমতের বিশুদ্ধতর প্রতিফলন ঘটে, বলেন কাজী হাবিবুল আউয়াল।

সব দলকে আচরণ বিধি মনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন সিইসি। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভোটের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখারও আহ্বান জানান তিনি। সব দলকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে সহিংসতার পথ ছাড়ার অনুরোধ জানান সিইসি। -তানজীর মেহেদী, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমস এর প্রতিবেদন

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ‘ন্যায্য দাম’ দিচ্ছে না বিদেশি ক্রেতারা

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশি ক্রেতারা বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের ন্যায্য দাম দিচ্ছে না। পশ্চিমা বিশ্বের বড় বড় ফ্যাশন ব্র্যান্ডের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকেরা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমস এক প্রতিবেদনে এতথ্য দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্যেই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ এই অভিযোগ তুলল।

এতে বলা হয়, সপ্তাহখানেক আগে বাংলাদেশ সরকার তৈরি পোশাকশ্রমিকদের মজুরি ৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ১২ হাজার টাকা (১১৩ ডলার) করলেও বেশ কিছু শ্রমিক সংগঠন এই মজুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলছে, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি পুষিয়ে নিতে এই মজুরি যথেষ্ট নয়। পাঁচ বছর আগে পোশাক খাতের মজুরি বাড়ানো হয়েছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ৫ শতাংশের ঘর থেকে ৯ শতাংশে উঠেছে।

২৩ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে কিছুদিন আগে রাজধানীসহ ঢাকার আশপাশে শ্রমিক বিক্ষোভের মধ্যে শতাধিক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের সঙ্গে চার শ্রমিক নিহত হন। এই অচলাবস্থার জন্য পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোকে দায়ী করেছেন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান।

তাঁকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, কারখানাগুলোতে তৈরি পোশাকের বেশি দাম না পেলে শ্রমিকদের বেশি মজুরি দেওয়া সম্ভব নয়। তারা (বিদেশি ব্র্যান্ডগুলো) বাংলাদেশ থেকে ন্যায্য দামে পণ্য কিনছে না।

পোশাকের দাম না বাড়ালে এর চেয়ে মজুরি আর বাড়ানো সম্ভব নয় দাবি করে ফারুক হাসান বলেন, ‘ঋণের সুদ বেড়ে গেছে, উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে, গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে। আর এখন বাড়ল মজুরি। আমাদের যেহেতু কারখানা চালু রাখত হবে, তাই আমরা যে দামে পোশাক বিক্রি করছি, তাতে কেবল উৎপাদন খরচটাই উঠে আসছে। এর বড় সুবিধাটা নিচ্ছে ক্রেতারা।’

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের অস্থিরতায় বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির প্রভাব ফুটে উঠেছে। তার পরও উন্নত বিশ্বের ভোক্তারা যে কম দামে পোশাক পাচ্ছে, তার জন্য বাংলাদেশের মতো দেশগুলো অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।’

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হলো এইচঅ্যান্ডএম ও জারার মতো ফ্যাশন ব্র্যান্ডের মালিক প্রতিষ্ঠান ইন্ডিটেক্স ও ওয়ালমার্ট। বাংলাদেশের ৮৫ শতাংশ তৈরি পোশাক রপ্তানির গন্তব্য এ দুই প্রতিষ্ঠান। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ৪ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়।

বিশ্বের তৈরি পোশাকশিল্পে চীনের পরপরই বাংলাদেশের অবস্থান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই খাত আরও বিকশিত হয়েছে। কিন্তু জ্বালানি, তুলা, কাঁচামালসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির ব্যয়ে এই খাত সংকটে পড়েছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নেমে দাঁড়িয়েছে ২০ বিলিয়ন ডলারে। মূল্যস্ফীতি প্রায় দুই *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশি নাগরিকদের টাকায় ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার কমেছে ৭.৭৩%, ডলারে বেড়েছে ৪.৫২%

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশি নাগরিকদের ক্রেডিট কার্ডের খরচ গত আগস্টের ২,৪৩৭ কোটি টাকা থেকে সেপ্টেম্বরে ১৮৮ কোটি টাকা কমে ২,২৪৯ কোটি টাকা হয়েছে।

বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় সেপ্টেম্বর মাসে টাকায় ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার কমেছে ৭.৭৩ শতাংশ; অন্যদিকে ডলার সংকটের মধ্যেও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ডলারের লেনদেন ৪.৫২ শতাংশ বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশি নাগরিকদের ক্রেডিট কার্ডের খরচ গত আগস্টের ২,৪৩৭ কোটি টাকা থেকে সেপ্টেম্বরে ১৮৮ কোটি টাকা কমে ২,২৪৯ কোটি টাকা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার প্রধানত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে পোশাক খাতের অস্থিরতায় ক্রেতারা উদ্বিগ্ন, নতুন করে অর্ডার দিচ্ছে না জানালো বিজিএমইএ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান বলেছেন, তৈরি পোশাক খাতে চলমান অস্থিরতা নিয়ে বিদেশি ক্রেতারা উদ্বিগ্ন এবং তারা আপাতত নতুন অর্ডার দিচ্ছে না।গত রোরবার (১২ নভেম্বর) রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

ফারুক হাসান বলেন,‘ক্ষতি যেটা হলো, ক্রেতারা অর্ডার হোল্ড করে রেখেছেন। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে তারা নতুন করে অর্ডার দেবে না।‘আমরা তাদের [ক্রেতাদের] বোঝানোর চেষ্টা করছি যে শুধু ৫ শতাংশ কারখানা [অস্থিরতার কারণে] প্রভাবিত হয়েছে, আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি’ ফারুক আরও বলেন, নতুন মজুরি বোর্ড নির্বাচনের আগে কার্যকর করতে হবে, যাতে এর মধ্যে ভোটের ইস্যু চলে না আসে।‘আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে [সরকারকে] এই বিষয়ে অবহিত করব’ বলেন তিনি।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, রোববার পর্যন্ত ১৩০টি পোশাক কারখানা বন্ধ রয়েছে।

এ মুহূর্তে নতুন নিয়োগ কারখানাগুলোর ওপর বাড়তি বোঝা তৈরি করবে উল্লেখ করে ফারুক বলেন,‘কোনো কারখানার যদি কাজ বেশি থাকে, তাহলে যে কারখানায় কাজ কম, সেখান থেকে কাজ করিয়ে নেবে। ...এতে ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং যে অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি হয়েছে, তা কিছুটা প্রশমিত হবে’

তবে চলমান অস্থিরতার কারণে কী পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারেননি বিজিএমইএ সভাপতি। সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএর সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

চীনের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে চাই - বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: চীনের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে বাংলাদেশকে উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে পরামর্শ দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। গত ১৫ নভেম্বর, বুধবার বিকেলে সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির সঙ্গে বৈঠকের সময় এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের এই তথ্য জানিয়েছেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, তৈরি পোশাক খাতের ওপর বাংলাদেশ নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। তাদের পরামর্শ ছিল, আপনারা (বাংলাদেশ) আরএমজি খাতের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল (ডিপেন্ডডেন্ট), অন্যান্য সোর্সগুলোতেও আপনারা চেষ্টা করেন। উৎপাদনে বৈচিত্র্য এলে বাংলাদেশের জন্য যেমন ভালো হবে, তেমনই ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্যও ভালো হবে। চায়না থেকে ডিপেন্ডডেনসিটা একটু শিফট করতে চাই। বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জিএসপি নিয়ে কথা হয়েছে। এটি নিয়ে এর আগেও তারা বিভিন্ন জায়গায় কথা বলেছেন। এগুলো নিয়ে কাজ চলছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পর্যবেক্ষণ নিয়েও কথা হয়েছে। এর বাইরে বাকি কিছু থাকলেও তা নিয়ে কাজ চলছে। শ্রম আইন নিয়ে কথা বলেছেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পিটার হাসের বৈঠক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে কর্মরত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঢাকা কার্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পিটার হাস তাঁর ঢাকার গুলশানের বাসায় ১৫ নভেম্বর বুধবার দুপুরে এক মধ্যাহ্নভোজ সভার আয়োজন করেন। সভায় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতিড়এসব নিয়ে আলোচনা হয়। দায়িত্বশীল সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুল্লায়ে সেক, ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর সোলেইমান সৌলিবালি ও জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ বার্নার্ড হ্যাভেন এবং আইএমএফের ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান জয়েন্দু দে সভায় অংশ নেন।

বৈঠক সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুল্লায়ে সেক বলেন, ‘বিশ্বব্যাংকের শেয়ারধারীসহ আমাদের অংশীজনদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের অংশ হিসেবে আজ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পিটার হাসের আমন্ত্রণেই বৈঠকে অংশ নিয়েছি। আমরা বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করেছি। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে বিশ্বব্যাংক অঙ্গীকারবদ্ধ।’

দায়িত্বশীল সূত্রগুলো বলছে, এটি একটি নিয়মিত বৈঠক। এর আগেও এমন বৈঠক হয়েছে। দুই সপ্তাহ আগে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের ঢাকা কার্যালয়ের প্রতিনিধিদের এই মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। সভায় বাংলাদেশের অর্থনীতি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

লাভের আশায় বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে বাড়ছে ডলার মজুত

পরিচয় ডেস্ক: ব্যবসা-বাণিজ্যে ডলার লেনদেন হয় শুধু অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরভিত্তিক। দেশের বাইরে যাওয়ার সময় মানুষ ব্যাংক বা খোলাবাজার থেকে নগদ ডলার কিনে নিয়ে যায়। এর বাইরে সাম্প্রতিক সময়ে একটি শ্রেণি বিনিয়োগের উপাদান হিসেবে বেছে নিচ্ছে ডলারকে। সংকটের কারণে দর বাড়বে এ আশায় তারা নগদ ডলার কিনে ঘরে রাখছে। এ প্রবণতা বেড়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন গুজবে গত সপ্তাহে খোলাবাজারে প্রতি ডলারে ৭ থেকে ৮ টাকা বেড়ে ১২৭ টাকায় উঠেছিল। গত ১৩ নভেম্বর অবশ্য তা ১২৬ টাকায় বিক্রি হয়েছে। যদিও ব্যাংকে ১১৪ টাকা এবং মানিচেঞ্জারগুলোর জন্য নগদ ডলার বিক্রির সর্বোচ্চ দর ১১৭ টাকা ধার্য করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

জানা গেছে, নগদ ডলারের দর নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকের মতো মানিচেঞ্জারগুলোর জন্যও একটি দর ধার্য করে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মানিচেঞ্জারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ডেকে বলা হয়েছে, ১১৫ টাকা ৫০ পয়সায় ডলার কিনে সর্বোচ্চ ১১৭ টাকায় বিক্রি করতে হবে। আর ব্যাংকগুলো ১১৩ টাকায় নগদ ডলার কিনে সর্বোচ্চ ১১৪ টাকায় বিক্রি করতে পারে। তবে এ দরে ডলার মিলছে না। বেশির ভাগ ব্যাংকে এখন নগদ ডলার পাওয়া যাচ্ছে না বললেই চলে। এ ছাড়া বিদেশি বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউসের বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল এক বৈঠকে প্রণোদনাসহ রেমিট্যান্সে ১১৬ টাকার বেশি দর অফার না করার অনুরোধ করেছে।

মানিচেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি একেএম ইসমাইল হক সমকালকে বলেন, সবাই মিলে ডলারের বাজার স্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে। তবে চাহিদামতো ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। ডলারের দর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো, এটি এখন শেয়ার ব্যবসার মতো হয়ে গেছে। অনেকেই মনে করছে, দর বাড়বে। ফলে তারা ডলার কিনে মজুত করছে। এফডিআর বা সঞ্চয়পত্র ভাঙিয়ে একটি শ্রেণি এখন ডলার কিনে রাখছে। এ ছাড়া বছরের শেষ সময়ে চিকিৎসা, ভ্রমণসহ বিভিন্ন কারণে দেশের বাইরে যাওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। সব মিলিয়ে নগদ ডলারের দর বেড়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সোমবার তাদের ডেকে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছে। সে অনুযায়ী তারা ব্যবসা করার চেষ্টা করছেন।

গত ১৩ নভেম্বর মানিচেঞ্জার ও খোলাবাজারে সর্বোচ্চ ১২৬ টাকায় ডলার বিক্রি হয়েছে। তারা কিনেছে ১২৪ টাকা ৮০ পয়সা থেকে ১২৫ টাকা ৪০ পয়সায়। গত বৃহস্পতিবার প্রতি ডলারে ৫ টাকা বেড়ে ১২৭ টাকায় উঠে যায়। এর পর রোববার মানিচেঞ্জারগুলোকে টেলিফোন করে ১১৭ টাকায় ডলার কিনে ১১৮ টাকা ৫০ পয়সায় বিক্রি করতে বলা হয়।

বিদ্যমান আইনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে খোলাবাজার থেকে ডলার কিনে রাখা বেআইনি। অবশ্য প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে আসার সময় কিংবা সভা-সেমিনার থেকে ফিরে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার নিজের কাছে রাখতে পারেন। গত বছরের আগস্টে ডলারের দর ১২০ টাকায় ওঠার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক সতর্ক করে একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়। সেখানে বলা হয়, নিবাসী বাংলাদেশি ব্যক্তি দেশে ফিরে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার নিজের কাছে বা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে রাখতে পারেন। পরবর্তী বিদেশ যাওয়ার সময় তা সঙ্গে নিতে পারেন। কেউ ১০ হাজার ডলারের বেশি আনলে দেশে এক মাসের মধ্যে বিক্রি বাধ্যতামূলক। নির্দেশ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়।

মানিচেঞ্জার, ব্যাংকসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে জানা গেছে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে এমনিতেই এখন ডলারের সংকট রয়েছে। আবার ঘুষ, দুর্নীতি, শুল্ক ফাঁকি ও বেনামি ঋণের কারণে অর্থ পাচার বেড়েছে। এতে করে হুন্ডির চাহিদা বেড়েছে। আবার প্রতি মাসে ডলারের দর বৃদ্ধির কারণে প্রবাসীদের কেউ কেউ অর্থ পাঠাতে দেরি করছেন। রপ্তানিকারকরাও ডলার আনতে দেরি করছেন। বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে ব্যাংকগুলোকে প্রণোদনাসহ সর্বোচ্চ ১১৬ টাকায় ডলার কেনার নির্দেশনা দেওয়া হলেও অনেকে ১২৪ টাকা পর্যন্ত দরে কিনছে। ব্যাংকের ডলারের খোলাবাজারে নগদ ডলারের দর বেশি থাকে। একটি শ্রেণি এখন নগদ ডলার কিনে মজুত করছে, যা সাম্প্রতিক দরবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

বেসরকারি একটি ব্যাংকের এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, অনেকদিন ধরে শেয়ারবাজারের অবস্থা খারাপ যাচ্ছে। সম্প্রতি ব্যাংক আমানতে সুদহার বাড়লেও তা মূল্যস্ফীতির অনেক নিচে। আবার নানা কারণে কিছু ব্যাংকের প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার কারণে গত অর্থবছর থেকে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ কমছে। সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করে ভালো মুনাফা পাওয়া গেলেও অনেকে তা জানেন না। ফলে একটি শ্রেণি এখন ডলার কেনায় ঝুঁকেছেন। কয়েকটি মানিচেঞ্জারের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত দরে তারা ডলার কিনতে পারছেন না। ফলে কেউ লোকসানে বিক্রি করবে না। সোমবার ১২৪ টাকা ৮০ পয়সা থেকে ১২৫ টাকা ৪০ পয়সায় ডলার কিনে বিক্রি করেছেন ১২৬ টাকায়। তারা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

অব্যাহত ডলার বিক্রি, চাপ বাড়াচ্ছে বাংলাদেশের রিজার্ভে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ডলার সংকট কাটছেই না। সংকট কাটাতে নানা উদ্যোগের পরও দিন দিন তা তীব্রই হচ্ছে। বর্তমানে যা চরম আকার ধারণ করেছে। মূলত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে দেশে ডলার সংকটের সূত্রপাত। এর পর থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক একের পর এক সংকট নিরসনে পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমদানিতে আরোপ করা হয় কড়াকড়ি শর্ত। কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না। উল্টো জরুরি আমদানিতে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি অব্যাহত রয়েছে। এতে চাপ বাড়ছে রিজার্ভের ওপরে। প্রতিনিয়ত কমছে রিজার্ভ।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার জানিয়েছেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে কোনো ব্যাংকের কাছে সস্তায় কিংবা স্বাভাবিক দামেও ডলার বিক্রি করা হবে না। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছে। এতে রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে ২৫ বিলিয়নের ডলারের ঘরে। আর যা বিপিএম ৬ অনুযায়ী আমাদের খরচ করার মতো রিজার্ভ এখন ১৯ দশমিক ৯৬ বিলিয়ন ডলার।

অন্যদিকে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত (৫ দশমিক ৩২ বিলিয়ন) ৫৩২ কোটি ডলার বিক্রি করা হয়েছে। বিদায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরজুড়ে দেশে ডলারের তীব্র সংকট ছিল। চাহিদা অনুযায়ী বাজারে ডলার না থাকায় রিজার্ভ থেকে অব্যাহতভাবে ডলার বিক্রি করা হয়। সব মিলিয়ে গত অর্থবছরে ১৩ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলার বিক্রি হয় রিজার্ভ থেকে। এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার বিক্রি করে ছয় হাজার কোটি টাকা আয় করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, বিপিএম ৬ অনুযায়ী রিজার্ভ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে বেড়েছে ডলার সংকট; রিজার্ভ নেমেছে ১৯.৬০ বিলিয়নে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৯ বিলিয়ন ডলারের ঘরে নেমেছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (বিপিএম৬) অনুযায়ী গত বুধবার, ১৫ নভেম্বর রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৯৬ কোটি বা ১৯ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবে দেশের নিট রিজার্ভ এখন ১৫ বিলিয়ন ডলারের ঘরে বলে জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৮ অক্টোবর দেশের রিজার্ভ ছিল ২০ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলার। ১৫ নভেম্বর তা নেমে আসে ১৯ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলারে। এ হিসাবে প্রায় এক মাসের ব্যবধানে ১৩৫ কোটি ডলার কমেছে। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) মাধ্যমে আমদানি দায় পরিশোধের পর রিজার্ভের পরিমাণ এতটা কমেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

দেশের ইতিহাসে বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোচ্চ মজুদ ছিল ২০২১ সালের আগস্টে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী, ওই সময় রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। এর পরই ক্ষয় শুরু হয়। গত দুই বছর প্রতি মাসে রিজার্ভ কমেছে গড়ে ১ বিলিয়ন ডলার করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ব্যাংকগুলোর আমদানি দায় পরিশোধের জন্য প্রতি মাসে অন্তত ১ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করতে হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের ঋণ পরিশোধ করতে গিয়েও রিজার্ভের ক্ষয় বাড়ছে। গত অর্থবছরে মজুদ থেকে রেকর্ড সাড়ে ১৩ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করতে হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গণনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস তথা জুলাই থেকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আইএমএফ থেকে ঋণপ্রাপ্তির শর্ত হিসেবেই তা করা হচ্ছে। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভুল সিদ্ধান্তে ডলারের বাজারে অস্থিরতা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে প্রায় দুই বছর ধরে চলছে ডলার সংকট। সংকট কাটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো। তবে এখন পর্যন্ত সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। ডলারের দাম এত বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত ভুল সিদ্ধান্তকে দায়ী করছেন অর্থনীতিবিদরা।

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের উপর ছাড়া হয়নি। আর এ কারণেই ডলারের একাধিক বিনিময় হার প্রচলিত রয়েছে। ডলারের দাম বাজারের উপর ছাড়া নিয়ে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকদের এক ধরণের স্পর্শকাতরতা আছে। তারা মনে করে একবার দাম নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের উপর ছেড়ে দেয়া হলে সেটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ঠিক বলা যায় না। এছাড়া এটা আবার নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে কিনা তা নিয়েও সন্দিহান বাংলাদেশ ব্যাংক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেসরকারি একটি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, রেমিট্যান্স কমার প্রভাব ইতিমধ্যে প্রবাসী আয়ের উপর পড়েছে। খোলা বাজারে ডলারের দাম বেশি হওয়ার কারণে হুন্ডির প্রবণতাও বেড়েছে। হুন্ডি কমাতে না পারলে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

খোলাবাজারে ডলারের দাম ১১৭ টাকা, না মানলে ব্যবস্থা-বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানামুখী পদক্ষেপের পরও ডলারের বাজার লাগামহীন। ব্যাংকের পাশাপাশি খোলাবাজারের জন্যও বাফেদাএবিবি দর নির্ধারণ করে দিলেও সেই দরে ডলার মিলছে না মানি চেঞ্জারে। তবে বাড়তি দাম দিলেই খোলাবাজারে মেলে ডলার। এমন তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক, গোয়েন্দা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্টদের কাছেও রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার (১৪ নভেম্বর) এক বিশেষ বৈঠকে খোলাবাজারে ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে মানি এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশকে দায়িত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো ১১৫ টাকা ৫০ পয়সায় ডলার কিনে ১১৭ টাকায় বিক্রি করতে পারবে। এর বেশি দামে ডলার লেনদেন করলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবে অ্যাসোসিয়েশন। পাশাপাশি প্রয়োজন হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

মানি চেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের মহাসচিব মো. হেলাল উদ্দিন সিকদার জানান, ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ডলার-সংক্রান্ত নির্দেশনা ঠিকমতো বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে অনুরোধ জানায়। সেই ধারাবাহিকতায় আজ বৈঠক হয়। যারা মানি চেঞ্জার কোম্পানিগুলোর বাইরে ডলার ব্যবসা করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলে বৈধ ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। এর সুবিধা সাধারণ মানুষ পাবেন। ডলার মার্কেটও স্থিতিশীল থাকবে বলে মনে করেন তিনি।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার (০৯ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক শেষে এবিবির চেয়ারম্যান ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হোসাইন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'বৈদেশিক মুদ্রা সংকটে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমাদের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো ব্যাংক চাইলে সর্বোচ্চ ১১৬ টাকা দরে রেমিট্যান্স কিনতে পারবে। কিন্তু ১১১ টাকার বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে না। এরপরও যারা নির্দেশনা ভঙ্গ করছে, তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা একত্রে বাজারটাকে স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে আসব।' *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

গাজায় জাতিসংঘের ত্রাণ সরবরাহ স্থগিত, ‘ক্ষুধামৃত্যু আসন্ন’

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় জাতিসংঘের ত্রাণ বিতরণ আবারও স্থগিত হয়ে গেছে। এতে ক্ষুধার্ত ও গৃহহীন হাজার হাজার ফিলিস্তিনির দুর্দশা আরও বেড়ে যাবে। অবরুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অবিরাম হামলার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ও জ্বালানি সংকটের কারণে আজ শুক্রবার আবারও জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মসূচি স্থগিত হয়েছে।

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিকে (ডব্লিউএফপি) উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, খাদ্য সরবরাহের অভাবে বেসামরিক নাগরিকদের ‘ক্ষুধামৃত্যুর’ মুখোমুখি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ফিলিস্তিনের সংবাদ সংস্থা ওয়াফা বলছে, গাজা উপত্যকা ও মিসরের মধ্যবর্তী রাফাহ সীমান্তের কাছে ইসরায়েলি হামলায় বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন।

আল জাজিরা টিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েলের হামলায় নয় জন নিহত হয়েছেন। হামলার বিষয়ে ইসরায়েলের তরফ থেকে তাৎক্ষণিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। রয়টার্সও এ তথ্য যাচাই করতে পারেনি।

গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে আল শিফা হাসপাতালে হামাসের ব্যবহৃত সুড়ঙ্গের সন্ধান মিলেছে বলে দাবি করছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। রোগী ও বাস্তুচ্যুত মানুষে ভরা হাসপাতাল এখন বিশ্বে উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু।

ইসরায়েলের দাবি, রোগীসহ আশ্রয় নেওয়া বেসামরিক মানুষকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার

করে হামাস হাসপাতালের নিচের সুড়ঙ্গে অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুত করে এবং জিম্মিদের লুকিয়ে রেখেছে। যদিও হামাস বরাবরই এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

হামাসুইসরায়েল যুদ্ধ সপ্তম সপ্তাহে গড়িয়েছে। ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত সাড়ে ১১ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যার এক তৃতীয়াংশের বেশি শিশু। আন্তর্জাতিক মহল যুদ্ধবিরতি বা অন্তত মানবিক বিরতির জন্য আহ্বান জানালেও বিরতি কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

গত ৭ অক্টোবর হামাস যোদ্ধাদের ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর থেকে এ সংঘাত শুরু হয়। এ হামলায় ১২০০ ইসরায়েলি নিহত হয়েছে ও ২৪০ নাগরিককে জিম্মি করা হয়েছে বলে ইসরায়েলের দাবি।

এ হামলার জবাবে গাজায় অবিরত বোমা হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল সেনা। স্থল ও বিমান হামলায় এখন পর্যন্ত ১১ হাজার ৫০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে অন্তত ৪ হাজার ৭০০ জনই শিশু।

হামাস গোষ্ঠীকে নির্মূল করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইসরায়েল। মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো বলছে, লাখ লাখ মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে।

জাতিসংঘ বলছে, জ্বালানি সংকট ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে আজ শুক্রবার ত্রাণ সহায়তা বন্ধ রয়েছে। জ্বালানির অভাবে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো গতকাল বৃহস্পতিবারও গাজায় কোনো ত্রাণবাহী ট্রাক পৌঁছায়নি।

এক বিবৃতিতে ডব্লিউএফপির নির্বাহী পরিচালক সিন্ডি ম্যাককেইন বলেন, পুরো জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তার চরম প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু গাজায় খাবার ও পানি সরবরাহ এখন পুরোপুরি বন্ধ। প্রয়োজনের সামান্য এক অংশ সীমান্ত দিয়ে আসছে।

ম্যাককেইন বলেন, ‘আসন্ন শীত, অনিরাপদ ও ঘনবসতিপূর্ণ আশ্রয়কেন্দ্র এবং পরিষ্কার পানির অভাবের মধ্যে বেসামরিক নাগরিকদের তাৎক্ষণিক ক্ষুধামৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’

গাজার উত্তরাঞ্চলে হামাস গোষ্ঠী প্রায় নির্মূল হওয়ার পথে রয়েছে বলের ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর প্রধান দাবি করেছেন। হামাসের কার্যক্রম উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য অংশে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। হামাস গাজাবাসীকে দক্ষিণাঞ্চলে সরে যেতে বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ইসরায়েল। যদিও হামাস তা অস্বীকার করেছে।

শিফা হাসপাতালের পাশ থেকে দুই জিম্মির মরদেহ উদ্ধারের দাবি ইসরায়েলের

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় হামাস যোদ্ধাদের হাতে জিম্মি থাকা দুই নারীর মরদেহ উদ্ধারের দাবি করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। ইহুদিত ওয়েইস (৬৫) ও নোয়া মার্সিয়ানো (১৯) নামের ওই দুই নারীর মরদেহ গাজার আল-শিফা হাসপাতালের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয় বলে তারা জানায়। টাইমস অব ইসরায়েল এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ইহুদিত ওয়েইসের মরদেহ আল-শিফা হাসপাতালসংলগ্ন একটি ঘরে ছিল। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের হামলার সময় তাঁকে জিম্মি করে সেখানে নেওয়া হয়েছিল বলে জানায় ইসরায়েল। তিনি ব্রেস্ট ক্যানসারের জন্য চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। তাঁর স্বামীকে ওই সময় গুলি করে হত্যা করা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলকে ‘সন্ত্রাসী রাষ্ট্র’ বলে পশ্চিমাদের তোপের মুখে এরদোয়ান

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলকে ‘সন্ত্রাসী রাষ্ট্র’ আখ্যা দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনকারী ইসরায়েলিদের যেন সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, আঙ্কারা তা নিশ্চিত করবে। গত ১৫ নভেম্বর বুধবার পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তব্যে যুদ্ধাপরাধের দায়ে ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করতে আন্তর্জাতিক আদালতের প্রতি আহ্বান জানান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট।

এরদোয়ান বলেন, পশ্চিমাদের ‘অসীম’ সমর্থন নিয়ে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল যে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, তা ‘মানব ইতিহাসে সবচেয়ে প্রতারণামূলক হামলা’।

দুই দিনের মাথায় জার্মানি সফরের যাচ্ছেন এরদোয়ান। পশ্চিমাদের সমালোচনায় মুখর তুরস্কের এই নেতার সফর নানা কারণে স্পর্শকাতর। এর মধ্যেই ইসরায়েল নিয়ে এই মন্তব্য ইঙ্গিতবাহী। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েল বা হামাস নয়, ফিলিস্তিনিরাই নিয়ন্ত্রণ করবে গাজা-ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতিবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান সংঘাত থেমে যাওয়ার পর একটি শক্তিশালী ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অধীনেই গাজায় বসবাস চালিয়ে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতিবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল। কয়েক দশক ধরে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমাধানকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াশে আজ শুক্রবার এই অঞ্চলটিতে সফর করেছেন বোরেল।

রামাল্লায় ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ স্তাইয়েহের সঙ্গে একটি যৌথ সংবাদ বিবৃতিতে বোরেল বলেন, ‘গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের জোর করে উচ্ছেদ, স্থানান্তর কিংবা ইসরায়েল দ্বারা অধিগ্রহণ বা হামাসের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে পারে না গাজা।’ এ সময় গাজায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানান ইইউ-এর শীর্ষ কূটনীতিক। এ বিষয়ে ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তিনি বলেন, ‘সম্ভবত আপনার আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন প্রয়োজন হবে। কিন্তু ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে গাজায় ফিরে যেতে হবে।’ মধ্যপ্রাচ্যে চার দিনের সফরের শুরুতে গত বৃহস্পতিবার ইসরায়েলে অবতরণ করেন স্প্যানিশ রাজনীতিবিদ বোরেল। এই সফরে ফিলিস্তিনি অঞ্চল ছাড়াও বাহরাইন, সৌদি আরব, কাতার এবং জর্ডানে পা রাখবেন তিনি। ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী স্তাইয়েহ এ সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রস্তাবের সঙ্গে জোর দিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ফিলিস্তিনিদের আমাদের ভূখণ্ডেই রাখতে হবে।’

চলমান সংঘাতে গাজায় বসবাস করা ফিলিস্তিনিদের ৬৫ শতাংশই উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে জানিয়ে সেখানে খাদ্য, জ্বালানি ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য ইইউ-এর প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান স্তাইয়েহ।

জার্মানিতে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ জুয়ায় আসক্ত

পরিচয় ডেস্ক: জার্মানি সরকার এর প্রতিবেদন বলছে, জার্মানিতে ৪৬ লাখ মানুষ জুয়ায় আসক্ত অথবা আসক্তির ঝুঁকিতে। প্রতিবেদন প্রকাশের পর জার্মান সরকারের এক মন্ত্রী জুয়ায় কিছুটা কড়াকড়ি আরোপের প্রস্তাব করেছেন।

গত ১৩ নভেম্বর সোমবার জার্মানির কেন্দ্রীয় মাদক কমিশনার বুরখার্ড ব্লিয়েনার্ট প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। সেখানে দেখা যায়, প্রায় ১৩ লাখ জার্মান জুয়ায় পুরোপুরি আসক্ত এবং আরো ৩৩ লাখ আসক্তির পথে।

‘গ্যাম্বলিং অ্যাটলাস’ শীর্ষক ঐ প্রতিবেদনটি ২০২১ সাল পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, জার্মানির ৩০ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক জুয়া খেলেন। ৭.৭ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রাতিরিক্ত জুয়া খেলার ফলে আর্থিক, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পানি সংকটে বিশ্বে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় দক্ষিণ এশিয়া-জাতিসংঘের প্রতিবেদন

পানি সংকটে বিশ্বে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো। সোমবার এক রিপোর্টে জাতিসংঘ এই তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, আগের তুলনায় আরও অনেক বেশি শিশু পানির তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়ে সংগ্রাম করছে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের অন্য যে কোনো জায়গার চেয়ে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে পানি সংকট আরও খারাপ হয়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। খবর এএফপির।

জাতিসংঘের শিশু সংস্থা এক প্রতিবেদনে বলেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় ১৮ বছরের কম বয়সী ৩৪৭ মিলিয়ন শিশু ব্যাপক বা অতি ব্যাপকভাবে পানির ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। এটি সংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের অন্য সব অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা নিয়ে গঠিত আটদেশীয় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

সত্যি কি ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ নির্বাচনের দিকে যাচ্ছি

মাহফুজ আনাম

‘কী হতে যাচ্ছে’ সে সম্পর্কে কোনো প্রকার ধারণা না থাকায় দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে যে ধরনের আশা-উদ্দীপনার প্রয়োজন, তা আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

নির্বাচন আসন্ন। এই সময়টাতে আমাদের ব্যস্ত থাকার কথা যোগ্য প্রার্থীর খোঁজে এবং আগে যারা নিরাশ করেছে, তাদেরকে শাস্তি দিতে। কিন্তু এর পরিবর্তে আমরা প্রতিটি রাত পার করছি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কায়ড়কখন যেন সাদা পোশাকের পুলিশ বা তাদের বেশে অন্য কেউ জোর করে ঘরে ঢুকেগুম করে দেয়। অপরাধ হলো, আমার কোনো বন্ধু বা আত্মীয় কোনো এক সময়, কোনো এক জায়গায় বিরোধী দলের কোনো এক মিছিলে যোআবার আমাদের অফিস, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, দোকান, কারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হচ্ছে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে, অন্যথায় হামলার ঝুঁকি নিয়ে এগুলো চালু রাখতে হচ্ছে।

সবচেয়ে কঠোর ভাষায় আমরা উভয়পক্ষের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি দাবি জানাই, বর্তমানে যে রাজনীতি চলছে, তা থেকে বিরত থাকুন এবং এই অসহনীয় পরিবেশের অবসান ঘটান।

একের পর এক মেগা প্রকল্পের উদ্বোধন হচ্ছেড়বঙ্গবন্ধু টানেল, বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ, মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ে। সরকারের এসব অর্জনে আমরা সবাই অত্যন্ত গর্বিত।

কিন্তু এসব অর্জনের মর্ম পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদেরকে আতঙ্কিত করছে। আর এর জন্য দায়ী সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই। এ ক্ষেত্রে সরকারের দায় বেশি। কারণ, বিরোধী দল রাস্তায় নেমে আন্দোলন ও সহিংসতা শুরুর আগে সরকার বিদ্যমান মতভেদ নিরসনের কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

ওকী হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো প্রকার ধারণা না থাকায় দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে যে ধরনের আশা-উদ্দীপনার প্রয়োজন, তা আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিদিনই বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী নেতা, ব্যাংকার ও বুদ্ধিজীবীরা সতর্ক করছেন যে আমাদের অর্থনীতি ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। জনগণ উচ্চ মূল্যস্ফীতির অভিঘাতে জর্জরিত, যা অক্টোবরে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশে পৌঁছে গেছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি রেকর্ড ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশে পৌঁছেছে। রপ্তানি আয় কমছে, আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কমছে টাকার মান ও ডলারের রিজার্ভ।

আমাদের নেতারা এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কেন? তারা কেন এত সব অশনি সংকেতকে আমলেই নিচ্ছেন না?

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বারবার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের অঙ্গীকারের কথা বলে এসেছেন। কিন্তু তার নিজের এবং তার দলের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড কি তাই বলে? বিরোধী দলকেসন্ত্রাসী সংগঠন বলা, বিরোধী নেতাদের নিয়ে বিষোদগার, হুমকিড়এসব কি সৌহার্দ্যপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ তৈরিতে ন্যূনতম সহায়ক হচ্ছে?

বুধবার দ্য ডেইলি স্টারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ যাদেরকে খুঁজছে, তাদের না পেলে পরিবারের সদস্য, ড্রাইভার, সহকারী, এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের কাজ কেবলমাত্র তখনই করা সম্ভব, যখন আইনের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাটুকুও আর থাকে না।

অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি নিরপরাধড়আইনের এই মৌলিক শিক্ষা হয়তো আমরা ভুলে গেছি। তাই তেযাকে পাওয়া যাবে, তাকেই শাস্তি দিতে হবে, এমন পদ্ধতিতে চলছি। সন্তান, জীবনসঙ্গী, বয়স্ক আত্মীয়, নিকটাত্মীয়, বন্ধু, এমনকি বেতনভুক্ত গৃহকর্মীদেরও শাস্তি দেওয়া যাবে, যাতে পুলিশ যাকে খুঁজছে তিনি ধরা দিতে বাধ্য হন। এটা ন্যায়বিচারের প্রতি সবচেয়ে বড় উপহাস।

বিএনপির তথ্য অনুযায়ী, গত ২৮ অক্টোবরের পর থেকে সারা দেশে তাদের মোট ৮ হাজার ৯৫১ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তথ্য অনুযায়ী, ১ হাজার ৬৩৬ বিএনপি নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার ও তাদের বিরুদ্ধে ১১২টি মামলা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গ্রেপ্তারের হিসাব বিবেচনায় নিলে সংখ্যাটি আরও অনেক বড় হবে।

এরপর প্রশ্ন আসে, বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কারাগারে কেমন আচরণ করা হচ্ছে। তাদেরকে যেহেতু বেআইনি জনসমাবেশ, পুলিশকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি, বিস্ফোরণ ও ভাঙচুরের মতো সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাই তাদেরকে সাধারণ কয়েদি হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে, রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে নয়। ফলে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কারাগারে তারা ডিভিশন পাচ্ছেন না। বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা ও সাবেক মন্ত্রী মির্জা আব্বাস সম্প্রতি আদালতে দাবি করেছেন, কারাগারে তাকে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের সঙ্গে মাটিতে ঘুমাতে বাধ্য করা হয়েছে।

৮ নভেম্বর প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ৬৮টি কারাগারে প্রায় ৭৭ হাজার কয়েদি আছেন। ২২ সেপ্টেম্বর সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্য থেকে এই সংখ্যাটি জানা যায়। তবে গত ৭ নভেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, কয়েদির সংখ্যা ৮৮ হাজার, যা কারাগারগুলোর মোট ধারণক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি।

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

এত খরচের নির্বাচন আমাদের কী দিচ্ছে

সুবাইল বিন আলম

২০১৪ থেকে প্রতিবার নির্বাচন আসে আর আমরা মানুষেরা আশা করি, ২০০১ ও ২০০৮-এর মতো উৎসবমুখর পরিবেশে আবার ভোট দিতে পারব। কিন্তু সব আশা পূরণ না হওয়ার মতো এই আশাও এখন দুরাশা হয়ে যাচ্ছে। এই অধমের প্রথম ভোট ছিল ২০০৮ সালে। নিজে ঘুরে ঘুরে বন্ধুদের নিয়ে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। দেখেছি, মানুষ কতটা উৎসব করে বেড়াচ্ছেন। কোথাও কোনো ভীতি নেই, বাসা থেকে বাধা নেই। কিন্তু নতুন প্রজন্ম এই উৎসব থেকে বঞ্চিত। ফলাফল হয়ে যাচ্ছে রাজনীতি বিমুখ। এমনটা কি হওয়ার কথা ছিল?

হ্যাঁ, প্রতি পাঁচ বছর পর ভোট আসে। আমাদের লাভ না হলেও একটা বিশাল খরচ হয়ে যায়। সেই খরচের ধকল নিতে হয় বাংলাদেশের মানুষকেই। ২০২৪ সালে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে আমাদের সম্ভাব্য বাজেট ধরা হয়েছে ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা, যা বেড়ে হতে পারে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকার মতো। (আজকের পত্রিকা: ১০ অক্টোবর, ২০২৩)।

এই খাতের মধ্যে আছে নির্বাচন পরিচালনা খরচ আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য। এর মধ্যে খবর দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৯৪০ কোটি টাকার ইভিএম নষ্ট হয়ে গেছে (ডেইলি স্টার: ১১ নভেম্বর, ২০২৩)। এই অপচয়ের দায় কার? কিন্তু সব খরচ তো শুধু নির্বাচন কমিশনই করে না। প্রস্তুতির জন্য অন্যদেরও আছে। ভোটের আগে ডিসি, ইউএনওদের গাড়ির জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল ৩৮১ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। যদিও এ প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এখনো অনুমোদন করেনি।

এদিকে সংসদ নির্বাচনের জন্য পুলিশ ১ হাজার ২২৬ কোটি টাকা চেয়েছিল, যা দিয়ে কেনা হবে নতুন অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম, সফটওয়্যার, গাড়ি ও অন্যান্য অপারেশনাল খরচ। (জাগোনিউজ: ৮ মে, ২০২৩)। এর মধ্যে কত টাকা পাস হয়েছে, আলাদা করে জানা না গেলেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জননিরাপত্তা বিভাগে (পুলিশ-র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী) মোট ২৫ হাজার ৬৯৬ কোটি ৭৫ লাখ ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। গত অর্থবছরে যা ছিল ২২ হাজার ৫৭৭ কোটি ৫৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা। (বাংলা ট্রিবিউন: ১ জুন, ২০২৩) গত বছরের তুলনায় ৩ হাজার ১১৯ কোটি টাকা বেশি। এর মধ্যে পুলিশের জন্য বরাদ্দ মোট বাজেটের ৫৫ শতাংশ (যুগান্তর: ২৮ মে, ২০২৩)। এ রকম নির্বাচন উপলক্ষে অনেক মন্ত্রণালয়েরই আলাদা বরাদ্দ থাকে বা খরচ হয়।

এ তো গেল সরকারি খরচের হিসাব। ২০১৮ সালে টিআইবির ১০৪ জন প্রার্থীর মধ্যে এক সমীক্ষাতে একেকজন প্রার্থী গড়ে ৭৪ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৮ টাকা ব্যয় করেছেন। সারা দেশে প্রার্থী ছিলেন ১ হাজার ৮৪৮ জন। গড়ে এই খরচ হলে নির্বাচনের প্রার্থীরা ভোটের জন্য খরচ করেন প্রায় ১ হাজার ৩৮৫ কোটি টাকা। গত নির্বাচনে দেশে ভোটার ছিলেন ১০ কোটি ৪২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭৭ জন, এবার মোট ভোটারের সংখ্যা এখন ১১ কোটি ৯৬ লাখ ১৬ হাজার ৬৩৩। (একটা সম্পূরক প্রশ্ন, ভোটার প্রায় ১২ কোটি হলে দেশের জনসংখ্যা কীভাবে ১৭ কোটির কম হয়?) যদিও নির্বাচন কমিশন থেকে ভোটারপ্রতি ১০ টাকা খরচের বিধান আছে, তা কেউ কখনো মানেন না। অতিরিক্ত খরচ যাতে না হয়, দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের, যা তারা ঠিকমতো পালন করে কি না, প্রশ্ন আছে। যেহেতু এবার ভোটার সংখ্যা ও জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, এবার খরচ বেড়ে যাওয়ার কথা।

এবার আসি সহিংসতা প্রসঙ্গে। ২০১৩ সালে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছিল। তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত সহিংসতাতে মারা গিয়েছিলেন ১৪২ জন (উইকিপিডিয়া), ২০১৮ সালে মারা গেছেন ২২ জন (ডয়চে ভেলে: ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮)। এতগুলো অমূল্য প্রাণ যে ঝরে গেল, কোনো হত্যার বিচার হয়নি।

এর দায় কার? ২০১৩ সালের অবরোধ-হরতালের সময় ডিসিসিআই হিসাব করে দেখিয়েছিল, হরতালের জন্য দৈনিক ক্ষতি হয় ২০ কোটি মার্কিন ডলার। এই হরতাল-অবরোধ দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছে দুই প্রধান দলইড়যখনই তারা বিরোধী দলে থাকে। এখন আবার হরতাল-অবরোধ ফিরে এসেছে। আর এর জন্য যে প্রাণহানি বা আর্থিক যে ক্ষতি হবে, তা হবে এই দেশেরই।

এ তো গেল দেশের নির্বাচন বা নির্বাচন বাধা দেওয়ার ফলাফলে আর্থিক এবং প্রাণহানির কথা। এখন দেখি এই ভোটের ফলাফলে পাওয়া সংসদে আমাদের জন্য কতটা কাজে আসে?

টিআইবি এক জরিপে দেখিয়েছে, জানুয়ারি ২০১৯-এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় প্রায় ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০১৯-২০-এ যুক্তরাজ্যে এই হার ছিল প্রায় ৪৯ দশমিক ৩ এবং ২০১৮-১৯-এ ভারতের ১৭তম লোকসভায় এই হার ছিল ৪৫ দশমিক শূন্য শতাংশ।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.
We Pay Highest Payment
No training necessary and we do not charge any fee.
Call Today
Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
Nusrat Ahmed
President
718-406-5549
Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814
Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com
Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308
Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549
Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549
Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

ডলারের দাম বাজারের হাতে ছেড়ে ফায়দা মিলবে কি

মইনুল ইসলাম

দেশের কয়েকজন অর্থনীতিবিদ বেশ কিছুদিন ধরেই ডলারের মূল্য নির্ধারণ বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে কথা বলছেন। তাঁদের মত হলো, ডলারের দাম নির্ধারণ বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে কিছুদিন ডলারের দাম বেড়ে একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে এসে একক দামে ডলার বিক্রি হবে। এরপর হুন্ডিওয়ালারা ডলারের যে বেশি দাম দিচ্ছে, সে সমস্যা নাকি আর থাকবে না। আমি তাঁদের এই অবস্থান ও মতের বিরোধিতা করছি।

হুন্ডিপ্রক্রিয়ায় দেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচারের চাহিদাকাঠামো সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে তাঁরা এভাবে সমস্যার সহজ সমাধান দিচ্ছেন। আমি মনে করি, পুঁজি পাচারের জন্য ডলারের চাহিদাকারীদের দমন না করে শুধু ডলারের দাম বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে ডলারের দাম বাজারে যতই বাড়বে, তার চেয়ে পাঁচ-ছয় টাকা বেশি দাম দিয়ে হুন্ডিওয়ালারা প্রবাসীদের কাছ থেকে বিদেশে ডলার কিনে নেবেন।

কারণ, পুঁজি পাচারকারীদের কাছে তাঁদের অর্থ বিদেশে পাচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব বাজারে ডলারের দামের চেয়ে হুন্ডিতে দাম কত বেশি, সেটা তাদের বিবেচ্য নয়। আইনি ঝামেলা ছাড়া নিরাপদে যেহেতু পাচারকারীরা হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার করতে পারে, তাই হুন্ডিওয়ালার কাছ থেকে তারা বেশি দামে ডলার কিনতে মোটেও অনাগ্রহী হবে না। এর মানে বাজারে ডলারের দাম বাড়তে থ াকলেও হুন্ডি ব্যবস্থায় পুঁজি পাচার অব্যাহত থাকবে, বাজারে ডলারের একক দাম নির্ধারিত হবে না।

বাংলাদেশের ১ কোটি ৫৫ লাখ অভিবাসী বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন ও কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রায় অর্ধেক রেমিট্যান্স এখন হুন্ডিপদ্ধতিতে দেশে আসছে। আমার মতে, সিংহভাগ রেমিট্যান্স প্রেরক হুন্ডিপদ্ধতি ব্যবহার করছেন। অতএব ২১-২২ বিলিয়ন ডলার যদি বৈধভাবে দেশে আসে, কমপক্ষে আরও ২১-২২ বিলিয়ন ডলার বা তার চেয়েও বেশি রেমিট্যান্স হুন্ডিপদ্ধতিতে আসছে। তার মানে প্রবাসী ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে মধ্যে হুন্ডিপদ্ধতি বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফলে শুধু দেশপ্রেমের ধুয়া তুলে তাঁদের এই ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে সহজে দমন করা যাবে না।

বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য সরকার আগে ২ দশমিক ৫ শতাংশ হারে প্রণোদনা দিত, সম্প্রতি তা ৫ শতাংশে উন্নীত করেছে। এরপরও আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর ব্যাপারে প্রবাসীদের যথেষ্ট উৎসাহিত করা যাবে কি না, তা দেখার বিষয়। কারণ, হুন্ডি ব্যবসায়ীরাও বেশি দামে ডলার কিনে হুন্ডির আকর্ষণ ধরে রাখার চেষ্টা করবেন।

গত আগস্ট মাসে আগের বছরের একই মাসের চেয়ে ২১ শতাংশ কম রেমিট্যান্স এসেছে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে। সেপ্টেম্বরে মাত্র ১৩৪ দশমিক ৩৬ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। অথচ দুই বছর ধরে প্রতি মাসে লক্ষাধিক বাংলাদেশি অভিবাসী বিদেশে যাচ্ছেন বলে জানাচ্ছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

অবশ্য অক্টোবর মাসে ১৯৭ দশমিক ৭৫ কোটি ডলার রেমিট্যান্স ফরমাল চ্যানেলে দেশে এসেছে বলে পত্রিকান্তরে জানা যাচ্ছে। এর আগের তিন মাসের চেয়ে অক্টোবরে বেশি রেমিট্যান্স আসায় এ ব্যাপারে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। তবু আমার দৃঢ় অভিমত হলো, হুন্ডিব্যবস্থার চাহিদাকাঠামোতে অবস্থানকারী পুঁজি পাচারকারীদের প্রতি অবিলম্বে সরকারের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বহুদিন ধরেই আমি বলে চলেছি, হুন্ডিব্যবস্থাকে কঠোরভাবে দমন না করলে বৈধ পথে রেমিট্যান্স-প্রবাহকে বাড়ানো যাবে না। কারণ, হুন্ডিব্যবস্থার মাধ্যমে দেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচার দেশের 'এক নম্বর সমস্যায়' পরিণত হয়েছে। সরকারের নীতিনির্ধারকদের অচিরেই এই সত্যটা মেনে নেওয়া উচিত। এর মানে দেশে পরিবারের কাছে রেমিট্যান্স প্রেরণে ইচ্ছুক প্রবাসীরা তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাগুলো (প্রধানত ডলার) বিদেশের হুন্ডি ব্যবসায়ীদের এজেন্টের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। এর প্রধান কারণ, ডলারপ্রতি তাঁরা বাংলাদেশ ব্যাংক-নিয়ন্ত্রিত বাজারের ডলারের দামের চেয়ে ৫-৭ টাকা বেশি দাম পাচ্ছেন। ফলে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা হুন্ডি ব্যবসায়ীদের এ দেশীয় এজেন্টের মাধ্যমে ওই বর্ধিত দামে প্রেরিত রেমিট্যান্সের সমপরিমাণ টাকা অতি দ্রুত পেয়ে যাচ্ছেন কোনো ঝুটঝামেলা ছাড়াই। হুন্ডিপদ্ধতিতে কোনো কাগজপত্র স্বাক্ষর করার প্রয়োজন হয় না। হুন্ডির স্থানীয় এজেন্ট প্রায়ই রেমিট্যান্স প্রেরক ও গ্রহীতাদের পূর্বপরিচিত থাকার কারণে এসব লেনদেনে ঠকে যাওয়ার আশঙ্কাও তেমন থাকে না।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

উৎসব ও উৎসবের প্রকৃতি না বোঝা বিভ্রান্তজীবীরা

কাকন রেজা

আমার দুই 'টুইন' ভাস্তি, 'ঘটি'দের ভাষায় 'ভাই-ঝি' আছে, ক্লাস নাইনে পড়ে। তাদের পাঠ্য বাংলা রচনার বিষয় জানতে চাইলে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে উৎসবের কথাও বললো। খুশি হলাম। যাক অন্তত উৎসব জিনিসটা বুঝবে। জিজ্ঞেস করলাম, উৎসবের প্রকৃতি সম্পর্কে। ওরা বলল, ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের কথ া। আশ্চর্য হলাম, আমাদের নামের আগে ড-তে ডট এবং নামের শেষে বিসিএস লাগানো অনেকেই এই বিষয়টি আজ অবধি বুঝতে সক্ষম হননি।

বিষয়টি একটু খোলাসা করি। চৈত্র সংক্রান্তি আর বৈশাখ, দুটোই উৎসব। প্রথমটি ধর্মীয় এবং দ্বিতীয়টি সামাজিক। এই যে দীপাবলি গেলো, যা মূলত কালি পূজা বা শ্যামা পূজা, এটা সম্পূর্ণত ধর্মীয় উৎসব, কোনোভাবেই সামাজিক উৎসব নয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধানতম উৎসবের একটি, যা পালন করা হয় পুরোপুরি ধর্মীয় মতে। এই উৎসবে অন্য ধর্মের মানুষেরা শুভকামনা, শুভেচ্ছা জানাতে পারেন, কিন্তু উৎসবের আচারে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। কারণ ধর্মীয় মতে অন্য ধর্মের কারো স্পর্শে সেই উৎসবের শুদ্ধতা নষ্ট হয়। সুতরাং অসাম্প্রদায়িকতার নামে কেউ যদি ধর্মীয় আচারে অংশগ্রহণ করতে যায় তাহলে তা হবে অনাধিকার প্রবেশ। এই প্রবেশের কথা এ কারণে বললাম যে, অতি উৎসাহী কেউ কেউ সামাজিকমাধ্যমে ছবি পোস্ট করেছেন দীপাবলিতে প্রদীপ জ্বালানোর। এমনকি স্বস্তিকা চিহ্নের আকারে প্রদীপ সাজাতে। এটা অনাহূতের কাজ। সে এ কাজে আহূত হয়নি। এই কাজ পুরোহিতদের। বৈশাখকেও অনেকে ধর্মীয় উৎসব বলেন। অথচ এর সাথে ধর্মের বিন্দুমাত্র যোগসাজশ নেই। এটা মূলত খাজনা আদায়ের দিন ছিলো এক সময়। যা পরবর্তীতে হালখাতা তথা বাকি আদায়ের উৎসবে পরিণত হয় এবং কালক্রমে হয়ে যায় নববর্ষের উৎসব। এখন এটা পুরোপুরি একটা সামাজিক উৎসব। যে উৎসবে ধর্মীয় কোনো আচার-উপাচার নেই। তারপরেও কেউ কেউ একে ধর্মের সাথে ব্লেন্ড করে বিতর্কিত করার প্রয়াস পান। যারফলেই আনন্দ শোভাযাত্রা হয়ে যায় মঙ্গল শোভাযাত্রা। সর্বজনীন শোভাযাত্রায় অনুষঙ্গ হয়ে পড়ে দেবতার প্রতিকৃতি। ফলে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্বের। সর্বজনীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ঈদ বলুন আর পূজা বলুন এগুলো ধর্মীয় উৎসব। এতে পরস্পরকে শুভকামনা জানানো, শুভেচ্ছা জানানো এবং ধর্মবাদে উৎসবের যে অংশটুকু থাকে তাতে অংশগ্রহণ করা অসাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু ধর্মীয় অংশে অংশগ্রহণ করা উস্কানি ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন, আমাদের কোনো সুশীল বুদ্ধিজীবীদের দেখা যায় প্রদীপ জ্বালাতে, স্বস্তিকা চিহ্ন সাজাতে। দশমীতে সিঁদুর খেলায় অংশ নিতে। এটা স্রেফ উস্কানি। আরেকটা ধর্মের মানুষকে উস্কে দিয়ে তর্ক জড়াতে, যার শেষ পরিণতি সংঘাত। এরা অসাম্প্রদায়িকতার খোলসে মূল সাম্প্রদায়িকতাটা ছড়ায়। শুধু তাই নয় তারা অন্যধর্মের বিশুদ্ধতাটাও নষ্ট করে, যা সবচেয়ে বড় সাম্প্রদায়িকতা। আমাদের সোকল্ড সুশীলরা সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টিই আত্মস্ত করতে পারেননি। তাদের সাম্প্রদায়িকতার বোধ স্যালাইনের ঘুটা ফর্মুলায়। এক মুঠ গুড়, এক চিমটি লবন, তারপর ঘুটা। কিন্তু এই স্যালাইন নিরাময়ের চাইতে বরং রোগ নিশ্চিত করে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে। যার ফলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। সংঘাত হয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে। ধরুন, একজন মুসলিম সন্তান বিভ্রান্ত হলেন এমন বিভ্রান্তিজীবীদের দ্বারা। সে অন্যধর্মের আচারে অনাহূত হলো, আর তা জানতে পেরে বাবা-মা বাধা দিলেন। বিভ্রান্ত সন্তান পিতামাতার সাথে তর্ক জড়ালো। শুরু হলো পরিবার থেকে। এর প্রতিকার চাইতে বাবা-মা নিজ সমাজের কাছে আকুতি জানালেন, সমাজপতিরা সক্রিয় হলেন। অসাম্প্রদায়িক দাবীদার বিভ্রান্তজীবীরা তাদের সাথে তর্কে জড়ালেন। শুরু হলো সামাজিক বাহাস এবং যার অবধারিত পরিণতি সংঘাত। একবার ভেবে দেখুন, এটাই হয়ে আসছে এ যাবতকাল। যার শুরুটায় রয়েছেন তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক বিভ্রান্তিজীবীরা।

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
100%
BEST PRICE
Guaranteed
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

এ আর রাহমান ভুল করলেন নাকি ঠিক করলেন?

‘একটা গান-ই তো! তার সুরটাকে এদিক-ওদিক করে গাওয়া হয়েছে। এই-ই তো! আর কাজটা যিনি করেছেন, তিনি তো রাম-শ্যাম-যদু-মধু টাইপের শিল্পী নন। তিনি তো অস্কারজয়ী কিংবদন্তি সুরকার, যাকে বলে লিভিং মায়েস্ত্রো এ আর রাহমান। এটুকু উনি করতেই পারেন। এ নিয়ে পানি ঘোলা করার তো কিছু দেখি না।’
না। ‘কারার ঐ লৌহ্কবাট/ ভেঙে ফেল কররে লোপাট’ড়এই নজরুল সংগীতে এ আর রাহমান নিজের মতো করে সুর বসানোর পর তাঁর সাফাই গাইতে গিয়ে ওপরের কথাগুলোর মতো করে এখন পর্যন্ত কাউকে কিছু বলতে শুনিনি। বরং ভারতে সদ্য মুক্তি পাওয়া ‘পিপ্পা’ ছবিতে ব্যবহার করা এই গান নিয়ে নানা মহল থেকে প্রতিবাদ উঠেছে।
বলা হচ্ছে, এ আর রাহমান যত বড় সংগীতজ্ঞই হোন না কেন, এই কাজ করার অধিকার তাঁর নেই। স্বয়ং কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে গানে সুর দিয়ে গেছেন, সেই গানে তাঁর এইভাবে ‘মাতব্বরি ফলানো’ মোটেও ভালো হয়নি। সংগীতজ্ঞ থেকে সংগীত-অজ্ঞ; নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে নজরুল একাডেমি; পাঁচতলা থেকে গাছতলার লোক সবাই সমালোচনা করছেন।
প্রশ্ন হলো, এই গানের ‘বিকৃতি’ নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বাংলাভাষীরা এত সোচ্চার হলেন কেন? একসঙ্গে সব বাঙালির ‘গায়ে লাগল’ কেন?
সংগীতবিষয়ক ভাসা ভাসা ধারণার ওপর ভর করে আন্দাজ করি, দুই-তিন প্রজন্মের ধারাবাহিক চর্চায় গানটি সবার অলক্ষে কখন যে প্রত্যেক বাঙালির একান্ত নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে, তা হয়তো তাঁরা নিজেরাও জানতেন না। এখন সেই সম্পদে এ আর রাহমানের অনাকাঙ্ক্ষিত হাত পড়ায় সবার হুঁশ হয়েছে। সম্পদ বেহাত হওয়ার অনুভূতি তাঁদের সচকিত করেছে।
কবিতা, ছবি, গানড়শিল্পের এসব ফর্ম যেভাবে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের মননে প্রোথিত হয়; সে তুলনায় গল্প, উপন্যাস, নাটক বা অন্য কিছু ততটা পরিসর নিয়ে ‘জনগণমন’ জয় করতে পারে না। গান বা কবিতা জনপ্রিয় হলে তা এক মুখ থেকে অন্য মুখে দ্রুত সঞ্চারিত হয়।
যখন কোনো গান বা কবিতা সাধারণ মানুষের একান্ত জাগতিক জীবনের প্রতিভাষ্য হয়ে ওঠে; যখন কোনো কবিতা বা গানকে ব্যক্তি অথবা জাতি চেতনে-অবচেতনে তার নিজস্ব মুক্তি ও স্বাধীনতার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, তখন সেই গান বা কবিতা একটি নিরাকার অথচ প্রবল শক্তিধর সত্তা হয়ে ওঠে।
কয়েক প্রজন্ম ধরে সেই গান বা কবিতা চর্চিত হলে সেটির একটি অনির্বচনীয় আদল সামষ্টিক জনমানসে সবার অলক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। সেই আদল বা কাঠামো একপর্যায়ে অবিসংবাদিত ও বিতর্কাতীত রূপ নেয়। সাধারণ মানুষের বিবেচনায় সেই রূপ ধ্রুব ও অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে।
এ ধরনের গান বা কবিতা নিয়ে নিরীক্ষা করতে যাওয়ার মধ্যে তীব্র ঝুঁকি থাকে। এসব শিল্পে নতুনত্বের সংযোজন ঘটালে তা শাস্ত্রীয় শিল্পের বিচারে যত উচ্চমার্গীয়ই হোক না কেন, সাধারণ শ্রোতা, পাঠক ও দর্শক তাতে প্রতারিত বোধ করেন। তাঁরা এটিকে সংশ্লিষ্ট কবিতা বা গানটির আদি ফর্ম বা মূল আদলের বিকৃতি বলে মনে

সারফুদ্দিন আহমেদ

করেন।
তাঁরা সংযোজিত নতুন সুর বা তাল বা বাণীকে মূল আদলের অঙ্গচ্ছেদকারী হাতিয়ার ঠাউরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এটি তখন ট্যাবু হয়ে ওঠে।
‘কারার ঐ লৌহ-কবাট’ গানটি একটি অদৃশ্য অথচ অপরিবর্তনীয় মূর্তি হয়ে বাঙালি জনমানসের বিমূর্ত বেদিতে এক শ বছরের বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছে।
ইতিহাস বলছে, ব্রিটিশ আমলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় ‘বাঙ্গলার কথা’ নামের একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল।

১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোর পর পত্রিকাটির হাল ধরেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী। বাসন্তী দেবী পত্রিকাটির জন্য নজরুলের কাছে একটি কবিতা চেয়ে পাঠান। এর পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল এই গান লেখেন। ‘ভাঙার গান’ শিরোনামে গানটি ‘বাঙ্গলার কথা’ পত্রিকার ২০ জানুয়ারি ১৯২২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
এই গানে নজরুল দ্রুত দাদরা তালে নিজে সুর দিয়েছিলেন। পরে গানটি হয়ে ওঠে বন্দিশালার রাজবন্দীদের বিদ্রোহী গান। যুগ যুগ ধরে গাণটি বিপ্লবীদের রক্তে আগুন ধরিয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পরও এই গান তার বিপ্লবী আবেদন হারায়নি। একাত্তরের রণাঙ্গনে আমাদের মুক্তিকামী মানুষের মুখে ও মননে এই গান বিপ্লবী মন্ত্রের মতো প্রোথিত ছিল। স্বাধীনতার বহু বছর পরও অধিকার আদায়ের ভাষা হিসেবে গানটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
অর্থাৎ প্রজন্মান্তরে গানটি আমাদের জাতিগত সামষ্টিক চেতনায় অনড় বৃক্ষের মতো শেকড় গেড়ে বসে গেছে। এর কথা, সুর, লয়, অভিব্যক্তিড়সব আমাদের একান্ত স্বজন বা সহোদরের মতোই পরিচিত হয়ে উঠেছে। আচমকা যদি কেউ সেই স্বজনকে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুর, লয় ও বাদ্যের বেশবাস, অলংকার ও প্রসাধনে

দুর্ভোগ-দুর্দশা কেন আসে, কেন যায়

মহামতি সেনেকা ও মার্কাস অর্লিয়াস দু’জনেই আমার অতিশয় প্রিয় ব্যক্তিত্ব। দু’জনেই ছিলেন মহান রাজপুরুষ এবং পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম সেরা দার্শনিক। সম্রাট মার্কাস অর্লিয়াস রোম শাসন করেন ১৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০ অব্দ পর্যন্ত। অন্যদিকে, সেনেকা ছিলেন সম্রাট ক্লডিয়াসের বন্ধু এবং মন্ত্রী। পরবর্তীকালে তিনি রাজপুত্র নিরোর শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
সেনেকা ও মার্কাস অর্লিয়াসের সফলতা-শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহাকালের ইতিহাসে কিংবদন্তি হওয়ার নেপথ্যে তাদের জীবনের দুর্ভোগ দুর্দশা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল-তার সাথে আজকের নিবন্ধের শিরোনামের যথার্থতার সম্মিলন ঘটাতেই নাম দুটোর কথা মনে এলো। সফলতা-ব্যর্থতা, দুঃখ-দুর্দশা মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব দ্বারা আক্রান্ত হয়নি এমন মানুষ পৃথিবীতে কোনো কালে ছিল না। কিন্তু যারা সফলতা-ব্যর্থতা, দুর্ভোগ-দুর্দশা ইত্যাদি সমন্বয় করতে পেরেছেন তারাই নিজেদের জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন। আর যারা পারেননি তারা হারিয়ে গেছেন কিংবা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমার বন্ধু মজনু মিয়ার সফলতা কিংবা অন্য বন্ধু ধলা মিয়ার ব্যর্থতার গল্পের চেয়ে মানুষ সাধারণত রাজা-বাদশাহদের কাহিনী শুনতে পছন্দ করবে বিধায় মজনু ও ধলা মিয়ার পরিবর্তে মহামতি সেনেকা ও মার্কাস অর্লিয়াসের জীবনকাহিনী উপলক্ষ করে আজকের নিবন্ধ শুরু করলাম।
সেনেকার জ্ঞান-গরিমা এবং দার্শনিকতা সক্রেটিস, প্লেটো অথবা কনফুসিয়াসের পর্যায়ে ছিল। অধিকন্তু রাজনীতিতে তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, অথচ তিনি সারা জীবনের সাধনা দিয়ে যাকে শিক্ষিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন সেই ছাত্রই তাকে হত্যা করেছিল। কুখ্যাত রোমান সম্রাট নিরো যখন তার শিক্ষক সেনেকাকে বিষপানে আত্মহত্যার নির্দেশ দিলেন তখন সেনেকার স্ত্রী এগিয়ে এসে নিরোকে নিবেদন করলেন, সেনেকার সাথে বিষপান করে সহমরণে শরিক হওয়ার জন্য। সম্রাট হাসিমুখে অনুমোদন দিলেন এবং মহামতি সেনেকা সস্ত্রীক বিষপানে আত্মাহুতি দেয়ার আগে যেভাবে হেসেছিলেন তা দেখে অত্যাচারী নিরোর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল।
মার্কাস অর্লিয়াসের মৃত্যু ছিল আরো করুণ। নিজের কুপুত্র কমোডাসের হাতে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব অর্পিত হলে পুরো রোমান সাম্রাজ্য যে কত বড় অভিশাপের কবলে পড়বে তা তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে নিজ কন্যার সাথে সেনাপতি ম্যাক্সিমাসের বিয়ে দিয়ে তার হাতে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য তিনি যখন যুদ্ধের ময়দানে তাঁবুতে বসে কোনো এক রাতে নিজের পরিকল্পনার কথা সেনাপতিকে বলছিলেন, তখন সেনাপতি কমোডাস প্রথমে ভয় ও আতঙ্কে কেঁপে ওঠেন। তিনি সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী যুবরাজ জীবিত থাকলে এটি কোনোমতেই সম্ভব নয়। সম্রাট অর্লিয়াস জানালেন, এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুমি এবং আমি জান নিয়ে ফিরতে পারব না যদি কমোডাস জীবিত থাকে অথবা অনাগত দিনে সে যদি সিংহাসনে বসে তবে নিয়তির অপেক্ষা না করে সে আমাকে হত্যা করবে এবং পরবর্তীতে তোমাকেও।

গোলাম মাওলা রনি

সম্রাট ও সেনাপতি যখন কথা বলছিলেন তখন তাঁবুর আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু শুনছিলেন কমোডাস। সেনাপতি বের হয়ে যাওয়ার পর তিনি পিতার তাঁবুতে ঢোকেন এবং পিতাকে আলিঙ্গন করার ছলে কিভাবে সম্রাট মার্কাস অর্লিয়াসকে খুন করেন তা যদি কেউ দেখতে চান তবে হলিউডের অস্কারজয়ী সিনেমা গ্লাডিয়েটর দেখে নিতে পারেন। মার্কাস অর্লিয়াসের সাথে আজকের শিরোনামের কি সম্পর্ক রয়েছে তা বলার আগে মহামতি সেনেকা এবং তার বন্ধু সম্রাট ক্লডিয়াস সম্পর্কে কিছু ইতিহাস বর্ণনা আবশ্যক।
সম্রাট ক্লডিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন ৪১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে এবং ১৪ বছর রাজত্ব করার পর ৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর রাতে নিজ স্ত্রী সম্রাজ্ঞী এগ্রোপিনার হাতে নিহত হন। তিনি ছিলেন অতিশয় জ্ঞানী-ন্যায়বিচারক ও সুবিবেচক। সাম্রাজ্যের উন্নয়ন এবং বিস্তৃতিতে তার ভূমিকা ছিল অতুলনীয় এবং তার জমানায় রোমান বাহিনী ইংল্যান্ড জয় করে। তার জীবনে নিয়তি-পরিণতি-চেষ্টা এবং জ্ঞান-গরিমা যেভাবে রাজনীতিকে সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিল তা মূল্যায়ন করতে পারলে অনেকের জীবনের সফলতা ও সার্থকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যাবে।
সম্রাট ক্লডিয়াস ছিলেন রাজকীয় পরিবারের সদস্য। শৈশব থেকেই তিনি আংশিক বিকলাঙ্গ ছিলেন এবং কানেও কম শুনতেন। ফলে রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর তালিকা থেকে তাকে বাদ দেয়া হয় এবং তার স্থলে প্রথমে সম্রাট টাইবেরিয়াস এবং পরে কুখ্যাত সম্রাট ক্যালিগুনা সিংহাসনে বসেন। উভয় সম্রাটই ক্লডিয়াসকে নিতান্ত দুর্বল এবং অসহায় ভাবতেন। ফলে তারা রাজ পরিবারের বহু সদস্যকে হত্যা করলেও অসহায় এবং অপারগ বিবেচনায় ক্লডিয়াসকে বাঁচিয়ে রাখেন। সামরিক অভ্যুত্থানে সম্রাট ক্যালিগুলা নিহত হওয়ার পর রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী যাদের উপাধি ছিল প্রিটোরিয়ান গার্ড তারা ক্লডিয়াসকে সিংহাসনে বসান যখন তার বয়স ছিল ৫১ বছর।
সম্রাট ক্লডিয়াস ছিলেন অনভিজ্ঞ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষাবর্জিত। তার সবচেয়ে বড় সফলতা ও বিচক্ষণতা ছিল যে, তিনি তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে জানতেন আর ওই কারণে তিনি তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সেনেকাকে খুঁজে বের করেছিলেন এবং সেনেকার পরামর্শে একের পর এক বিস্ময়কর সফলতা দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি এগ্রোপিনা নামক এক দুষ্ট মহিলার খপ্পরে পড়েন যিনি ছিলেন রাজ পরিবারের সদস্য। তিনি দেখতে মোটেও সুন্দরী ছিলেন না। অধিকন্তু চরিত্রহীনতা-নিষ্ঠুরতা এবং বহু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের হোতা হিসেবে তার কুখ্যাতি ছিল সীমাহীন। তিনি নিরো নামক এক জারজ সন্তানের জননী ছিলেন এবং রোমান রাজ প্রাসাদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়ে সম্রাট ক্লডিয়াস তার দুশ্চরিত্রা ভাতিজিকে বিয়ে করতে বাধ্য হন এবং তার জারজ সন্তানকে আপন পুত্র এবং ভবিষ্যৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে ঘোষণা করতে বাধ্য হন।
সম্রাট ক্লডিয়াস বুঝতে পারেন যে তিনি নিয়তির খপ্পরে পড়েছেন। সুতরাং তিনি জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেন। এগ্রোপিনা এবং নিরো দ্বারা যেন রোমান সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এ জন্য নিরোকে সর্বোত্তম শিক্ষা দেয়ার জন্য মহামতি সেনেকাকে মনোনীত করেন। অন্য দিকে, পারিবারিক বন্ধনের জাল থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রেখে জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত একের পর এক সফলতার মাইলস্টোন স্থাপনের জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে গিয়ে একবার শয্যশায়ী হয়ে পড়েন- আর সেই সুযোগে এগ্রোপিনা তাকে হত্যা করে নিজের বালক পুত্র নিরোকে সিংহাসনে বসিয়ে পর্দার আড়াল থেকে সমস্ত কলকাঠি নাড়তে থাকেন।
উল্লিখিত পরিস্থিতিতে মহামতি সেনেকা নিরোর মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনে বাধ্য হন। কিন্তু নিরো বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ মাকে হত্যা করেন এবং শিক্ষক সেনেকাকে নির্বাসনে পাঠান। সেনেকা জানতেন যে, তার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু এবং তা নিরোর দ্বারাই নিষ্ঠুরভাবে বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এবং নির্বাসনকালীন সময়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলো মানবজাতির ইতিহাসের সর্বকালের সেরা সৃষ্টি কর্মরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে।
আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এবার শিরোনাম প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলে তারপর প্রসঙ্গের সাথে মার্কাস আর্লিয়াস ও সেনেকার জীবনের উপাখ্যান মেলানোর চেষ্টা করব। মানুষের জীবনে দুর্ভোগ-দুর্দশা কেন আসে। যারা দুর্ভোগের কবলে পড়েন তারা প্রায় সবাই দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ কিংবা পরিবেশ-পরিস্থিতি অথবা সময়কে দায়ী করেন। যেসব দুর্ভোগের সাথে দৈব-দুর্বিপাক যেমন ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা, খরা, বজ্রপাত, দুর্ঘটনা, রোগ-জরা-মৃত্যু ইত্যাদিকে দায়ী করা হয় সে সবের জন্য অনেকে ক্রোধান্বিত হয়ে স্বয়ং আল্লাহ-রাব্বুল আলামিনকে দায়ী করে বসেন। অথচ পবিত্র কালামে পাকে আল কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমাদের জীবনের যত দুর্ভোগ-দুর্দশা তার সব কিছুই তোমাদের দুই হাতের কামাই। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও প্রায় একই বক্তব্য হুবহু প্রকাশ করা হয়েছে।
দুর্ভোগ দুর্দশার দুটো রূপ রয়েছে। প্রথমটি বক্তিগত ও পারিবারিক। দ্বিতীয়টি সামাজিক-রাজনৈতিক। এই দুটো ভাগকে যদি আপনি আর্থিক, শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্ভোগে বিভক্ত করেন তবে দর্শনশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন ছাড়া সব কিছুর কার্যকারণ অনুধাবন অসম্ভব। আপনার জীবনে যেসব দুর্ভোগ আসে তার প্রধান কারণ আপনার অলসতা-কাপুরুষতা এবং দক্ষতার *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
WE CARE FOR YOUR NEEDS

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন:
347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

Happy Thanksgiving

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Nov 17 - 23, 2023) | Promo Code : PSP46

- 5% OFF ONLY TURKEY (ZABIHA HALAL)
- SALE 3/$4.99 — 4 OZ — IDAHOAN CLASSIC MASHED POTATO
- SALE 2/$3.99 — 1 LB — LASAGNA (RONZONI)
- SALE 3/$4.99 — 0.75 OZ — MUSHROOM GRAVY
- SALE 2/$24.99 — 3 KG — EACH $14.99 — ROHU A&A / CK BRAND
- SALE $13.99/EA — SIZE 8/10 — HILSHA A&A / CK BRAND
- SALE $19.99/EA — SIZE 10/12 — HILSHA A&A / CK BRAND
- SALE $2.99/LB — SIZE 2/3 KG — MRIGEL A&A / CK BRAND
- SALE $3.99/LB — 1 KG — KORAL CK BRAND
- SALE $5.99/EA — 500 GM — TAPOSHI LOOSE CK BRAND
- SALE $2.49/LB — ZABIHA HALAL — FRESH REGULAR WHOLE CHICKEN
- SALE $2.49/LB — ZABIHA HALAL — FRESH CHICKEN BREAST / THIGH
- SALE $4.99/EA — 500 GM — BAILA BLOCK CK BRAND
- SALE 3/$4.99 — 200 GM — KESKI TRAY (HAOR)
- SALE $18.99/EA — 20 LB — KRISHOK BASMATI RICE
- SALE $3.99/LB — CUBE — ZABIHA HALAL — FROZEN REGULAR GOAT
- SALE $12.99/EA — 70/80 4LB-BOX — HEAD ON / SHELL ON BLUE SEA — RAW SHRIMP
- SALE $8.99/EA — 31/40-2 LB BAG — SHELL ON — RAW SHRIMP
- SALE $12.99/EA — 1 GALLON — PURE CANOLA / VEGETABLE OIL CRISCO
- SALE $4.99/EA — 2000 GM — SHAHAJALAL PLAIN PARATA

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — Premium Supermarket

10TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 4TH TO NOV 10TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
THARU, TAZ	RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM	MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN	ANTHONY JONNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM	ISHTIAQUE ALI, MUHAMMAD A, NUSRAT TANZIA
TEL: 347-657-8911	TEL: 347-658-0134	TEL: 347-658-4362	TEL: 347-626-8798	TEL: 347-658-0972

9TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

- BELLEROSE: SHAFEE, NICK NAN WANI, HUMAYUN
- BRONX: HABIB, SYDUR RAHMAN MAHMUDA
- JACKSON HEIGHTS: PARVIN RAHMAN, RADWAN RUPOK DAY
- JAMAICA: ABDUL HASAM, NARGIS SATHY MIZANUR RAHMAN
- OZONE PARK: SHAHED AHMED, IMRAN KAREM, MOHAMMED UDDIN,

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (November 17 - 30, 2023) | Promo Code : PSP07

WE ACCEPT EBT CARDS — WE ACCEPT OTC CARDS

FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00 UP

- SALE $2.99/LB — BEEF WITH BONE SINA MIX
- SALE $2.99/LB — CUBE CUT — FROZEN GOAT
- NO CUT NO CLEAN — SALE 79¢/LB — CHICKEN QUARTER LEG
- SALE $1.99/LB — CHICKEN BREAST
- SALE $31/EA — 50 LB — DELTA PARBOILED RICE
- 1 KG — SALE $17.99/EA — HILSHA
- 3 KG — SALE $11.99/EA — ROHU
- 3 KG — SALE $2.49/LB — MRIGEL
- SALE $3.29/LB — GOLDEN POMPANO FROZEN
- SALE $12.99/EA — 10 LB — FRESH FOOD KALIJEERA
- SALE $5.99/EA — PER PACK — LOOSE BAILA CROWN BRAND
- SALE 3/$5.00 — 200 GM — SHAHAJALAL TRAY KESKI
- SALE $8.99/EA — 31/40 2LB BAG — SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA — HEADLESS RAW SHRIMP
- SALE 2/$6.99 — 2 KG — TEER ATTA / MAIDA
- SALE $18.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $7.99/EA — 25 PCS — KAWAN PARATHA
- SALE 3/$5.00 — 300 G — OWNER DRY CAKE
- SALE 2/$6.99 — 100 TEA BAG — LIPTON TEA SACHET
- SALE 3/$3.00 — 26 OZ — RED CROSS SALT
- SALE 2/$6.99 — 4 LB — DOMINO SUGAR

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER — ADI'S SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — ADI'S BRONX

7TH WEEK LUCKY WINNERS OCTOBER 17, 2023

JASMIN | ALAMIN | IMRAH HUSSAIN

6TH WEEK WINNERS PICTURES

8TH WEEK LUCKY WINNERS OCTOBER 26, 2023

MD ABUL HASAN JAHANGIR | MD KASHEM | MUNNAK

7TH WEEK WINNERS PICTURES

আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি

WE ACCEPT OTC Network EBT CARDS

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY

‘পিপল আপ’ এর উদ্যোগে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মত বিনিময়

ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের অবসান জরুরি

অক্টোবর ৩০, ২০২৩। সোমবার। বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার কার্যালয়, ১৪৭-১৪ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক -১১৪৩৫

বিশ্বের এক নম্বর শক্তি আমেরিকা। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকানরা ফিলিস্তিনী ইসরায়েল ইস্যুটিকে কীভাবে দেখবো, এর একটি সরল দিক রয়েছে। তা হলো, আমরা মুসলিম। ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা থেকে আমরা প্রথমত মানবিক, দ্বিতীয়ত প্রতিটি মুসলিম সন্তানের ওপর আঘাত ও নির্যাতন আমাদেরকে স্পর্শ করে। এই পৃথিবীতে সব সন্তানেরই স্বাধীন দেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তা সে ইসরায়েলেরই হোক বা ফিলিস্তিনের হোক। এই আমেরিকান গণতান্ত্রিক নীতির মধ্যেই প্রত্যেকের স্বাধীন স্বার্বভৌম জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে এবং আমরা আমেরিকান অনেক নেতৃত্বের মধ্যেই সেই অধিকার বাস্তবায়নের তাগিদও লক্ষ করি। আমরা চাই না, কোথাও মানবাধিকার লংঘিত হোক, কোথাও যুদ্ধ পরিস্থিতি বলবৎ থাক, যুদ্ধের নামে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চলুক। আমরা চাই বিশ্ব নেতৃত্ব আমেরিকার হস্তক্ষেপেই অতীতের মতো এবারও এই মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি হোক, মানুষের মাঝে শান্তি ফিরে আসুক।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, *গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর*
প্রেসিডেন্ট, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস

সারা পৃথিবীর জন্যই সময়টি অত্যন্ত সংকটময়। সকল সংকটের যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয়, তাহলে গোটা পৃথিবী এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে পারবে না। সবাইকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলমানদের যেমন রক্তক্ষরণ হচ্ছে, একইভাবে বাংলাদেশের মানুষেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাদের ধর্মের বাইরে যারা তাদেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে ন্যায়, শান্তি, অগ্রগতি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের পাক্ষে থাকতে চাই। আমেরিকা যখন এগুলোর পক্ষে কথা বলবে তখন আমরা আমেরিকাকে সমর্থন করি, তখন এগুলোর বিরুদ্ধে যায় তখন বিরোধীতা করি।
বাংলাদেশ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্ছে। স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পর বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে। অধিকার রক্ষার জন্য রাস্তায় নামছে লাখ লাখ মানুষ। এখন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক শৃংখলা, আইনের শাসন কোনো কিছুর ওপরই মানুষের আর আস্থা নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠে গেছে।

ডা. ওয়াজেদ এ খান, *সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে, রাষ্ট্রের যেকোনো ব্যাপারে মতামত দেয়ার। এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মতামত রাখতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন মানবতা, ধর্মীয় ও জাতীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করা।

আবু তাহের, *সত্তাধিকারী, টাইম টিভি ইউএসএ*
সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা।

বাংলাদেশে যা চলছে আমি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারি না। দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের যে প্রক্রিয়া চলছে, তা কায়েম হয়ে যাবে। এখান থেকে ফিরে আসার কোনোই পথ দেখি না।

মঈনুদ্দিন নাসের, *সিনিয়র সাংবাদিক।*

আমরা বাংলাদেশের মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতার মুখে ঠেলে দেয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাংলাদেশের রাজনীতি। এটি আমাদের জন্য এখন আর প্রগতির ব্যাপার নয়। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা।
আমরা যখন এই দেশে থাকি, এই দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি নিজেরা আলোচনা করে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পারা যেত। এই আলোচনাগুলো থেকে মূলধারা রাজনীতিক তথা আমেরিকার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি মনে করি আমেরিকানরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। আমরা যদি আমাদের মর্মবেদনা তাদের বোঝাতে সক্ষম হই। অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবো।

নাজমুল আহসান, *সম্পাদক, পরিচয়।*

বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ বিভাজিত। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পর্যন্ত মাইকে বক্তৃতায় বলছে, পিটার হাস তাকে নাকি আগেই বলেছিল ২৮ তারিখে দেশে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা যতটা না সাংবাদিক তার চেয়ে বেশি দলীয় কর্মী। বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুদিনের জন্য হলেও একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার অপরিহার্য। লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোনোভাবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত না হয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে শুধু নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে শাসনভার নয়।
গাজাবাসীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের আর পিছু হটবার জায়গা নেই। প্যালেস্টাইনীরা যদি তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করে আমরা তার বিরোধীতা করতে পারি না। এই আমেরিকাতেই ফিলিস্তিনীদের পক্ষে আন্দোলন বিক্ষোভ হচ্ছে। আমি মনে করি মানবতা ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

মনজুর আহমেদ, *প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক আজকাল*

প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিষাক্ত পরিবেশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এমন একটি মুক্ত আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য পিপল আপ'কে ধন্যবাদ। বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষ নানাভাবেই শংকিত ও উৎকণ্ঠিত। এমন পরিস্থিতিতে খোলামেলা মত বিনিময় করে আমরা আমাদের মানসিক শক্তি ও বিবেচনাকে শাণিত করতে পারি।

মনওয়ারুল ইসলাম, *সম্পাদক, নিউ ইয়র্ক কাগজ*

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES

ভালো ঘুমের জন্য রাতে তিনটি কাজ করুন

পরিচয় ডেস্ক: ব্যস্ত জীবনে ভালো ঘুম যেন আলেয়ার আলো হয়ে উঠেছে। কেউ যেন এর নাগাল পাচ্ছে না। এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভালো ঘুমের অভাব শরীরে নানা রোগ বাসা বাঁধার কারণ। তাহলে এখন কী করণীয় আপনার?

যদি রাতে ভালো ঘুম না হয় তবে সারাদিনই কাজের কোনো গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। মনমেজাজ খারাপ থাকায় কোনো কাজেই ঠিকমতো মনোযোগও থাকে না। আবার শরীরও হয়ে পড়ে বেশ দুর্বল। তাই নিয়মিত ভালো ঘুম হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

শারীরিক ও মানসিক অবসাদ কিংবা বিষন্নতা থেকে বাঁচতে তাই ভালো ঘুমের জন্য অনেকেই বেছে নেন ঘুমের ওষুধ। কিন্তু এতে উপকারের চেয়ে অপকারের পাল্লাই কিন্তু বেশি ভারি।

তাই ভালো ঘুমরে জন্য রাতে বেছে নিন তিনটি অভ্যাসকে। আসুন একে একে তা জেনে নিই:

১। ভালো ঘুমের জন্য বেশ কার্যকরী বলতে পারেন কলাকে। কলাতে থাকা ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাশিয়াম পেশি, ও স্নায়ুকে রিল্যাক্স করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এতে থাকা কার্বোহাইড্রেট, আপনাকে প্রাকৃতিক উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। তাই রাতের খাবার শেষে একটি কলা খেয়ে নিন।

২। ঘুমের পরিবেশ তৈরি করতে হালকা হলুদ বা নীলাভ আলো ব্যবহার করতে পারেন। সেই সঙ্গে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে পারেন ফুলের একটি সুন্দর এয়ার ফ্রেশনারও।

৩। ভালো ঘুমের জন্য ঘুমাতে যাওয়ার কমপক্ষে ২ ঘন্টা আগে থেকে মোবাইল, কম্পিউটার ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

ঘুমাতে যাওয়ার ২০ মিনিট আগে ৫ মিনিট ঘরেই সামান্য একটু হাঁটার অভ্যাস করুন। সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

হঠাৎ ঝাপসা দৃষ্টি, অন্য রোগের ইঙ্গিত নয়তো

পরিচয় ডেস্ক: আমরা দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার কিংবা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকলে ঝাপসা দেখা শুরু করি। আর এটি নিয়মিত হতে থকালে ভেবে নিই চোখের কোনো সমস্যা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, চোখে একটু পানি ঝাপ্টা দিয়ে কিংবা আই ড্রপ ব্যবহার করে এক দুইবার চোখ খোলা-বন্ধ করলে ঠিক হয়ে যায়। আবার আপনার চশমার পাওয়ারেও এ সমস্যার সমাধান লুকিয়ে থাকে। অবশ্য চোখে ঝাপসা দেখার নেপথ্যে থাকে নানা শারীরিক সমস্যার লক্ষণ।

বর্তমান সময়ে কম বেশি আমরা সবাই দৃষ্টিগত সমস্যায় ভুগছি। আর এই সমস্যা এখন সব বয়সীদের মধ্যেই দেখা যায়। চলুন জেনে নিই ঠিক কী কারণে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়:

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চোখে ঝাপসা দেখার পেছনে লুকিয়ে থাকতে পারে বড় কোনো কারণ। যেমন: ডায়াবেটিস কিংবা চোখে ছানি পড়লে মানুষ চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করে। এ ছাড়া গ্লুকোমার কারণেও চোখে ঝাপসা দেখার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। গ্লুকোমার সমস্যা হলে চোখ থেকে তরল প্রবাহিত হয় না। আর এ সমস্যায় চোখের ওপর চাপ পড়ে যা চোখের স্নায়ু ও রক্তকণিকা ক্ষতিগ্রস্ত করে।

চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, চোখে আলো পড়ার পরে তা ক্রমে কর্নিয়া, লেন্স পূর্ববর্তী প্রকোষ্ঠ, লেন্স ও তার পরবর্তী প্রকোষ্ঠে প্রতিসৃত হয়ে রেটিনায় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। এইগুলোর কোথাও অস্বাভাবিক পরিবর্তনে আমরা ঝাপসা দেখি। তবে মূলত চোখের কনজাংটিভা বা কর্নিয়া কোনো কারণে শুকিয়ে গেলে এই সমস্যা দেখা দেয়। আবার চোখ থেকে প্রতিবিম্বের সংকেত মস্তিষ্কে যদি ঠিকভাবে না পৌঁছায়, তখনো 'ব্লার্ড ভিসন' বা ঝাপস চোখের সমস্যা দেখা দেয়।

অতিরিক্ত বেশি 'স্ক্রিন টাইম'র ফলে চোখের 'নিয়ার ভিশন'র উপরে প্রভাব পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্লুকোমা, ছানি পড়ার মতো চোখের সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলেও দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। বাড়ে ঝাপসা দেখার প্রবণতা। তবে আপনি কাজ করছেন এর মধ্যে যদি দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

রোজ একমুঠো চীনা বাদাম খান

পরিচয় ডেস্ক: বাদাম একটি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার হিসেবে বরাবরই বিবেচিত। বাদাম শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগানের পাশাপাশি ক্ষুধাও মেটায়। পুষ্টিগুণের নিরিখে কাঠবাদাম, কাজুবাদাম বা পেস্তাবাদাম খাবারের তালিকায় উপরের দিকে থাকলেও অতি পরিচিত চীনাবাদাম কিন্তু পিছিয়ে নেই। প্রতিটি বাদামের রয়েছে নিজস্ব গুনাবলি।

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, চীনাবাদামে যে ধরনের উপাদান রয়েছে, তা স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল। ডায়াবেটিস বা হার্টের রোগ থাকলেও বাদাম খাওয়া যায়। তবে তা অবশ্যই খেতে হবে পরিমিত পরিমাণে। চলুন জেনে নেই একমুঠো চীনাবাদাম খেলে কী কী উপকার হয়,

১. প্রোটিন

মাছ, মাংস, ডিম খান না, এমন অনেকেই প্রোটিনের পরিপূরক হিসেবে বাদাম খেয়ে থাকেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, বাদাম উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের খুব ভাল একটি উৎস। ৭ থেকে ১০ গ্রাম বাদামে যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, তা একটি ডিমের সমান।

২. স্বাস্থ্যকর ফ্যাট

চীনাবাদামের মধ্যে যে ধরনের ফ্যাট থাকে, তা হার্টের জন্যে ভাল। রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে বাদামের মধ্যে থাকা মনোস্যাচুরেটেড এবং পলিস্যাচুরেটেড ফ্যাট।

৩. হজমে সহায়ক

বাদামের ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যার ঘরোয়া টোটকা হতে পারে। এ ছাড়া নিয়মিত একমুঠো বাদাম খেলে হজমের সমস্যাও থাকে না। হজম ভাল হলে বিপাকহারের উপর তার প্রভাব পড়ে। রক্তে ইনসুলিন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বাদাম। ফলে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাওয়া বা হঠাৎ কমে যাওয়ার মতো সমস্যাও হয় না।

৪. ভিটামিন এবং খনিজ

ভিটামিন ই, বি, ফোলেট, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের মতো নানা ধরনের উপাদান রয়েছে চীনাবাদামে। শারীরবৃত্তীয় নানা কার্যকলাপে অংশ নেয়, এমন বহু উৎসচেক ক্ষরণে সাহায্য করে এই উপাদানগুলি। তা ছাড়াও স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন কার্যকলাপ স্বাভাবিক রাখার জন্যেও চীনাবাদাম খেতে বলেন পুষ্টিবিদেরা।

৫. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে

অনেকেরেই ধারণা, বাদাম খেলে দেহের মেদ বেড়ে যায়। তবে সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে বাদাম।

ডায়বেটিস আছে কিনা ১০ সেকেন্ড কণ্ঠ শুনেই বলবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)

পরিচয় ডেস্ক: মাত্র ১০ সেকেন্ড কারো কণ্ঠ শুনে ডায়বেটিস নির্ণয় করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই)। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এআই প্রায় নির্ভুলভাবে কারো টাইপ-২ ডায়বেটিস আছে কি না তা বলে দিচ্ছে। অ্যামেরিকার স্বাস্থ্য সংস্থা মায়ো ক্লিনিক সম্প্রতি এই গবেষণাটি করে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, এআই ডায়বেটিক ও নন-ডায়বেটিকদের ভয়েস রেকগনিশন বা কণ্ঠ আলাদা করতে পারে। এমনকি তাদের মোবাইলে ধারণকৃত কণ্ঠ শুনে কার টাইপ-২ ডায়বেটিস আছে তা বের করতে পারে।

মায়োক্লিনিকের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের ২৬৭ জন অংশগ্রহণকারীর ওপর গবেষণাটি করেছেন একদল গবেষক। চলেছে ২০২১ সালের ৩০ আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।

একটি স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা একটি নির্দিষ্ট বাক্য দিনে সর্বোচ্চ ছয়বার করে দুই সপ্তাহ ধরে রেকর্ড করেছেন। মোট ১৮,৪৬৪টি রেকর্ডিং ধারণ করা হয়। প্রতিটি রেকর্ডিং থেকে ১৪টি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বের করে তা বিশ্লেষণ করে এআই। সেই বিশ্লেষণের মাধ্যমে টুলটি টাইপ-২ ডায়বেটিস আছে এবং নেই এমন ব্যক্তিদের মাঝে পার্থক্য করে।

ফলাফলে দেখা যায়, এআই খুবই সফলভাবে ডায়বেটিক ও নন-ডায়বেটিক নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করতে পারছে। এমনকি তাদের বয়স ও 'বডি ম্যাস্ব (উচ্চতার বিপরীতে ওজন) বিচার করে সঠিক পার্থক্য নিরূপণ করছে।

ডাবের পানি খেলে শরীরে কী হয়?

পরিচয় ডেস্ক: গরমে স্বস্তি পেতে ডাবের পানির কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু অনেকেরই তীব্র গরমের পাশাপাশি শীতের সময়গুলোতেও ডাবের পানি খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন, গরম কিংবা শীত, যেকোনো আবহাওয়াতেই ডাবের পানি খেলে শরীরে কী পরিবর্তন ঘটে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, গরমে ডাবের পানি পান করা বিশেষ উপকারী। কারণ তীব্র গরমে ত্বকে ডিহাইড্রেশন বা পানির ঘাটতি দেখা দিলে তা দ্রুত পূরণ করতে পারে ডাবের পানি।

শুধু তাই নয়, রক্তে ক্ষতিকারক গ্লুকোজ এবং কোলেস্টরলের পরিমাণ কমাতে পারে এ পানীয়। নিয়মিত এ পানীয় খাওয়ার ফলে শরীরে ক্যালসিয়াম, মিনারেল ও পটাশিয়ামের ভারসাম্য বজায় থাকে। আপনি জানলে অবাক হবেন, ইউরিন ইনফেকশনে দারুণ কার্যকর ডাবের পানি।

শীতেও ডাবের পানি খাওয়ার অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গরমের তুলনায় শীতে হজমশক্তি কম থাকে। তাই এসময় হজম শক্তি বাড়ানোর জন্য খেতে পারেন ডাবের পানি। এ পানি ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না। ত্বকের তৈলাক্ত ভাব দূর করার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

শীতে ত্বকের নাজুক অবস্থা থাকে সবচেয়ে বেশি। তাই ত্বকের পরিচর্যাতেও খেতে পারেন ডাবের পানি। কারণ ডাবের পানি ত্বকের কোষকে পুনর্জীবিত করতে সাহায্য করে। ত্বককে মসৃণ করতে এর জুড়ি নেই বললেই চলে। ত্বকের দাগ দূর করার পাশাপাশি রোদে পোড়া ভাব আর ত্বকের মৃতকোষ দূর করতে ডাবের পানির বিকল্প নেই।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, গরমের সময়ের পাশাপাশি শীতেও ডাবের পানি খাওয়ার অভ্যাস জরুরী। কারণ হিসেবে তারা বলেন, ডাবের পানিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাংগানিজ ও জিংক। যা শীত কিংবা গরম দুই ঋতুতেই প্রয়োজনীয়।

ফুলকপির উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: সুস্বাদু সবজী ফুলকপিতে আছে ভিটামিন এ, বি ও সি। এছাড়াও রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও সালফার। ফুলকপিতে আয়রন রয়েছে উচ্চমাত্রায়।

ফুলকপিকে পুষ্টির সুপারস্টারও বলা যেতে পারে। আপনি আপনার নিখুঁত ডায়েট প্ল্যানে কম কার্বের বিকল্প কিছু যোগ করতে চান, সেক্ষেত্রে ফুলকপির বিকল্প নেই। এই সবজিটি বহুমুখী। কারণ এটি কাঁচা, ভাজা, রান্না এবং বেক করেও পিৎজা ক্রাস্টে খাওয়া যায়। এমনকি আপনি ফুলকপির চাল তৈরি করতে পারেন এবং সাদা চালের পরিবর্তে এটি খেতে পারেন। চলুন জেনে নিই শীতের সবজি ফুলকপির উপকারিতা সম্পর্কে:

উচ্চ পুষ্টি উপাদান : বিশেষজ্ঞরা বলেন, ফুলকপিকে পুষ্টির সুপারস্টার হিসাবে গণ্য করা হয় কারণ এটি পুষ্টিতে ঘন। এটিতে উচ্চ ফাইবার সামগ্রী এবং বি এবং সি এর মতো ভিটামিন রয়েছে। এটিতে ক্যারোটিনয়েড (অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট) এবং গ্লুকোসিনোলেটের সমৃদ্ধ ঘনত্বও রয়েছে। যদিও এই দুটি যৌগই ক্যানসার বিরোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত।

সুপারফুড : ফুলকপিকে আবার খাদ্যতালিকায় সুপারফুড বলা হয়। যেটিতে ভিটামিন, খনিজ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর অণু রয়েছে। ফুলকপি হল ভাত এবং পিৎজা ক্রাস্টের মতো কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবারের উপযুক্ত বিকল্প।

শরীর বিষমুক্ত করে : ফুলকপির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান শরীর পরিষ্কারে সাহায্য করে। এছাড়াও এতে গ্লুকোসাইনোলেটস থাকে যা এনজাইমকে সক্রিয় করে এবং ডিটক্স হতে সাহায্য করে।

হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি : ফুলকপিতে সালফারের যৌগ সালফোরাফেন থাকে যা ব্লাড প্রেশারের উন্নতিতে সাহায্য করে।

কুমড়ার এত স্বাস্থ্য উপকারিতা!

পরিচয় ডেস্ক: কুমড়া আমাদের পরিচিত একটি সবজি। তবে অনেকে আবার অপছন্দও করেন। কিন্তু কুমড়ার স্বাস্থ্য গুণাগুণ জানলে তাজ্জব হয়ে যাবেন! কুমড়া খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিগুণেও ভরপুর। দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এই সবজিটি। এমনকি কুমড়া শাক বা কুমড়ার বীজেও দারুণ স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। জি নিউজের এক প্রতিবেদনে কুমড়ার বেশকিছু স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা বলা হয়েছে। চলুন জেনে নেয়া যাক বিস্তারিত।

চোখ ভালো রাখে : ভিটামিন 'এ' আমাদের চোখকে ভালো রাখে। কুমড়ায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ', যা আমাদের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখার জন্য খুবই দরকারি।

ওজন কমায় : কুমড়াতে ক্যালোরি খুব কম থাকে। এই সবজিটি আবার ফাইবারসমৃদ্ধ। কুমড়াতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় পদার্থও থাকে। ফলে যারা ওজন কমাতে চান, তাদের জন্য কুমড়া খুব ভালো ডায়েট।

হার্টের জন্য উপকারী : হার্টের জন্য কুমড়া দারুণ উপকারী। কারণ কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। পাশাপাশি থাকে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টও, যা হার্টের পেশিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে বাঁচায়।

ইমিউনিটি বাড়ায় : কুমড়ায় ভিটামিন সি থাকে, যা শরীরের ইমিউনিটি বাড়ায়।

এ ছাড়াও কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'ই' থাকে, যা অ্যান্টিএজিং। ত্বককে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির বিকিরণ ও দূষণের হাত থেকে রক্ষা করে।

আকস্মিক হৃদরোগে যা করবেন

পরিচয় ডেস্ক: নবীন থেকে প্রবীণ, বয়স্ক থেকে তরুণ- একযোগে সবাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। চিকিৎসকরা বলে থাকেন, অপরিমিত খাদ্যাভ্যাস, জীবনাচরণ এবং অনিয়ন্ত্রিত ঘুমের পরিণতিতে হৃদরোগ হয়। হৃদরোগের বেশ কিছু প্রধান উপসর্গ রয়েছে। এগুলো হলো- প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা, বুকে অস্বস্তি, কফ ও শুকনা কাশি, মাথা ঝিমঝিম করা, অবসাদগ্রস্ততা (নারীদের ক্ষেত্রে এটি প্রকট আকার ধারণ করে), বমি বমি ভাব কিংবা ক্ষুধামন্দা, শ্বাসকষ্ট, ঘাম হওয়া, স্ফীতি ও দুর্বলতা।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, হৃদরোগ খুবই সামগ্রিক একটি রোগ। যার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় কাজ করে। কিন্তু যেহেতু ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ একটি কঠিন রোগ, সে কারণে আমরা রোগটি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি।

হৃদরোগের কারণ:

পরিবারে কারো হৃদরোগ থাকলে আপনারও এর ঝুঁকি আছে। তাই পরিবারে কারো ৬০ বছর বয়সের আগে এই অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস থাকলে সতর্ক হওয়া উচিত।

সেক্ষেত্রে বয়স ৩০ পেরোলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রসঙ্গত, আরো কয়েকটি কারণে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। যেমন-

১. ধূমপান
২. অনিয়ন্ত্রিত বহুমূত্র (ডায়াবেটিস)
৩. উচ্চরক্তচাপ
৪. কোলেস্টেরল বেশি থাকা প্রভৃতি।

আকস্মিক হৃদরোগ দেখা দিলে করণীয়:

১. জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে।
২. হৃদরোগের পর পরই রোগীকে শক্ত জায়গায় হাত-পা ছড়িয়ে শুইয়ে দিন। পরনের জামা-কাপড় ঢিলা করে দিন।
৩. রোগীর শরীরে বাতাস চলাচলের সব রাস্তা উন্মুক্ত করে দিতে হবে, যাতে রোগী গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন।

চিকেন কাচ্চি বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: কাচ্চি বিরিয়ানির নাম শুনলে সবার আগে মনে পড়ে খাসির মাংসের কথা। সাধারণত খাসির মাংস দিয়েই কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করা হয়। তবে আপনি চাইলে মুরগির মাংস দিয়েও খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন কাচ্চি বিরিয়ানি। বাড়িতে অতিথি এলে কিংবা যেকোনো আয়োজনে রান্না করতে পারবেন এই বিরিয়ানি।

মুরগির মাংস- ২ কেজি, পোলাওর চাল- ১ কেজি, পেঁয়াজ বেরেস্তা- ১ কাপ, আদা-রসুন বাটা- ২ টেবিল চামচ, পেঁপে বাটা- ৪ টেবিল চামচ, টক দই- ২ কাপ, লবণ- স্বাদমতো, দারুচিনি- কয়েক টুকরা, লবঙ্গ- ২টি, এলাচ- ২টি, মরিচের গুঁড়া- ২ চা চামচ, জয়ফল গুঁড়া- আধা চা চামচ, জয়ত্রি গুঁড়া- আধা চা চামচ, ঘি- আধা কাপ, কাঁচা মরিচ- ১০-১২টি, চামচ কেওড়া জল- ১ চা চামচ, গোলাপ জল- ১ চা চামচ, গুঁড়া দুধ- ১ কাপ, জাফরানি রং- সামান্য, আস্ত শাহী জিরা- ১ চা চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন : পোলাওর চাল, গুঁড়া দুধ, জাফরানি রঙ ও ঘি বাদে সব উপকরণ এক সাথে ভালো করে মাখিয়ে তিন ঘণ্টা মেরিনেট করতে হবে। পোলাওর চাল ধুয়ে আশি শতাংশ সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। একটি হাঁড়িতে প্রথমে ঘি দিয়ে তারপর তাতে মাখানো মাংসগুলো বিছিয়ে দিতে হবে। তার উপর আরেকটু বেরেস্তা, পুদিনা পাতা, সবুজ মরিচ দিয়ে ১/৩ সেদ্ধ পোলাওর চাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। চাল ঢাকা হলে তার উপরে কয়েক জায়গায় চামচ দিয়ে গর্ত করে তাতে দুধে গোলানো জাফরানের রঙ আর কেওড়া, গোলাপ জল দিয়ে মাখানো মিশ্রণ গর্তের মাঝে একটু একটু করে ঢেলে দিতে হবে। ঢালা হলে পোলাওর চালের উপরে আবারও বেরেস্তা ছড়িয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আটা দিয়ে বানানো খামির দিয়ে হাঁড়ি সিল করে ঢেকে দিতে হবে। হাঁড়ির ঢাকনার উপর গরম পানির একটি হাড়ি বসাতে হবে। চুলার আঁচ প্রথম ৫ মিনিটে বেশি আঁচে, পরের ১০ মিনিটে মাঝারি আঁচে রাখতে হবে। এখন ১৫ মিনিট পর হাঁড়ির নিচে তাওয়া দিয়ে হালকা আঁচে ৪৫ মিনিট রান্না করলেই তৈরি হয়ে যাবে চিকেন কাচ্চি বিরিয়ানি।

দই চিংড়ি

পরিচয় ডেস্ক: চিংড়ি দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করা যায় সুস্বাদু সব খাবার। গরম ভাতের সঙ্গে চিংড়ির যেকোনো পদ হলে জমে যায় বেশ। আবার চিংড়ি দিয়ে তৈরি যেকোনো পদ রাখা যায় পোলাও কিংবা খিচুড়ির সঙ্গেও। ঝটপট মজাদার কোনো পদ রাঁধতে চাইলে বেছে নিতে পারেন দই চিংড়ি।

তৈরি করতে যা লাগবে: চিংড়ি- আধা কেজি, টমেটো কুচি- ১টা, পেঁয়াজ কুচি- ২টি, আদা ও রসুন বাটা- ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ- স্বাদমতো, হলুদ গুঁড়া- পরিমাণমতো, মরিচ গুঁড়া- পরিমাণমতো, আস্ত জিরা- ১ চা চামচ, টক দই- ৩ টেবিল চামচ, আস্ত গরম মসলা- কয়েকটি, আস্ত গোলমরিচ- আধা চা চামচ, সরিষার তেল- পরিমাণমতো, ঘি- পরিমাণমতো, লবণ ও চিনি-স্বাদ অনুযায়ী, ধনেপাতা কুচি- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : চিংড়িগুলো পরিষ্কার করে পানিতে ধুয়ে নিন। এরপর লবণ-হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিন। এরপর অন্য একটি কড়াইতে তেল গরম করে গরম মসলা এবং গোটা গোলমরিচ দিয়ে একটু ভেজে নিন। এরপর আস্ত জিরে দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ লালচে করে ভাজা হয়ে গেলে টমেটো কুচি দিয়ে দিন। টমেটো নরম হয়ে এলে আদা ও রসুন বাটা, কাঁচা মরিচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিন। মসলা কষিয়ে নিন।

এরপর টক দই ফেটিয়ে দিয়ে দিন। ধনে পাতা কুচি, চিনি, লবণ ও পরিমাণমতো পানি দেবেন। মসলা কষাতে কষাতে তেল বের হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হতে দিন। এই মসলা ব্লেন্ডারে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে ব্লেন্ড করা মসলা পুরোটা দিয়ে দিন। প্রয়োজনমতো পানি দিন। ঝোলের মধ্যে ভেজে রাখা চিংড়িগুলো দিয়ে দিন। মিনিট দশেক ঝোল ফুটতে দিন। মাঝে দুই-একবার চিংড়িগুলো নেড়েচেড়ে দিন। নামানোর আগে ঘি মিশিয়ে দিন। তৈরি হয়ে গেল দই চিংড়ি। গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

রুই মাছের সুস্বাদু এক পদ

পরিচয় ডেস্ক: উপকরণ: রুই মাছ ৬ টুকরা, ফুলকপি ১টা, শিম ২৫০ গ্রাম, আলু ৭-৮টা, টমেটো ১টা, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, হলুদগুঁড়া দেড় চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, তেল ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কয়েকটা, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ, পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি: রুই মাছের টুকরা হলুদ, লবণ মেখে ভেজে রাখুন। সব সবজি টুকরা করে নিন। কাঁচা মরিচ আর ধনেপাতা ছাড়া বাকি সব মসলা তেলে কষিয়ে নিন। সবজি দিয়ে দিন। কয়েক মিনিট নাড়ুন। পানি দিয়ে ঢেকে দিন। সবজি সেদ্ধ হয়ে এলে ভাজা রুই মাছের টুকরা দিয়ে দিন। কাঁচা মরিচ, ধনেপাতাকুচি দিয়ে ২ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দিন।

সবজি পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: পোলাও খেতে কে না পছন্দ করেন। আর তা যদি হয় সবজি পোলাও তাহলে তো কথায় নেই। এতে বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি সবজি ব্যবহৃত হয়। যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

চাইলে দুপুরে কিংবা রাতে পাতে রাখতে পারে সবজি পোলাও। একবার খেলেই মুখে লেগে থাকবে এর স্বাদ। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক রেসিপি-

উপকরণ : ১. সেদ্ধ ডিম ২. আলু ৩. ফুলকপি ৪. গাজর ৫. মটরশুটি ৬. টমেটো ৭. কাঁচা মরিচ ৮. তেল ৯. হলুদ গুঁড়া ১০. আদা বাটা ১১. রসুন বাটা ১২.লবণ ১৩. তেজপাতা ১৪. এলাচ ১৫. দারুচিনি ১৬. পেঁয়াজ কুচি ১৭. ঘি ১৮. পোলাও চাল, সব উপকরণ পরিমাণমতো নিতে হবে।

পদ্ধতি: প্রথমে সেদ্ধ ডিমে সামান্য হলুদ গুঁড়া মেখে অল্প তেলে লালচে করে হালকা ভেজে নিন। আলু, ফুলকপি, গাজর কেটে ধুয়ে সামান্য ভাপিয়ে বা আধা সেদ্ধ করে অল্প তেলে হালকা ভেজে নিতে হবে।

আলু ও ফুলকপিতে সামান্য হলুদ গুঁড়া মাখিয়ে ভাজলে পোলাও রান্নার পর দেখতে সুন্দর লাগবে। না দিলেও হবে। মটরশুঁটি ভাজার দরকার নাই। পোলাওতে দিলেই হবে। চাল ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে পানি ঝড়িয়ে নিতে হবে।

এবার চুলায় প্যান বসিয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। এরপর একে একে এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা, আদা বাটা, রসুন বাটা নেড়ে দিয়ে দিন। এরপর পোলাও চালের সঙ্গে দিতে হবে লবণ। অল্প সময় নেড়ে চাল ভেজে দিয়ে দিন ফুটন্ত গরম পানি। চাল যদি হয় এক কাপ তাহলে পানি হবে তার দ্বিগুণ। মাঝারি আঁচে ঢেকে রান্না করতে হবে ১০-১২মিনিট।

পানি শুকিয়ে আসলে নেড়ে দিয়ে দিন আলু, ফুলকপি, গাজর, মটরশুঁটি, টমেটো, কাঁচা মরিচ ও ভেজে রাখা ডিম। পোলাওর পানি শুকিয়ে আসলেই এগুলো দিয়ে দিন।

হালকা হাতে নেড়ে মিশিয়ে চামচ দিয়ে পোলাও চেপে চেপে উপরে ঘি দিয়ে পোলাওর পাতিল চুলায় তাওয়ার উপর দমে রেখে দিন ১৫-২০ মিনিট। ঘি দেওয়ার কারণে পোলাও একদম ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

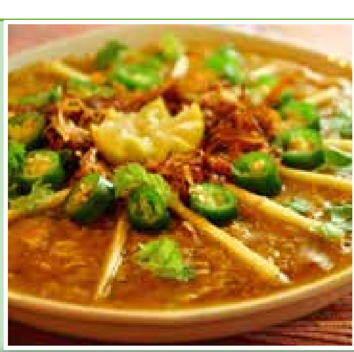
ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

HALAL
Ghoroa Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

ডলারের দাম বাজারের হাতে ছেড়ে ফায়দা মিলবে কি

১৬ পৃষ্ঠার পর

টেলিফোনে খবর পেয়ে যথাস্থানে গিয়ে বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা পেয়েই রেমিট্যান্স-গ্রহীতারা যথাসম্ভব দ্রুত তা নিকটবর্তী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে আমানত হিসেবে জমা করে দেন। আগের দিনের মতো কেউ ছিনিয়ে নেবে, সেই আশঙ্কাও থাকে না। যেহেতু বিশ্বস্ততাই হুন্ডি ব্যবসার সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তাই সাধারণত রেমিট্যান্সের টাকা মার যায় না, লেনদেনের গোপনীয়তাও রক্ষা করা হয় সযতনে।

আমার মতে, হুন্ডিপদ্ধতিতে দেশের অর্থনীতিতে যোগ হওয়া রেমিট্যান্স ও অন্যান্য ব্যবস্থায় দেশে নিয়ে আসা বিদেশে উপার্জিত আয় ২৫-৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিবছর। এখন দেশ থেকে বিদেশে অর্থ পাচারের বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গেছে বলে ধারণা করা হয়।

পুঁজি পাচারের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি আমদানির ওভার-ইনভয়েসিং, রপ্তানির আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং রপ্তানি আয় দেশে ফেরত না আনার পাশাপাশি এখন প্রবাসী বাংলাদেশিদের বহুল ব্যবহৃত হুন্ডিপদ্ধতিতে রেমিট্যান্স প্রেরণের অভ্যাস বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচারকারীদের একটি সহজ বিকল্প উপহার দিয়েছে। বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে এখন আগের তিনটি প্রধান পদ্ধতিকে ছাড়িয়ে গেছে হুন্ডিপ্রক্রিয়ায় পুঁজি পাচার।

যে 'হুন্ডি ডলার' বিদেশেই রয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর চাহিদা জোগাচ্ছে প্রধানত দেশের দুর্নীতিবাজেরা ও কালোটাকার মালিকেরা এবং ব্যাংকের ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়ার 'কালচার' সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীরা। টরন্টোর বেগমপাড়া কিংবা মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোমগুলো গড়ে তুলতে 'হুন্ডি ডলার' বড় ভূমিকা রাখছে। পুরোনো পদ্ধতিগুলোর পাশাপাশি হুন্ডি ব্যবসা পুঁজি পাচারকে বাংলাদেশের 'এক নম্বর সমস্যায়' পরিণত করেছে। এই ক্রমবর্ধমান পুঁজি পাচারের কারণেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার নিট রিজার্ভ বিপজ্জনকভাবে কমে ১৭ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। টাকার বৈদেশিক মানের অবনমন, মারাত্মক ডলার-সংকট এবং মুদ্রাস্ফীতির তাণ্ডব ঘটাচ্ছে হুন্ডি ব্যবসা।

আনুষ্ঠানিক পথে রেমিট্যান্স পাঠালে ৫ শতাংশ প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও, পুঁজি পাচারের চাহিদাকে লক্ষ্য না করলে হুন্ডি ব্যবসা চাঙা থেকে যাবে। আমদানির ওভার-ইনভয়েসিং, রপ্তানির আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং রপ্তানি আয় দেশে ফেরত না আনার সমস্যাগুলো পুরোনো সমস্যা। ওগুলোকে কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা করতেই হবে বাংলাদেশ ব্যাংককে। এর পাশাপাশি ব্যাংকঋণ যাতে পুঁজি পাচারকারীদের দখলে না যায়, সেদিকেও কড়া নজর দিতে হবে।

ব্যাংকের খেলাপি ঋণ সম্পর্কে বর্তমান অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি গুরুতরভাবে ভুল। খেলাপি ঋণকে লুকিয়ে ফেলার আয়োজনকে যেভাবে জোরালো করা হয়েছে, সেটা পুঁজি পাচারকে একেবারেই সহজ করে দিয়েছে। পুঁজি পাচারকারী ব্যাংকঋণগ্রহীতাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিলে দেখা যাবে ইতিমধ্যে তাঁদের পরিবারের অধিকাংশ সদস্য বিদেশে চলে গেছেন। একসময় দেখা যাবে খেলাপি ঋণগ্রহীতা নিজেও নীরবে দেশত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে গেছেন। অতএব খেলাপি ঋণ ও পুঁজি পাচারের ওতপ্রোত সম্পর্ককে অস্বীকার করে সমস্যার সমাধান খুঁজতে যাওয়া আহাম্মকির শামিল। ড. মইনুল ইসলাম অর্থনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক

দুর্ভোগ-দুর্দশা কেন আসে, কেন যায়

১৮ পৃষ্ঠার পর

অভাব। দ্বিতীয় স্তরে আপনার অনুভূতি-সহানুভূতি-মহানুভবতা-বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং কমনসেন্সের অভাবের কারণে দুর্ভোগ দুর্দশার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। আপনার অসততা, মোনাফিকি, অকৃতজ্ঞতা, অধৈর্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং খারাপ মানুষের সংস্পর্শের কারণে দুর্ভোগ-দুর্দশাগুলো প্রলয়ঙ্করী রূপ নিয়ে আপনার জীবনের সব কিছু তছনছ করে দেয়। আপনার লোভ-লালসা-কামনা-বাসনা-কুচিন্তা অনেকটা চৌম্বক শক্তির মতো দুর্ভোগ-দুর্দশাকে আপনার কাছে টেনে নিয়ে আসে। আর আপনি যদি চরিত্রহীন-বিবেকহীন-বেকুব প্রকৃতির হন তবে দুর্ভোগ-দুর্দশার আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য আপনার শরীর-মন-মস্তিষ্কে এক ধরনের অসুরের শক্তি পয়দা হয়ে যাবে।

আপনার জীবনে যে কারণে দুর্ভোগ-দুর্দশা আসে, আপনি যদি তা অনুধাবন করতে পারেন এবং আপনার মধ্যে যদি অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রবল হয় তবে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার মন-মস্তিষ্কে এবং শরীরে দুর্ভোগ-দুর্দশা তাড়ানোর শক্তি-বুদ্ধি-কৌশল চলে আসবে। শরীরে পরিশ্রম-সাধনা এবং স্বার্থত্যাগের দৃঢ়তা নিয়ে কেউ যদি তওবা করে সঠিক পথে চলার প্রত্যয় নিয়ে নতুন করে পথ চলা আরম্ভ করে তবে দুর্ভোগ-দুর্দশার ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক কম হয়ে থাকে। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্ভোগ-দুর্দশার সঙ্গে নিজের কুকর্মের-কুচিন্তার সংযোগ স্থাপন করতে না পারবেন এবং অন্যকে দায়ী করার প্রবণতা ত্যাগ করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত দুর্ভোগের আগুন থেকে রেহাই পাবেন না। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, কিছু দুর্ভোগ-দুর্দশার দায় এড়ানো সম্ভব নয়- কিছু কর্মের ফল ভোগ না করে মানুষ ইহলোক ত্যাগ করতে পারে না এবং পরিস্থিতি যদি এমনতর পর্যায়ে পৌঁছে তবে আপনি সেনেকা এবং মার্কাস অর্লিয়াসের মতো চেষ্টা করে নিজের জীবনকে দুর্ভোগের জাল থেকে আলাদা করে জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলুন। এক ভাগ রেখে দিন দুর্ভোগ পোহানোর জন্য এবং অপর অংশ দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যান পৃথিবীর বুকে ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য। গোলাম মাওলা রনি সাবেক সংসদ সদস্য। দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

এত খরচের নির্বাচন আমাদের কী দিচ্ছে

১৪ পৃষ্ঠার পর

একাদশ জাতীয় সংসদে সরকার ও সরকারপ্রধানের প্রশংসায় ৬১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ব্যয় হয়েছে। এর আর্থিক মূল্য প্রায় ১০০ কোটি ৩৯ লাখ ৩৩ হাজার ৭০৪ টাকা। আর সংসদ সদস্যরা নির্ধারিত সময়ে না আসায় সংসদের ২২টি অধিবেশনে কোরাম-সংকটের কারণে সংসদ কার্যক্রম শুরু হতে দেরি হওয়ায় সংসদের ব্যয় হয়েছে ৫৪ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট। এর অর্থমূল্য প্রায় ৮৯ কোটি ২৮ লাখ আট হাজার ৭৭৯ টাকা। আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চলতি সংসদের অধিবেশনগুলো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।

একই সঙ্গে সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় স্পিকারের জোরালো ভূমিকার ঘাটতি ছিল। সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অনুপস্থিতি, যথাযথ গুরুত্বসহকারে অংশগ্রহণ না করা, প্রতিপক্ষের মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটানো ও মতামত গ্রহণ না করার কারণে কার্যক্রমগুলোর কার্যকারিতা কমেছে। চলতি সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় সরকারদলীয় সদস্যরা তাঁদের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় ১৯ দশমিক ৮ শতাংশ এবং সরকারের প্রশংসায় ১৯ দশমিক ৪ শতাংশ সময় ব্যয় করেছেন। তবে সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের সদস্যরাও সরকার ও সরকারপ্রধানের প্রশংসায় সময় ব্যয় করেছেন। এই সংসদে পাসকৃত ৫২ শতাংশ বিলের ক্ষেত্রে কোনো সংশোধনী গৃহীত হয়নি এবং ৪৭ শতাংশ বিলে আংশিকভাবে সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। বিলের ওপর প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব থাকলেও সংশোধনী গ্রহণের ক্ষেত্রে শব্দ সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপনই প্রাধান্য পেয়েছে (কালের কণ্ঠ)।

২০১৩-এর আগেও বিরোধী দলের ওয়াক আউটের কারণে কার্যকর সংসদ আমরা কখনোই পাইনি।

আমাদের আয়করের টাকা যে নষ্ট হচ্ছে, তা এখানেও দেখার কেউ নেই। আমরা প্রতি পাঁচ বছর পর এই নির্বাচনের জন্য বিশাল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হই। শুধু সেই নির্বাচনই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, যা পরিচালিত হয়েছে নিরপেক্ষ সরকার দ্বারা। আমাদের এই দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আর তা আমাদের ভোটের অধিকার স্থাপনের মাধ্যমেই। আমাদের সংসদ অকার্যকর হওয়ার একটা বড় কারণ সংবিধানের ৭০ ধারা, যা সংশোধন না করলে সংসদ কখনোই কার্যকর হবে না। এ ছাড়া আনুপাতিক সরকারব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ক্ষমতার ভারসাম্যকরণ, প্রভাবমুক্ত বিচারব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাসহ অনেক কিছু এখন সুশাসনের জন্য প্রয়োজন। দেশের মানুষ গণতন্ত্র বলতে শুধু ভোটের অধিকার বোঝে, কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিধি অনেক ব্যাপক। ২০১৪ থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক সব সূচকই নিম্নগামী। আমাদের সবার জন্যই সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে, আর যার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদেরই।

সুবাইল বিন আলম টেকসই উন্নয়নবিষয়ক কলামিস্ট।

লাভের আশায় বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে বাড়ছে ডলার মজুত

১১ পৃষ্ঠার পর

বলেন, বাজার ঠিক করতে হলে সবার আগে নগদ ডলার মজুত করে বিনিয়োগের প্রবণতা ঠেকাতে হবে। অনেকেই যে হাজার হাজার ডলার কিনে আলমারি বা লকারে জমা রেখেছে তা বাজারে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শেয়ারবাজার ও বীমা কোম্পানিতে বিনিয়োগে মুনাফা ও আস্থা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেন, মূল্যস্ফীতি অনেক বাড়লে তখন একটি শ্রেণি কোথায় বেশি রিটার্ন পাওয়া যাবে, তা নিয়ে ভাবে। অনেকে ডলারে বিনিয়োগ করছেন বলে তারাও শুনেছেন। তবে এটি প্রমাণ করা বা ঠেকানোর দায়িত্ব তাদের নয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি দেখতে পারে। -সমকাল

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বাংলাদেশে বেড়েছে ডলার সংকট; রিজার্ভ নেমেছে ১৯.৬০ বিলিয়নে

১১ পৃষ্ঠার পর

২০১২ সাল থেকে আইএমএফের সদস্যদেশগুলো ব্যালান্স অব পেমেন্টস ও ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম৬) অনুযায়ী রিজার্ভের হিসাবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংক যদিও তা শুরু করতে সময় নিয়েছে প্রায় এক যুগ।

বিপিএম৬ মূলনীতি অনুযায়ী হিসাব করা রিজার্ভও বাংলাদেশের নিট বা প্রকৃত রিজার্ভ নয়। নিট রিজার্ভ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে আইএমএফ থেকে নেয়া এসডিআরসহ স্বল্পমেয়াদি বেশকিছু দায় বাদ দেয়া হয়। সে হিসাবে দেশের নিট রিজার্ভের পরিমাণ এখন ১৫ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবায়ন পদ্ধতিতে ১৫ নভেম্বর দেশের গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ২৫ দশমিক ২৬ বিলিয়ন দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক বণিক বার্তাকে বলেন, 'জ্বালানি তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের এলসি দায় মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলার সহায়তা দেয়া হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে বিক্রি করা হয়েছে। এ কারণে রিজার্ভ কমছে। তবে আশা করছি, আগামী বছরের শুরুর দিকে রিজার্ভ আবার বাড়তে শুরু করবে।'

দেশের অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় ডলারের বিনিময় হার বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। গত বছরের জানুয়ারিতেও দেশের ব্যাংক খাতে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল সর্বোচ্চ ৮৫ টাকা। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনুমোদিত দর অনুযায়ী প্রতি ডলার ১১১ টাকায় লেনদেন হচ্ছে। যদিও ঘোষিত দরে দেশের ব্যাংকগুলোয় ডলার মিলছে না। আমদানিকারকদের কাছ থেকে ব্যাংকগুলো ডলারপ্রতি ১২৪-১২৫ টাকাও আদায় করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সে হিসেবে এ সময়ে ডলারের বিনিময় হার বেড়েছে প্রায় ৪৭ শতাংশ। আর কার্ব মার্কেটে (খুচরা বাজার) প্রতি ডলারের মূল্য ১২৮ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। ডলার সংকট কমাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরু থেকেই আমদানির লাগাম টেনে ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক। এজন্য ঋণপত্র (এলসি) খোলার শর্ত কঠোর করা হয়। ব্যাংকগুলোও ডলার সংকটের কারণে নিজেদের এলসি খোলা কমিয়ে দেয়। ফলে অর্থবছর শেষে আমদানির পরিমাণ প্রায় ১৬ শতাংশ কমে যায়। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আমদানির পরিমাণ কমেছে ২৩ দশমিক ৯০ শতাংশ।

আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমে যাওয়ার পরও দেশে যে পরিমাণ ডলার ঢুকছে, বেরিয়ে যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি। এ কারণে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট বা আর্থিক হিসাবের ঘাটতি বড় হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে আর্থিক হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৯৩ কোটি ডলার। দেশের ইতিহাসে এ পরিমাণ ঘাটতি এর আগে কখনই দেখা যায়নি। আর্থিক হিসাবে ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষয় থামানো যাচ্ছে না। বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরো বেশি নাজুক হয়ে উঠছে।

কোনো দেশে আন্তর্জাতিক সম্পদের মালিকানা বাড়া বা কমার বিষয়টি পরিমাপ করা হয় আর্থিক হিসাবের মাধ্যমে। এ হিসাবে ঘাটতি তৈরি হলে দেশের রিজার্ভ ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের ওপর চাপ বাড়ে। চলতি শতকের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই বাংলাদেশের আর্থিক হিসাব উদ্বৃত্ত ছিল। বিশেষ করে ২০১০ সাল-পরবর্তী এক যুগে কখনই আর্থিক হিসাবে ঘাটতি দেখা যায়নি। কিন্তু ডলার সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়। গত অর্থবছর শেষে এ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৪ কোটি ২০ লাখ ডলারে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক হিসাবে ১ হাজার ৫৪৫ কোটি ৮০ লাখ ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান মনে করেন, দেশের অর্থনীতির জন্য যখন যেটি করা দরকার, সেটি করা হচ্ছে না। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ভুল নীতির কারণেই দেশের আর্থিক খাতে পুরোপুরি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'রিজার্ভ যত দ্রুত কমছে, তাতে ডিসেম্বর কিংবা আগামী জুনে গিয়ে দেশের অর্থনীতি কোথায় দাঁড়াবে, সেটি অনুমানও করা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের বিনিময় হার ধরে রাখার কারণেই রিজার্ভের ক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছে।'

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) এ নির্বাহী পরিচালক আরো বলেন, 'রিজার্ভের প্রধান উৎস রেমিট্যান্স আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। এর বড় অংশ এখন চলে গেছে হুন্ডির বাজারে। বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে না দিলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দেশ থেকে টাকা পাচারের পথও বন্ধ করা যাচ্ছে না। এখন বিনিময় হার ধরে রাখলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঠিকই বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। তখন এক ধাক্কায় টাকার বড় অবমূল্যায়ন হবে, মূল্যস্ফীতিও অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাবে।'

অ্যাপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত করছেন ইলন মাস্ক

৫২ পৃষ্ঠার পর

আহ্বান জানানোর ছয় মাস পর মাস্ক নিজেই এখন সেই প্রযুক্তি এক্সে যোগ করছেন। খবর ডয়েচে ভেলের টেক বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ক রোববার জানিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম এক্সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্টার্টআপ এক্সএআই যোগ করবেন তিনি।

ইতোমধ্যে এক্সএআইয়ের তৈরি প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বট গ্রক এক্স, মানে সাবেক টুইটারে, ব্যবহার শুরু হয়েছে। গত শুক্রবার থেকে এক্স প্রিমিয়াম প্লাস ব্যবহারকারীরা এটি কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছেন।

এক্সএআই দল লিখেছেন, 'বটটির অনন্য এবং মৌলিক সুবিধা হচ্ছে এটিতে গোটা দুনিয়া সম্পর্কে এক্সের মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য রয়েছে। ফলে এটি অন্যান্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ব্যবস্থা যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না সেগুলোরও উত্তর দেবে৷' এক্স এবং এক্সএআই দুটো আলাদা প্রতিষ্ঠান হলেও দুটোরই মালিক মাস্ক এবং প্রতিষ্ঠান দুটো ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরের সঙ্গে কাজ করে।মাস্কের টেসলাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও এক্সএআই যুক্ত রয়েছে।

ইলন মাস্ক অবশ্য বেশ কয়েকবছর ধরে বলে আসছিলেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবতার জন্য হুমকি হতে পারে। গত বসন্তে তিনি এটি নিয়ন্ত্রণে কাঠামো তৈরির স্বার্থে ছয়মাস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পেরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ▫ Bankruptcy ▫ Civil ▫ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্‌

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

AUTHORIZED IRS E-FILE PROVIDER
Notary Public

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS
FROM JUNE TO SEPTEMBER
KT KHAN'S TUTORIAL
ADVANCED ENRICHMENT CAMP
GRADES 3 - 8
NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS
TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY
LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!
FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES
SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
ADMISSIONS TEST (SHSAT)
ENROLLING ALL 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS
TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMP & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES
SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023
4,600 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!
SAT & COLLEGE ADMISSIONS
REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS
2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER
TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM
NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT
BOOKS FOR FREE!
FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS
FEATURED IN:
WSJ
BBC
SPECTRUM NEWS 1
PBS NEWSHOUR
CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

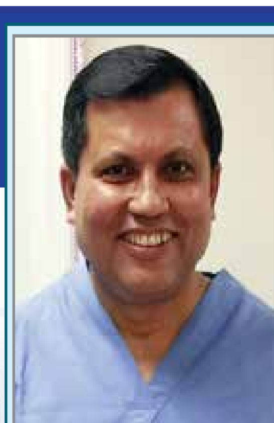

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
See translation
পরিচয়
জো বাইডেনের ক্যান্সার টিস্যু অপসারণ, ডাক্তার বললেন আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই
সংকটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মিরাকেল
GLOBAL MULTI SERVICES INC.
CREDIT REPAIR
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক

এম্পায়ার ব্লুক্রস ব্লুশীল্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী কর্তৃক ২০২২ সালের জন্য ওপারেশানাল এক্সিলেন্স এওয়ার্ড পাওয়ায়

বারী হোমকেয়ার কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

মহব্বত আলী আকন্দ
সভাপতি ৬৪৬ ৩৩৮ ৯১৬৩

মো: সাইফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক ৬৪৬ ৪২৭ ৪৮৬৭

সত্যি কি 'অবাধ ও সুষ্ঠু' নির্বাচনের দিকে যাচ্ছি

১৪ পৃষ্ঠার পর

গত ২৮ অক্টোবর ঢাকায় সমাবেশের পর বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের কারণেই মূলত হঠাৎ করে কয়েদির সংখ্যা এত বেড়েছে। কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী, প্রত্যেক কয়েদির অন্তত ৬ ফুট বাই ৬ ফুট জায়গা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষ এখন সেই সুবিধাটুকুও দিতে পারছে না।

রাজনীতিবিদদের শাস্তি দিতে কীভাবে আইন ব্যবহার করা হচ্ছে, তার উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে জ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত রাজনীতিবিদ এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ঘটনাটি। তার বয়স ৭৫, হৃদরোগসহ নানা অসুস্থতায় ভুগছেন। গত ২৯ অক্টোবর সকালেপ্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা চালানোর মতো অবাস্তব কারণ দেখিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২ নভেম্বর তিনি জামিন আবেদন করতে গেলে জানতে পারেন, বিচারক শুনানির দিন ধার্য করেছেন ২০ নভেম্বর।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। প্রথমত, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে তার মতো একজন মানুষ প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা চালাবেন। এই বিষয়টি কি সম্মানিত বিচারকের মনোযোগ আকর্ষণ করলো না? দ্বিতীয়ত, ১৮ দিন পর শুনানির দিন ধার্য করার মাধ্যমে মির্জা ফখরুলকে তার মৌলিক অধিকার নিয়ে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার আগেই অন্তত ১৮ দিনের কারাবাস নিশ্চিত করা হলো। ভবিষ্যতে যারা বিরোধী দলের কোনো সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা ভাববেন, তাদের সবার জন্য এখানে রয়েছে একটি পরিস্কার বার্তা।

এটা কি কল্পনা করা যায় যে এমন একটি পরিস্থিতিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব? সরকারের নিপীড়ন এবং সবচেয়ে বড় বিরোধী দলকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলমান থাকলে একটি নির্বাচনের আর কি আশা থাকে? একাই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করা যায় কি? শুরু থেকেই এই দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যতটুকু দূরত্ব ছিল, তার সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে সীমাহীন রাগ, অসম্মান, অবিচার ও দুর্ব্যবহার। বিরোধী দলকেঅপশক্তি হিসেবে উপস্থাপনের যে প্রয়াস চলছে, তাতে চলমান সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের যৎসামান্য সুযোগটুকুও আর রইলো না।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের নামে বিএনপিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার নীতিতে এগোচ্ছে সরকার। এমনকি বিরোধী দলের কিছু হতাশ নেতাকর্মীকে প্রলুব্ধ করে নতুন নতুন দল গঠনের মতো ঘৃণ্য নীতিও নিয়েছে সরকার, যাতে তারা পরবর্তীতে সরকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলে।

সার্বিকভাবে যা চলছে তা হচ্ছে, নির্বাচনী কারসাজি। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের কোনো প্রস্তুতিই নেওয়া হচ্ছে না। এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এবং পুলিশ, বিভিন্ন সংস্থা ও আইনি ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এর সার্বিক ফলাফল হলো, জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের নেতা বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে না, বরং নানা কারসাজি ও ছল-চাতুরীর মাধ্যমে আগে থেকে বেছে রাখা নেতাদের চাপিয়ে দেওয়া হবে আমাদের ওপর। অন্য যেকোনো দেশ হলে একে অভিহিত করত প্রহসন হিসেবে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছেযেকোনো মূল্যে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়া। মাহফুজ আনাম, সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার । ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের 'ন্যায্য দাম' দিচ্ছে না বিদেশি ক্রেতারা

১০ পৃষ্ঠার পর

অঙ্কের ঘর ছুঁয়েছে। এর ফলে সরকার বাধ্য হয়েই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশের পোশাক খাতে কাজ করা ৪০ লাখ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেকটাই নেমে গেছে। যদিও ২০১৮ সালের পর প্রতিবছর শ্রমিকদের মজুরি ৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। কিন্তু শ্রমিক নেতারা বলছেন, মূল্যস্ফীতির হিসাব করলে শ্রমিকেরা আগের চেয়ে অনেক কম অর্থ উপার্জন করছেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক তাসলিমা আখতার বলেন, 'উচ্চ বাজারদর ও মূল্যস্ফীতির বর্তমান বাস্তবতায় শ্রমিকদের পক্ষে এই মজুরিতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাদের সংগঠন ২৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছে।

তাসলিমা বলেন, 'শ্রমিকদের দুর্দশার জন্য পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোকে দোষারোপ করা অর্ধসত্য। আমরা পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোর দায় উপেক্ষা করতে পারি না। কিন্তু মূল দায় তো বাংলাদেশি মালিকপক্ষ ও সরকারের।'

সাম্প্রতিক মজুরি বৃদ্ধিকে 'বাস্তবসম্মত' দাবি করে গার্মেন্টস কারখানার মালিক ও বিজিএমইএর সহসভাপতি মিরন আলী বলেন, কারখানার মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই মজুরি বাড়ানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'অন্যান্য শর্ত বা পরিস্থিতি বহাল থাকায় এই সময়ে আরও মজুরি বাড়ানো এক কথায় অসম্ভব।' সাম্প্রতিক মজুরি বৃদ্ধির ফলে যে ব্যয় বাড়বে তা পুষিয়ে নিতে আগামী ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাড়তি দাম দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এরই মধ্যে মার্কিন তৈরি পোশাক ক্রেতাদের সংগঠন আমেরিকান অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি দিয়েছে বিজিএমইএ।

এর মধ্যেই শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার কথা জানিয়েছে আমেরিকান অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিটেক্স ও এইচঅ্যান্ডএম। এর মধ্যে প্রথম দুই প্রতিষ্ঠান বলেছে, মজুরি বাড়ানোর ফলে পোশাকের দাম সমন্বয় করবে। তবে ওয়ালমার্ট কোনো মন্তব্য করেনি।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বৈশ্বিক ক্রেতাদের সংগঠন আমেরিকান অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুটওয়্যার (এএএফএ) জানিয়েছিল, বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বাড়ার ফলে ৫-৬ শতাংশ বাড়তি উৎপাদন ব্যয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হবে। এইচঅ্যান্ডএম, গ্যাপসহ বিশ্বের এক হাজারেরও বেশি ফ্যাশন ব্র্যান্ড এই সংগঠনের সদস্য।

পোশাক শিল্পমালিকেরা বলছেন, সাম্প্রতিক মজুরি বৃদ্ধির ফলে তাঁদের উৎপাদন ব্যয় অন্তত ৫ থেকে ৬ শতাংশ বেড়ে যাবে। এর ফলে তাঁদের মুনাফার পরিমাণ কমবে। কারণ, মোট ব্যয়ের প্রায় ১০ থেকে ১৩ শতাংশই মজুরি খাতে যায়। এই বাড়তি ৫ থেকে ৬ শতাংশ উৎপাদন ব্যয় পুষিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় সংগঠনটি।

এএএফএর প্রধান নির্বাহী লামার বলেন, 'মজুরি বাড়ানোর জন্য দায়িত্বশীল ক্রয় পদ্ধতি নিশ্চিতে আমরা যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তা আমরা ও আমাদের সদস্যরা আগেও একাধিকবার বলেছি। সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশি শ্রমিকেরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে জন্য প্রতিবছর ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনার আহ্বান আমরা বরাবরই জানিয়ে আসছি।'

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পিটার হাসের বৈঠক

১০ পৃষ্ঠার পর

ও ব্যবসা-বাণিজ্যের হালনাগাদ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অন্যতম বড় দুই উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এমন এক সময়ে বৈঠক করলেন, যখন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি চলছে, যা অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে। জানা গেছে, বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দেশে মোট ৫৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্পে ১ হাজার ৫৬৯ কোটি ডলার দিচ্ছে বহুজাতিক সংস্থাটি। অন্যদিকে আইএমএফ বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৪৭ কোটি ডলারের মতো ছাড় হয়েছে। আগামী মাসে পরের কিস্তি ছাড় হতে পারে।- সুত্র ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভুল সিদ্ধান্তে ডলারের বাজারে অস্থিরতা

১১ পৃষ্ঠার পর

রিজার্ভ তলানিতে চলে যাবে।

ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালেই আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। এর বাইরে বর্তমানে দেশের ব্যাংকগুলো বাড়তি আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিয়ে প্রবাসীদের পাঠানো ডলার কিনতে পারে। বাড়তি এই প্রণোদনা ঘোষণা পর দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কিছুটা বেড়েছে। তবে তাতে একটুও কমেনি ডলারের বাজারের উত্তাপ। টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় মূল্যে হচ্ছে নতুন নতুন রেকর্ড। বর্তমানে খোলা বাজার থেকে প্রতি ডলার কিনতে খরচ হচ্ছে ১২৬ থেকে ১২৭ টাকা।

সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ডলার ক্রেতা জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যে জরুরি প্রয়োজনে অল্প কিছু ডলারের প্রয়োজন হয়। সঠিক সময়ে ব্যাংকে গিয়ে ডলার পাওয়া যায় না। এরপর খোলা বাজারে গিয়ে অনেক বেশি দাম কিনতে হয়। অনেক সময় এক ডলারের জন্য ১৩০ টাকা দিয়েও ডলার পাওয়া যায় না।

এর আগে সর্বপ্রথম ২০২২ সালের আগস্টে ডলারের দাম সর্বোচ্চ ১২০ টাকায় উঠেছিলো। এরপর বেশ কয়েক মাস ডলারের দাম কিছুটা কমতির দিকে ছিলো। তবে চলতি বছরের অক্টোবর মাসের শুরুর দিকে খোলাবাজারে ডলারের দাম ১২০ টাকায় ওঠে। তবে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন উচ্চতা ১২৬ থেকে ১২৭ টাকায় ঠেকেছে ডলারের দাম।

এদিকে বাড়তি প্রণোদনা দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলো বাধ্য নয়। ব্যাংক যদি প্রবাসী আয় কিনতে চায় তাহলে এই প্রণোদনা দিতে পারে। নতুন এই সিদ্ধান্তের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহে। সমাপ্ত অক্টোবর মাসে প্রবাসীরা ১৯৭ কোটি ৭৫ লাখ ডলার পাঠিয়েছে। এর আগের মাসে এসেছিল ১৩৪ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে প্রবাসী আয় বেড়েছে ৬৩ কোটি ডলার।

সংকট মোকাবেলা করতে অর্থনীতিবিদ সহ সংশ্লিষ্ট অনেকের সঙ্গে বৈঠক করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সবশেষ গত ৮ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেন বর্তমান গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দিন বলেছিলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বড় দেরি করে ফেলেছে। যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলো আরও আগে নেওয়া উচিত ছিল। পাশাপাশি হুন্ডি নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করা পদক্ষেপ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক এ গভর্নর।

অব্যাহত ডলার বিক্রি, চাপ বাড়াচ্ছে বাংলাদেশের রিজার্ভে

১১ পৃষ্ঠার পর

প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার। যদিও ব্যবহারযোগ্য রির্জাভ আরও কম। খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, খরচ করার মতো রিজার্ভ এখন ১৭ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। আর দুই বছর আগে ২০২১ সালের আগস্টে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছিল। এর পরের বছর ২০২২ সালের ১৬ আগস্ট রিজার্ভ ছিল ৩৯ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলার।

সম্প্রতি রেমিট্যান্স কেনায় বাড়তি প্রণোদনা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। এতে প্রতি ডলার রেমিট্যান্স থেকে প্রবাসীদের স্বজনরা পাচ্ছেন বাড়তি প্রণোদনা। রেমিট্যান্সে প্রতি ডলারের দাম হয়েছে ১১৫ টাকা। যদিও সংকট থাকায় গোপনে আরও বেশি দামে রেমিট্যান্স কিনছে ব্যাংকগুলো, যা খোলাবাজারের দরের চেয়ে বেশি। পাশাপাশি হুন্ডি দরের প্রায় কাছাকাছি।

সার্বিক দিক বিবেচনায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা হুন্ডি (অবৈধ পথ) এড়িয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে। এতে রেমিট্যান্সে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এটি ডলার সংকট কমিয়ে রিজার্ভ বাড়াতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এদিকে, চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম ১০ দিনে প্রায় ৭৯ কোটি ৪০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। প্রদিদিন গড়ে আসছে প্রায় ৮ কোটি (৭ দশমিক ৯৪ কোটি) ডলার। এভাবে রেমিট্যান্স আসার ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে রেকর্ড ২৩০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। যা নতুন রেকর্ড তৈরি করবে। এর আগে সবশেষ গত আগস্টে ২ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছিল রেমিট্যান্স।

রেমিট্যান্সের প্রতি ডলারে ১১৫ টাকার বেশি নয়: রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে প্রতি ডলারের বিপরীতে ১২২ টাকার বেশি দর দেওয়ার তথ্য গণমাধ্যমে আসার পরই জরুরি বৈঠকে বসে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন এবিবি ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যাংকের সংগঠন বাফেদা। গত ৮ নভেম্বর যৌথ বৈঠকে নতুন সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠন দুটি। সিদ্ধান্ত হয়, এখন থেকে প্রবাসী আয়ে ব্যাংকের নিজস্ব প্রণোদনাসহ ডলারের দর কোনোভাবেই ১১৫ টাকার বেশি দেওয়া যাবে না।

নানা উদ্যোগ নেওয়ার পরও ডলার সংকট কমছে না। বিপরীতে বেড়েই চলেছে ডলারের দাম। এবিবি ও বাফেদা গত ১ সেপ্টেম্বর প্রতি ডলারে ৫০ পয়সা বাড়িয়ে রপ্তানি ও রেমিট্যান্সে ১১০ টাকা ৫০ পয়সায় নির্ধারণ করে। এর সঙ্গে রেমিট্যান্সে ব্যাংকগুলো নিজেদের মতো করে প্রণোদনা দিতে পারবে বলে জানানো হয়। তবে বেশিরভাগ ব্যাংক এ দরে ডলার পাচ্ছে না। এখন ১২২ টাকা ৫০ পয়সা পর্যন্ত দরে ডলার কিনছে অনেক ব্যাংক।

হ্যাক হলে ফেসবুক, কী করবেন

৫২ পৃষ্ঠার পর

সেটিংস রিভিউ করা জরুরি। হ্যাকিং (ফেসবুক) হলে কীভাবে ফের অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই সবার।

রিপোর্ট : যদি অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে না পারেন, তার কারণ হতে পারে হ্যাকার আপনার লগইন সেশন মুছে দিয়েছে বা লগইন ডিটেইলস বদলে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে (যঃঃঢ়ং://িিি.ভধপবনড়ড়শ.পড়স/যধপশবফ) লিঙ্কের মাধ্যমে আক্রমণের শিকার অ্যাকাউন্টের তথ্য দ্রুত রিপোর্ট করতে হবে। রিপোর্ট করলে ফেসবুক পরে আক্রান্ত অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত ই-মেইল অ্যাড্রেস বা ফোন নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট রিকভার করতে সহায়তা করবে।

যদি সেটিংসের 'চুজ ফ্রেন্ডস টু কনট্যাক্ট ইফ ইউ গেট লকড আউট' অপশনটি চালু করে রাখেন, তাহলে পরবর্তী ফাংশনটি ব্যবহার করে প্রয়োজনে অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার করা যাবে। উল্লিখিত ফাংশনের মাধ্যমে ৩ থেকে ৫ জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বাছাই করা যাবে। যারা অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সহায়তা হবে।

ফাংশনটি চালু করতে লগইন পেজের 'ফরগটেন অ্যাকাউন্ট?' অপশন নির্বাচন করতে হবে। তার পর ই-মেইল বা ফোন নম্বর দিয়ে অ্যাকাউন্টটি সার্চ করতে হবে। অ্যাকাউন্ট খুঁজে পাওয়ার পর আগে নির্বাচিত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নাম প্রবেশের অপশন আসবে। তাদের কাছে অ্যালার্ট ও লিঙ্ক পৌঁছে যাবে। শুধু তারাই অ্যালার্ট ও লিঙ্কে প্রবেশ করতে পারবেন। নির্বাচিত ব্যক্তিরা ওই লিঙ্কে প্রবেশে রিকভারি কোড পাবেন, যা তারা আক্রান্ত অ্যাকাউন্টধারীকে জানাবেন। ফলে আক্রান্ত আবার নিজ অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার পাবেন। লক পরিবর্তন : অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের পর সিকিউরিটি অ্যান্ড লগইন সেটিংসে গিয়ে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা বা ইউজ টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন বা টুএফএ চালু করা জরুরি। আক্রান্ত অ্যাকাউন্টের ডেটায় অ্যাকসেস বিদ্যমান এমন যে কোনো সন্দেহজনক বা ক্ষতিকর অ্যাপ্লিকেশন মুছে দেওয়ার পরামর্শ দেয় ফেসবুক। তাই সেটিংসের অ্যাপস অ্যান্ড ওয়েবসাইট অপশন থেকে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে না এমন বা পরিচিত নয়, এমন অ্যাপস খুঁজে বের করে তা দ্রুত রিমুভ করতে হবে। অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে তা দ্রুত বন্ধুদের জানিয়ে দিয়ে তাদের সাবধান করতে উৎসাহিত করে ফেসবুক। ফলে বন্ধুদের ওই অ্যাকাউন্ট ফিরে পাওয়ার আগ পর্যন্ত আক্রান্ত অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো যে কোনো লিঙ্ক বা পোস্টে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে বলতে হবে।

নিরাপত্তা নিশ্চিতে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সেটিংসের 'লগইনস অ্যান্ড সিকিউরিটি' অপশনের গেট অ্যালার্টস অ্যাবাউট আনরিকগনাইজড লগইনস অপশনে সাইনআপ করতে হবে। অপশনটি নির্বাচিত থাকলে অপরিচিত যে কোনো ডিভাইস থেকে অ্যাকাউন্টে লগইন করা হলে ফেসবুক সাবধান করবে। অ্যাকাউন্ট নিরাপদ রাখতে প্রয়োজনীয় সব ধাপ অনুসরণে সহায়তা করবে। ডিজিটাল মিডিয়ায় ফেসবুক ছাড়াও নতুন অ্যাপ ও প্ল্যাটফর্মে ক্ষতিসাধনে হ্যাকাররা প্রতিনিয়ত নিজেদের কৌশল বদলায়। তাই সব সময় সতর্ক থাকা, সিকিউরিটি নিশ্চিত করে অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা জোরদার করা ও হ্যাক হলে কী করতে হবে, তা জেনে রাখা জরুরি।

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির ইন্টারনেট চালু চীনে, 'সেকেন্ডে ১৫০ সিনেমা নামানো সম্ভব'

৫২ পৃষ্ঠার পর

এক সেকেন্ডে ১৫০টি হাই-ডেফিনিশন সিনেমার সমান ডেটা স্থানান্তর করা যাবে। বিশ্বেরঞ্চসবচেয়ে দ্রুতগতির ইন্টারনেটেব্র সূচনা করেছে চীন। অবিশ্বাস্য দ্রুতির এ ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে ১.২ টেরাবিট ডেটা স্থানান্তর করা যায়।

এক প্রতিবেদনে সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট জানিয়েছে, বর্তমানে থাকা বেশিরভাগ প্রধান ইন্টারনেট রুটের চেয়ে এ দ্রুতি ১০ গুণেরও বেশি। চীনের সিঙ্গুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, চায়না মোবাইল, হুয়াওয়ে টেকনোলজিস, ও সার্নেট করপোরেশনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এ ইন্টারনেট। ৩০০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের অপটিক্যাল ফাইবার অবকাঠামোর তৈরি এ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বেইজিং, উহান ও গুয়াংজোর মতো শহর। গত জুলাই থেকেই কাজ শুরু হয়েছিল নেটওয়ার্কটির। তবে সোমাবর আনুষ্ঠানিকভাবে এটি চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এটি নির্ভরশীল ও ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়। হুয়াওয়ে টেকনোলজিস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াং লি-এর বরাত দিয়ে সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট আরও জানায়, এ ইন্টারনেট কানেকশন ব্যবহার করে এক সেকেন্ডে ১৫০টি হাই-ডেফিনিশন সিনেমার সমান ডেটা স্থানান্তর করা যাবে। বিশ্বের ইন্টারনেট ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্কগুলো দিয়ে সাধারণত সেকেন্ডে ১০০ গিগাবাইট ডেটা স্থানান্তর করা যায়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এর পঞ্চম প্রজন্মের ইন্টারনেট২ চালু করেছে যার গতি সেকেন্ডে ৪০০ গিগাবাইট।-হিন্দুস্তান টাইমস

পানি সংকটে বিশ্বে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় দক্ষিণ এশিয়া-জাতিসংঘের প্রতিবেদন

১২ পৃষ্ঠার পর

এই অঞ্চলে বিশ্বের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি শিশু রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন আবহাওয়ার ধরন এবং বৃষ্টিপাতকে ব্যাহত করছে। এই কারণে পানির সংকটও বাড়ছে।

প্রতিবেদনে পানির নিম্ন গুণমান, পানির অভাবসহ অব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানির উৎসও কমে যাচ্ছে। ইউনিসেফ আরও বলেছে, গ্রামের কূপগুলো যখন শুকিয়ে যায়, তখন ঘরবাড়ি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুল সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ুর ক্রমবর্ধমান অপ্রত্যাশিত সংকটসহ দক্ষিণ এশিয়ায় শিশুদের পানির ঘাটতি সামনের দিনগুলোতে আরও খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আগামী ডিসেম্বর মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে জাতিসংঘের কপ-২৮ জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিসেফ বলেছে, এই সম্মেলনে অংশ নেওয়া নেতাদের তারা 'গ্রহ বাসযোগ্য ও নিরাপদ রাখার' আহ্বান জানাবেন।

দক্ষিণ এশিয়ায় ইউনিসেফের প্রধান সঞ্জয় উইজেসেকেরা বলেছেন, নিরাপদ পানি পাওয়ার বিষয়টি একটি মৌলিক মানবাধিকার। তবুও দক্ষিণ এশিয়ার লক্ষাধিক শিশুর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্ভূত বন্যা, খরা এবং অন্যান্য বিপর্যয়কর আবহাওয়ার কারণে পান করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নেই।

শিফা হাসপাতালের পাশ থেকে দুই জিম্মির মরদেহ উদ্ধারের দাবি ইসরায়েলের

১২ পৃষ্ঠার পর

হয়েছিল। মোট ২৪০ জনকে হামাস জিম্মি করেছে বলে জানিয়েছিল ইসরায়েল। ইহুদিত ওয়েইস কিবুতজের একটি কিন্ডারগার্টেনে কাজ করতেন। এক বিবৃতিতে দেশটির সেনাবাহিনী বলেছে, ওই নারীর মরদেহ যেখানে ছিল সেখানে কালাশনিকভ রাইফেল ও রকেটচালিত গ্রেনেড পাওয়া গেছে।

অপর দিকে নোয়া মার্সিয়ানোর মরদেহও শিফা হাসপাতালের পাশের একটি বিল্ডিং থেকে উদ্ধার করা হয়। ইসরায়েলের শিনবেত গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যর ভিত্তিতে ইসরায়েলি সৈন্যরা তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর মরদেহ শনাক্তের জন্য ইসরায়েলে নেওয়া হয়। আজ শুক্রবার তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে।

১৯ বছর বয়সী মার্সিয়ানো কমব্যাট ইন্টেলিজেন্স কালেকশন কর্পসের ৪১৪ নম্বর ইউনিটের সদস্য ছিলেন। তিনি হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলার সময় নাহাল ওজ আইডিএফ ঘাঁটিতে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি ইসরায়েলের মোদিনে থাকতেন এবং তিন ভাইবোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন।

হামাসের হাতে বন্দী জিম্মিদের মধ্যে ওয়েইস ও মার্সিয়ানোর মরদেহই প্রথম পাওয়া গেল। এর আগে হামাস কয়েকজন ইসরায়েলি ও আমেরিকান নাগরিককে ছেড়ে দিয়েছিল যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার জন্য।

এদিকে এই হাসপাতালের নিচে হামাসের ঘাঁটি রয়েছেড়এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সেখানে অভিযান চালাচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের লঙ্ঘন। তবে হামাস বরাবরই এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

ইসরায়েল বলছে, গাজায় আল-শিফা হাসপাতালের ভেতরে দ্বিতীয় দিনের মতো তাদের অভিযান চলছে। সেখানে তারা হামাসের একটি টানেলের সংযোগস্থলের সন্ধান পেয়েছে বলে দাবি করেছে। ইসরায়েলি ট্যাংক হাসপাতালটি ঘিরে রেখেছে, ওপরে ঘুরছে ড্রোন।

হাসপাতালের ভেতরে আটকে পড়া একজন সাংবাদিক বিবিসির সংবাদদাতাকে ফোনে জানিয়েছেন, 'ইসরায়েলি সৈন্যদের সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে এবং তারা সব দিক থেকে গুলি করছে।'

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, আল-শিফা হাসপাতালে হামাসের একটি কমান্ড সেন্টার রয়েছে বলে ইসরায়েলের কাছে গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে।

জার্মানিতে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ জুয়ায় আসক্ত

১২ পৃষ্ঠার পর

সামাজিক ও স্বাস্থ্য সংকটে ভুগছেন। ''জুয়া খেলে খুশি হচ্ছেন এমন ঘটনা বিরল" বলেন কমিশনার ব্লিয়েনার্ট।

তরুণদের মাঝে ঝুঁকি বেশি : প্রতিবেদনটি বলছে, ২১ থেকে ৩৫ বছর বয়সী তরুণ ও যুবকদের মাঝে জুয়ায় আসক্ত হবার প্রবণতা বেশি। একই সঙ্গে তারা মানসিক সমস্যা ও উচ্চ মাত্রায় অ্যালকোহলে আসক্তও হচ্ছেন।

প্রতিবেদনে জুয়া খেলাকে 'অতিমাত্রার ও ধংসাত্মক অংশগ্রহণ' বলে উল্লেখ করা হয়, কারণ জুয়াড়িরা নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারান এবং বারবার খেলতে থাকেন। তাদের এই আসক্তি অন্যদের কাছে লুকান এবং সমাজ থেকে আলাদা হয়ে পড়েন। জুয়ার ঝুঁকিতে অভিবাসীরাও আছেন বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। তারা বলছেন, অভিবাসীরা যেসব ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, তা ভুলতে তারা এতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। এছাড়া জার্মানিতে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করলে এবং আর্থিক সংকটও এক্ষেত্রে নিয়ামকের ভুমিকা পালন করতে পারে।

লাইভ স্পোর্টস বেটিং : গেম হলগুলোতে চিরাচরিত স্লট ম্যাশিন বা আর্কেড গেমগুলোর পাশাপাশি এখন লাইভ খেলাও এখন জুয়ার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। জার্মান ফুটবলে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ২০২২ সালে ডয়চে ভেলের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বেটিং কোম্পানি বিডাব্লিউআইএন জার্মানির ফুটবল সংস্থা ডিএফবির অফিসিয়াল পার্টনার। এছাড়া সংস্থাটি ইউনিয়ন বার্লিন, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, কোলন, সেইন্ট পাউলি ও ডায়নামো ড্রেসডেন ক্লাবেরও সহযোগী।

জার্মান জাতীয় দল ও বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক গোলরক্ষক, অধিনায়ক ও ক্লাবের প্রধান নির্বাহী অলিভার কান ২০১২ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বেটিং কোম্পানি টিপিকোর মুখ ছিলেন। বেটিংয়ের বিজ্ঞাপন ছাড়া জার্মান ফুটবল কল্পনাই করা যায় না।

তবে এই খাত থেকে সরকারও মুনাফা করছে। জুয়া খাত গত বছর ১৩৪০ কোটি ইউরো মুনাফা করেছে। আর ২০২১ সরকারের আয় হয়েছে ৫২০ কোটি ইউরো। অ্যালকোহল থেকে সরকার ট্যাক্স পায় এর অর্ধেক।

ইসরায়েলকে 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র' বলে পশ্চিমাদের তোপের মুখে এরদোয়ান

১২ পৃষ্ঠার পর

এরদোয়ান জোর দিয়ে বলেন, হামাস কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন নয়, বরং একটি রাজনৈতিক দল, যেটি ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল।

নিজের দল একে পার্টির সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি স্পষ্টভাবে বলছি, ইসরায়েল একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। ইসরায়েলের প্রশাসনের প্রতি সমালোচনা করার সময় আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এই গণহত্যাকে কারা সমর্থন ও বৈধতা দিচ্ছে। আমরা গণহত্যা দেখতে পাচ্ছি।'

ইসরায়েলের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে কি না, তা পরিষ্কার করতে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতিও আহ্বান জানান এরদোয়ান। তিনি আরও বলেন, নেতানিয়াহু কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবেন।

এদিকে এরদোয়ানের 'নৈতিকতাবিষয়ক' কোনো লেকচার শুনবেন না বলে নেতানিয়াহু এক অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছেন। এরদোয়ান 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হামাসকে সমর্থন দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তুরস্ক থেকে কূটনীতিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার পর এখন আঙ্কারার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবার ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। সেই দেশের পক্ষে অবস্থান নেওয়া জার্মানি সফরে যাচ্ছেন এরদোয়ান। আবার জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শুলজও গাজায় যুদ্ধবিরতির বিপক্ষে একাধিকবার নিজ অবস্থান জানিয়েছেন।

গত রোববারও যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি বলেন, 'অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি বা দীর্ঘ সময়ের জন্য সংঘাত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তকে আমি ঠিক বলে মনে করি না। এতে করে আবারও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার সক্ষমতা অর্জন করবে হামাস।'

সংলাপের সময় নেই - ডোনাল্ড লুকে ওবায়দুল কাদের

৯ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিত করেছেন।

ওবায়দুল কাদেরের দেওয়া উত্তরে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন করতে নির্বাচনী আইন সংস্কারে আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

আগামী ৭ জানুয়ারি ভোট ও ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ সময়ের কথা চিঠিতে জানান কাদের। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শর্তহীন সংলাপের দরজা খোলা রেখেছিল। কিন্তু বিএনপি শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগের দাবিতে অনড় থাকায় সংলাপ হয়নি।'

একই সঙ্গে বিএনপি ও বিরোধী দলগুলোর ডাকা চলমান হরতাল-অবরোধ কর্মসূচির বিষয়েও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। সেখানে বলা হয়, ২৮ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ১৫৪টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

ওবায়দুল কাদের চিঠিতে বলেন, আওয়ামী লীগ সকল আন্তর্জাতিক বন্ধুদের সঙ্গে অংশীদারত্বকে গুরুত্ব দেয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহযোগিতার আশা প্রকাশ করে।

LOVE TO CARE HOME CARE INC
LOVE TO CARE HOME CARE INC
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]
সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট
WE CARE YOUR FAMILY LIKE OURS
NYS Department of Health CDPAP
মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন
Mohammed Hasem, MBA
President and CEO
347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com
Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432
Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372
Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211
www.lovetocarehc.com

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক গভীর করতে চায় বলে নানা পরামর্শ দেয় - বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীএ কে আব্দুল মোমেন

৯ পৃষ্ঠার পর

‘সম্প্রতি তাদের থেকে সংলাপের প্রস্তাব এসেছে। আওয়ামী লীগ কখনও সংলাপে পিছপা হয় না। আওয়ামী লীগ সব সময় নির্বাচনমুখী দল, কখনও ব্যাকডোর দিয়ে সরকারে আসেনি আওয়ামী লীগ। সব সময় নির্বাচনের মধ্যে সরকারে এসেছে। সেই ৪৮ সাল থেকে আওয়ামী লীগ দল জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে। আমরা চাই দেশের যে গণতান্ত্রিক ধারা আমরা চালু করেছি, প্রধানমন্ত্রী ১৫ বছর ধরে কয়েক হাজার নির্বাচন করেছে। মোটামুটিভাবে অধিকাংশ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে। দুয়েকটিতে হয়তো অনিয়ম হয়েছে। তবে সেই নির্বাচনগুলো বানচালও হয়েছে। তবে আমরা নির্বাচন চাই।’

আব্দুল মোমেন বলেন, ‘নির্বাচন কাউকে বাধাগ্রস্ত করতে দেব না। আর এ নির্বাচন সুন্দর ও সুষ্ঠু হওয়ার জন্য যদি বন্ধুরাষ্ট্র সহায়কের ভূমিকা পালন করে, আমরা তাদের স্বাগত জানাই। তারা সব সময় ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন চায় বলেছে। তার মধ্যে কখনও কখনও জোর করে সংলাপ দিতে। আমি আগেও বলেছি, আমাদের এই উপমহাদেশে নির্বাচনের সময় সংঘাত হয়ে থাকে। তবে এখন নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা কমছে, গত চার-পাঁচটা নির্বাচন দেখেন সেখানে কিন্তু সংলাপ ছিল। আমরা আশা করি, সংঘাত দূর করার জন্য সকল দল ও মতের তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকতে হবে।’

২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে সহিংসতার বিষয়টি উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘সেদিন বিএনপির উদ্দেশ্যই ছিল জ্বালাও-পোড়াও। তারা হাসপাতালেও আক্রমণ করেছে। সাধারণ মানুষের জনমাল নষ্ট করছে।’

এ সময় বিএনপিকে ‘ঔপনিবেশিক’ আচরণ বাদ দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানান তিনি।

মোমেন বলেন, ‘আমরা আশা করব, যে বিপদগামী দলগুলো আছে তারা পরিপক্কতা অর্জন করে নির্বাচনমুখী হবে। যাতে আমরা শান্তিপূর্ণ মডেল নির্বাচন করতে পারি।’

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্যগুলোর বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘প্রবাসী সাংবাদিক ও কিছু বাঙালি নাগরিক ষড়যন্ত্রে নেমেছে। তারাই জোর করে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে বাধ্য করছে।

ভাবছি।’

জরিপে অংশ নেয়া ৫৫ দশমিক ৩ শতাংশ তরুণ বিশ্বাস করেন বর্তমানে দেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা নেই। অপরদিকে ৬৩ শতাংশ তরুণ মনে করেন গত পাঁচ বছরে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে দুর্নীতিকে চিহ্নিত করেছেন ৮৮ দশমিক ৯ শতাংশ তরুণ। এছাড়া ২৯ শতাংশ তরুণ মনে করেন দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার হ্রাস পাচ্ছে, যা সুশাসনকে বাধাগ্রস্ত করছে।

দেশের একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যায় স্নাতক শেষ করে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন ওবায়দুর রহমান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘বর্তমানে আমাদের দেশে সেক্টরভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই নগণ্য। অধিকাংশ সেক্টরে মেধার মূল্যায়ন করা হয় না। মেধাবী শিক্ষার্থীদের শেখা এবং জানার অন্যতম প্রধান মাধ্যম গবেষণা। অথচ আমাদের দেশে এর জন্য ফান্ডিং নেই বললেই চলে। গ্র্যাজুয়েটদের দক্ষতা অনুযায়ী চাকরির বাজারও সংকীর্ণ। আবার দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে। তাছাড়া সামাজিক সুরক্ষার অভাব তো রয়েছেই।’

বিওয়াইএলসি জরিপে দেখা যায়, জীবিকার মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশী তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা

বিদেশে পাড়ি জমাতে চান বাংলাদেশের ৪২ শতাংশ তরুণ - ইয়ুথ ম্যাটার্স সার্ভে ২০২৩

৮ পৃষ্ঠার পর

হওয়ার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ তরুণই ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হতে চেয়েছেন। শিক্ষার মানোন্নয়নেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন তরুণরা। জরিপে অংশ নেয়া ৫৭ দশমিক ৭ শতাংশই মনে করেন এক্ষেত্রে শিক্ষকের মান বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ তরুণ বিশ্বাস করেন পাঠ্যক্রমে নেতৃত্বচর্চা ও সফট স্কিল উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ যুক্ত করে শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব।

ইয়ুথ ম্যাটার্স সার্ভের রিসার্চ লিড হোসাইন মোহাম্মদ ওমর খৈয়াম বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে যাতে তরুণদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটে, সেজন্য নির্বাচনকে সামনে রেখে এ জরিপটি পরিচালিত হয়। সমীক্ষার

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশি নাগরিকদের টাকায় ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার কমেছে ৭.৭৩%, ডলারে বেড়েছে ৪.৫২%

১০ পৃষ্ঠার পর

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলিতে হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বরে ক্রেডিট কার্ডে লেনদেনের মধ্যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে হয়েছে ৪৮.৫৪ শতাংশ; এরপরে খুচরা আউটলেট সার্ভিসগুলোতে হয়েছে ১২.৮৫ শতাংশ, ইউটিলিটি পরিশোধে ৯.২৩ শতাংশ এবং নগদ উত্তোলন হয়েছে ৮.৬৪ শতাংশ। কিন্তু ডলারে ক্রেডিট কার্ডের খরচ বেড়েছে ৪ মিলিয়ন ডলার। বিদেশ ভ্রমণকারী বাংলাদেশিরা সেপ্টেম্বরে পণ্য ও সেবা খাতে খরচ করেছেন প্রায় ৪৩৬ কোটি টাকা, যা ৪৫ মিলিয়ন ডলারের সমতুল্য; গেল আগস্টে এই খরচের পরিমাণ ছিল ৪১৭ কোটি টাকা বা ৪১ মিলিয়ন ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৯ নভেম্বর শেষে দাঁড়িয়েছে ২০.৭৮ বিলিয়ন ডলার। ২০২২ সালের একই সময়ে যা ছিল ৩৪.২৪ বিলিয়ন ডলার।

ক্রেডিট কার্ডে লেনদেনের ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই লেনদেনের প্রায় ৭৭.৬৯ শতাংশ হয়েছে ভিসা কার্ড ব্যবহার করে, ১৪.৭৫ শতাংশ হয়েছে মাস্টারকার্ড ব্যবহার করে এবং ৭.৫১ শতাংশ আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেই সবচেয়ে বেশি কার্ড ব্যবহার করেছেন বাংলাদেশের ক্রেডিট কার্ডধারীরা। আন্তঃসীমান্ত লেনদেনের প্রায় ১৬.৬৬ শতাংশ হয়েছে ভারতে। এরপরে যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছে ১৫.৯০ শতাংশ, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৮.৯০ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ৮.৫৬ শতাংশ, যুক্তরাজ্যে ৭.৭০ শতাংশ এবং সিঙ্গাপুরে হয়েছে ৭.৩৬ শতাংশ।

ব্যাংকারদের মতে, খোলা বাজার ও ব্যাংকিং সেক্টরের মধ্যে ডলার রেটের বিস্তর পার্থক্যের কারণে ক্রেডিট কার্ডে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন বেড়েছে। এর বিপরীতে, আসন্ন নির্বাচন থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে দেশের অভ্যন্তরে কমেছে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার। সিটি ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা টিবিএসকে বলেন, খোলা বাজারের ডলারের দাম ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে প্রায় ৫/৭ টাকা বেশি। সেইসাথে, ডলার সংগ্রহ করতে নানান ধরনের হয়রানি হতে হয়। এছাড়া বাইরে ক্যাশ ডলারের তুলনায় ক্রেডিট কার্ডে খরচ খুবই সহজ, তাই ক্রেডিট কার্ডের পরিমাণ ও লেনদেন বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, “ক্রেডিট কার্ডে যে পরিমাণ ফরেন কারেন্সি ব্যবহার হয় তা টাকায় হিসাব করা হয়। এখন ডলারের দাম ক্রমাগত বাড়ার কারণে ক্রেডিট কার্ডের ডলারের রেটও বাড়ছে।চ চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে খোলা বাজারে ডলার বিক্রি হয়েছে ১২৭-১২৮ টাকায়। অন্যদিকে, ব্যাংকগুলো গ্রাহকের অনুকূলে ক্যাশ ডলার বিক্রি করছে ১১৫-১১৬ টাকা দরে।

যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সোমবার (১৩ নভেম্বর) খোলাবাজারে ডলার বিক্রেতা এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোকে সর্বোচ্চ ১১৭ টাকায় ডলার বিক্রি করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে, ১১৫.৫০ টাকায় কেনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, বিদেশ ভ্রমণের সময় বাংলাদেশি নাগরিকরা কার্ড বা বহনকৃত ক্যাশ ডলারের মাধ্যমে বছরে ১২,০০০ ডলার পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। যদিও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে একজন ব্যবহারকারীর সর্বোচ্চ সীমা ৩০০ মার্কিন ডলার

বাংলাদেশে বেড়েছে ডলার সংকট; রিজার্ভ নেমেছে ১৯.৬০ বিলিয়নে

১১ পৃষ্ঠার পর

সব শেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশের ব্যাংকগুলো এখনো ঘোষণার চেয়ে বেশি দামে প্রবাসী আয় কিনছে। গতকাল সোমবারও ১২৪ টাকা দরে প্রবাসী আয় কিনেছে কিছু বেসরকারি ব্যাংক। অপরদিকে খোলাবাজারের ডলার ১২৮ টাকা পর্যন্ত বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে, যা দেশের ইতিহাসে রেকর্ড। ব্যাংকগুলোর ঘোষণা অনুযায়ী, প্রবাসী আয় কেনার ক্ষেত্রে ডলারের দাম ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। এর সঙ্গে রয়েছে সরকারের আড়াই শতাংশ প্রণোদনা। পাশাপাশি কোনো কোনো ব্যাংক আরও আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে। ফলে ডলারের সর্বোচ্চ দাম দাঁড়ায় ১১৬ টাকা। রাষ্ট্রমালিকানাধীন সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক অতিরিক্ত আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিয়ে প্রবাসী আয় কিনছে। আবার বেসরকারি খাতের কিছু ব্যাংক এই প্রণোদনার পাশাপাশি আরও বেশি দামে প্রবাসী আয় কিনছে।

সরাসরি সামরিক যোগাযোগে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র-চীন

৭ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। তিনি জানান, তাইওয়ানের সঙ্গে বর্তমানে যে সম্পর্ক রয়েছে তা পরিবর্তনের ইচ্ছা নেই যুক্তরাষ্ট্রের। সংঘাত নয় বললেন শি : চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক নতুন করে এগিয়ে নিতে চান। বৈঠকের পর চীন-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে ‘বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক’ বলে অভিহিত করেছেন শি জিনপিং। শি বলেন, দুদেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর দায়িত্ব ভার তাদের কাঁধে। তাই চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুটি বড় দেশের একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আর ঠিক হবে না। কারণ উভয় পক্ষকে দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষের অসহনীয় পরিণতি ভোগ করতে হবে। ইউক্রেন ও গাজা : বাইডেন-শি ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও আলোচনা করেছেন। ইউক্রেনে হামলা বন্ধ করতে রাশিয়াকে চাপ দিতে শিকে অনুরোধ করেছেন বাইডেন। এই দুই বিশ্বনেতা গাজায় ইসরায়েলি হামলা নিয়েও আলোচনা করেছেন। শি বলেছেন, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়াই সমস্যার মূল কারণ। অন্যদিকে চলতি যুদ্ধে না জড়াতে ইরানকে চাপ দিতেও শির প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। সূত্র : বিবিসি, আলজাজিরা, আরটি

ওয়াশিংটনে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির হেডকোয়ার্টারের সামনে পুলিশের সঙ্গে গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ

৬ পৃষ্ঠার পর

করেছিলেন। তবে বিক্ষোভকারী বিশৃঙ্খলার জন্য পুলিশকেই দায়ী করেছে। তাঁরা বলছে, কোনো পূর্বসতর্কতা ছাড়াই পুলিশ সদস্যরা তাঁদের ওপর হামলা চালান।

ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে এসে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ড্যানি নোবল নামে এক ব্যক্তি অ্যাসোসিয়েট প্রেসকে (এপি) জানান, হামলা চালানো পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে দাঙ্গার সময় ব্যবহৃত হয়ড়এমন পোশাক ও যন্ত্রপাতি ছিল। তাঁরা অক্ষম ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ওপরও চড়াও হয়েছিলেন বলে জানান ড্যানি।

ভবনের ভেতরে থাকা রাজনীতিবিদেরা জানিয়েছেন, পুলিশ ডিএনসি সদর দপ্তর এলাকা থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তাঁর ডেমোক্রেটিক পার্টি গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় দেশটির প্রগতিশীল মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের সম্মুখীন হচ্ছেন।

বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক থেকে কী পেলেন সি

৭ পৃষ্ঠার পর

ওয়াশিংটন সফল। মার্কিন কর্মকর্তারা মনে করছেন, এই বৈঠক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উত্তেজনা কমাতেও সাহায্য করবে।

কিন্তু মনে হচ্ছে চীনের প্রেসিডেন্ট সি তাঁর নিজের লক্ষ্য অর্জনেও সমর্থ হয়েছেন। এসব লক্ষ্য ছিলড়সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত ছাড় আদায় করা; দ্বিপক্ষীয় উত্তেজনা কমানো, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর আরও বেশি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ করে দেবে এবং বিদেশি বিনোয়োগ আকর্ষণ (বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অনেকে এখন চীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন)।

যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক ফোরামের অ্যাডজাঙ্কট ফেলো আলেক্সান্দার নেইল বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের বিরোধ মেটাতে পারলে সি চিন পিংকে তাঁর সব মনোযোগ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে দিতে হবে না। তিনি অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যায় মনোযোগ দিতে পারবেন।’

বাইডেনের সঙ্গে আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চেয়েছেন সি। বিশ্বে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার দিক থেকে এ সম্পর্ককে বিবেচনা করতে বাইডেনকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিশ্লেষকেরা বলছেন, চীনের অর্থনীতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্ব ভালোই বোঝেন সি।

সিঙ্গাপুরের রাজারত্নম স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের অধ্যাপক লি মিংজিয়াং বলেন, ‘চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা যে এখনো গুরুত্বপূর্ণ, চীন সেটা মানে। বাইডেনের সঙ্গে সির বৈঠকের মূল চালিকা শক্তিও আসলে এ বিষয়টিই।’- রয়টার্স

হাওয়াইর হনুলুলুর একটি জলাধারের পানি হঠাৎ গোলাপি

৬ পৃষ্ঠার পর

হবে। তখন হয়তো জলাধারের পানির পানির রঙে পরিবর্তন আসবে।

কেউ কখনো এই জলাধারের পানির রং পাল্টাতে দেখেনি। এমনকি স্বেচ্ছাসেবীরাও, যাঁরা নানাভাবে এই বন্য প্রাণী আশ্রয়কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় ৭০ বছর ধরে আছেন, তাঁরাও কখনো এমনটা দেখেননি। আগেও জলাধারটি দীর্ঘ সময় ধরে খরার মধ্য দিয়ে গেছে এবং লবণাক্ততার পরিমাণও বেশি ছিল। ফলে উলফ নিশ্চিত নন, কী কারণে পানির রং বদলে গেল। উলফ বলেন, রং বদলে যাওয়া পানিতে এখানকার পাখিদের ক্ষতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

ফিলিস্তিনপন্থী ভারত যেভাবে মোদির সময়ে ইসরায়েলপন্থী হলো

৫ পৃষ্ঠার পর

হবে। কারণ, এ সময়ে ইসরায়েল ও গাজার প্রতিটি সংবাদ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। সিংহভাগ সংবাদই ইসরায়েলি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের গাজার শাসকগোষ্ঠী ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এর পর থেকে ভারতীয় সাংবাদিকদের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে মরুভূমি থেকে একের পর এক সংবাদ পরিবেশন করতে দেখা যায়। এখানেই থেমে থাকেনি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। হামাস যেভাবে হামলা করেছে, তার সরেজমিন প্রতিবেদনের পাশাপাশি নানা গ্রাফিকস ব্যবহার করে ‘হামলা মঞ্চস্থ’ করা হয়েছে। টিভি উপস্থাপকেরা যখন সংবাদ পড়ছিলেন, তখন এভাবে হামাস যোদ্ধাদের হামলাকে সচিত্রভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। যুদ্ধ মাস পেরোলেও এখনো সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছে ভারতের গণমাধ্যম।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে ইসরায়েলি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এভাবে সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান এ সংঘাত নিয়ে দেশটির সরকারের অবস্থান বদলে যাওয়ার একটা সাযুজ্য রয়েছে। একদা ভারত সরকার যেভাবে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে, এখন তাদের সেই সমর্থন ইসরায়েলের দিকে সরে গেছে। ফিলিস্তিনের বদলে নয়াদিল্লির সমর্থন ইসরায়েলের দিকে যাওয়ার পেছনে বড় কারণ বলা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় স্বার্থ। তবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমর্থকদের দৃষ্টিভঙ্গি। মোদির সমর্থকেরা ফিলিস্তিনের বদলে ইসরায়েলকে সমর্থনের পক্ষে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো ইসরায়েলি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে সংবাদ প্রকাশ করছে, তার নেপথ্য কারণ হিসেবে মোদি সমর্থকেরাও আছেন। চলতি মাসে ভারতের কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে। এরপর আগামী বছর হবে জাতীয় নির্বাচন। এর আগে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর এমন অবস্থানে মোদি সরকারও স্বস্তিতে আছে। ‘গ্লোবাল সাউথ’ তথা বৈশ্বিক দক্ষিণ হিসেবে পরিচিতি পাওয়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অনেকের মতো অতীতে ভারত কখনো ইসরায়েলকে সমর্থন দিলেও পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করত। তবে নয়াদিল্লি আগের সে অবস্থানে আর নেই। সাম্প্রতিককালে এর নজিরও আছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হামলার ঘটনায় এক্সে (টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ইসরায়েলে ‘সন্ত্রাসী হামলায়’ তিনি স্তম্ভিত। আরও ঘোষণা দেন, ভারত ইসরায়েলের পাশে রয়েছে।

এরপর ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে অবস্থান স্পষ্ট করতে পাঁচ দিন সময় নেয় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় বলে, দুটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সংঘাত সমাধানের পক্ষে নয়াদিল্লি।

গত ২৭ অক্টোবরের ঘটনা। গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানোর জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে ভারত এ প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত ছিল। যদিও অতীতে দেখা গেছে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন প্রশ্নে জাতিসংঘে যেকোনো প্রস্তাবে সব সময় ভোট দিয়েছে নয়াদিল্লি।

ভোটদানে বিরত থাকার কারণে দেশে বিরোধীদলগুলোর সমালোচনার মুখেও পড়ে মোদি সরকার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কারণ হিসেবে বলা হয়, হামাসের হামলার নিন্দা না জানানোর কারণে ভোটদানে বিরত ছিল ভারত।

ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য সম্পর্ক যে দিন দিন গভীর হচ্ছে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে ভারতের অবস্থান বদল তারই প্রতিফলন। এর পেছনে ভারতকে ইসরায়েলের সমরাস্ত্র দেওয়াকে বড় কারণ মনে করা হয়।

১৯৯৯ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয়। কাশ্মীরে এ যুদ্ধ ‘কার্গিল যুদ্ধ’ নামে সমধিক পরিচিত। এ যুদ্ধে ভারতকে সামরিক সহযোগিতা দেয় ইসরায়েল। এরপর ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যকার সম্পর্ক গভীর হতে থাকে। এরও অনেক পরে ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্কে স্বার্থ খুঁজে পায় যুক্তরাষ্ট্র।

গত এক দশকে ইসরায়েল থেকে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন, সীমান্ত নজরদারির জন্য সামরিক সরঞ্জাম (ধারণা করা হয় নজরদারি সফটওয়্যার, যদিও ভারত এটা স্বীকার করে না) থেকে শুরু করে অনেক সমরাস্ত্র কিনেছে ভারত। আর এর মাধ্যমে ইসরায়েলে তৈরি সমরাস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হয়ে উঠেছে ভারত। এ সময়ে ভারতে ক্ষমতায় আছে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। নরেন্দ্র মোদি ও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ‘বন্ধুত্ব’ ভারত-ইসরায়েল এ সম্পর্ককে গভীর থেকে গভীরতর করতে সাহায্য করে। নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্ববাদী দল ও তাঁর অনুগামীরা তাঁদের দলের উত্থান, অর্থাৎ জনপ্রিয়তা বাড়ানোর মোক্ষম অস্ত্র ইসলামবিদ্বেষ উসকে দিতে গাজা যুদ্ধকে ব্যবহার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে ফেরাউনের রাজত্ব কায়েম হয়েছে - বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভী

৮ পৃষ্ঠার পর

করতে গিয়ে অসংখ্য নেতা-কর্মীর যে আত্মদান, তাঁদের যে রক্তদান এটাকে উপেক্ষা করে কমিশন একতরফাভাবে তফসিল ঘোষণা করেছে। দেশের সুশীল সমাজ, নাগরিক সমাজ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বিদেশি কূটনীতিকদের আবেদন অগ্রাহ্য করে তিনি শুধুমাত্র একনায়ক, গণতন্ত্র বিরোধী ও ভোটারবিহীন সরকার প্রধানের কথা শুনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন।'

আওয়ামী লীগকে এখন শনির দশায় পেয়েছেড়এমন মন্তব্য করে রিজভী বলেন, 'জনসমর্থনে তাঁদের হাল শূন্যের কোঠায়। ওরা শুধু ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে রক্তের তাণ্ডব শুরু করেছে। বিএনপি নেতা-কর্মীরা পাইকারিভাবে গ্রেপ্তারের শিকার। তাদের ধরতে না পারলে গ্রেপ্তার হচ্ছেন বাবা, শ্বশুর, ছোট ভাই এমনকি বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত। আওয়ামী লীগ ও পুলিশ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বাসার গেট ভেঙে, তালা ভেঙে ও জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকছে। তল্লাশির নামে পুলিশ গ্রামের পর গ্রাম বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাড়ির সব ঘর তছনছ করে দিচ্ছে। বাবার মৃত্যুতে জামিন মেলেনি কারাগারে আটক ছাত্রদল নেতার। ছাত্রদল নেতাকে না পেয়ে বাবাকে হত্যা করেছে আওয়ামী ক্যাডাররা। প্রতিদিনের চিত্র এটি।'

বিএনপির নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারে স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্যরা উসকে দিচ্ছে জানিয়ে রিজভী বলেন, 'গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৩৯৫ জনের অধিক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মামলায় আসামি করা হয়েছে ১ হাজার ৬৫ জনের অধিক নেতা-কর্মীকে।

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে বাংলাদেশের কাছে জবাবদিহি চাইতে বলল অ্যামনেস্টি

৮ পৃষ্ঠার পর

বিরোধী নেতা, স্বাধীন গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ বাধার মুখে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ইউপিআর পর্যালোচনার সুযোগ কাজে লাগিয়ে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের জন্য দেশটির সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারবে।'

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, আগামী জানুয়ারিতে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের মতো মানবাধিকার চর্চার জন্য যাদের আটক করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে ও নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে।

অ্যামনেস্টি বলছে, ২০১৮ সালের মে মাসে হওয়া সর্বশেষ ইউপিআর-এ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে যেসব সুপারিশ করা হয় বাংলাদেশ সরকার তা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরে দেশটিতে ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন আইনের সংস্কার এবং অনেক আইন ব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটেছে। নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩- এ আগের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কঠোর বিধিগুলো রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারকে নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে হবে। একইসঙ্গে এই আইনের লক্ষ্যবস্তু যেন মানবাধিকারকর্মী, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বী না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

অ্যামনেস্টি বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, স্কুলছাত্র, শ্রমিক এবং রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত সহ বিভিন্ন নাগরিক সমস্যায় পুলিশ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমন অব্যাহত রেখেছে। কর্তৃপক্ষ কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট, লাঠিসোটা, স্টান গ্রেনেড এবং জলকামান এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করছে। বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই অবিলম্বে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, নিরপেক্ষভাবে, কার্যকরভাবে এবং স্বচ্ছভাবে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের তদন্ত করতে হবে এবং কমান্ডের দায়িত্ব সহ সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং অবিলম্বে নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক সকলকে মুক্তি দিতে হবে।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ইউপিআর প্রতি চার বছরে একবার জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রের মানবাধিকার রেকর্ড পর্যালোচনা করার সুযোগ দেয়। বাংলাদেশের ইউপিআর-এর জন্য অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য জমা দেয়া তার পূর্ববর্তী ইউপিআর-এ বাংলাদেশকে দেয়া সুপারিশ বাস্তবায়নের মূল্যায়ন করে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অ্যাসোসিয়েশন এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার এবং অন্যান্য মানবাধিকার বিষয় যেমন বলপূর্বক গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যা, সংখ্যালঘুদের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

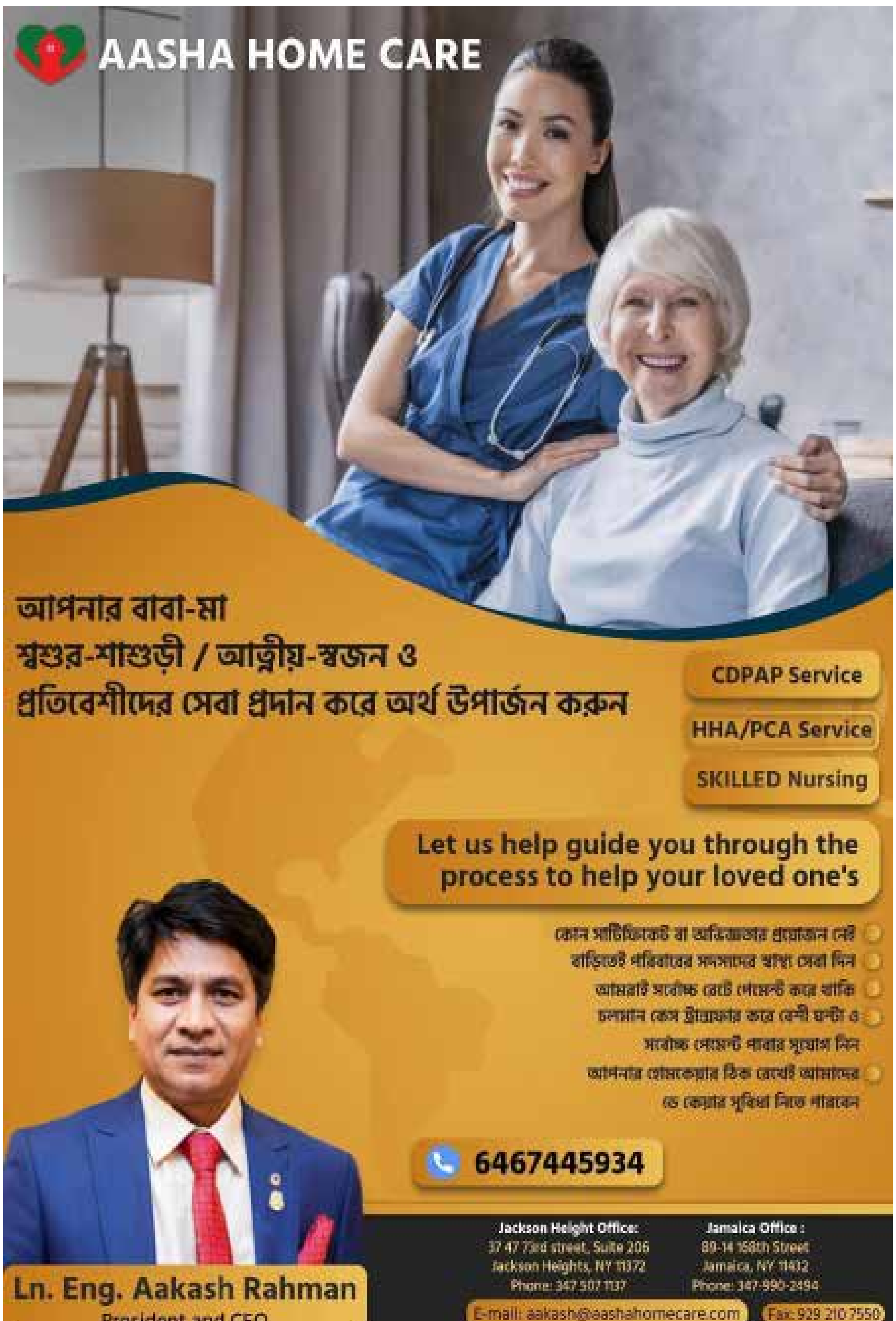

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ১১০ দেশের ৩০১টি সুপারিশ

৮ পৃষ্ঠার পর

এদিকে মঙ্গলবার এইচআরসির বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, ২০২৪ সালের শুরুতে বাংলাদেশে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, রাজনৈতিক সহিংসতাবিরোধী রাজনৈতিক দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গণগ্রেপ্তারের ঘটনায় তারা উদ্বিগ্ন। এ ছাড়া বিক্ষোভ-আন্দোলন দমাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শক্তিপ্রয়োগ, ইন্টারনেটসেবা বন্ধ করে দেওয়া, পরিবারের সদস্যদের হয়রানি, ভয় দেখানো এবং বেআইনিভাবে আটক রাখার অভিযোগ সামনে এসেছে। এসব নিয়ে মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হুমকির বিষয়ে বলা হয়েছে, কয়েক বছরে সংবাদমাধ্যম ও সংবাদকর্মীদের ওপর হামলা, নজরদারি, ভয় দেখানো এবং বিচারিক হয়রানির কারণে এ মাধ্যমে ব্যাপক স্ব-সেন্সরশিপ ছড়িয়ে পড়েছে।

সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও নাগরিকসমাজের নেতাদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করায় উদ্বেগ জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, এমন ঘটনা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করে। সেই সঙ্গে মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করে। এইচআরসির মতে, সরকারি হিসাব অনুযায়ী মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করার সঙ্গে সম্পৃক্ত ৫ হাজার ৬০০টির বেশি মামলা এখনও চলমান রয়েছে। আলোচিত-সমালোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা এসব মামলায় প্রখ্যাত অনেক সাংবাদিক-সম্পাদককে আসামি করা হয়েছে। নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইন নিয়েও উদ্বেগ রয়ে গেছে। এ অবস্থায় জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনাকে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। তাদের মতে, মানবাধিকার নিয়ে প্রতিশ্রুতি শুধু কাগজে সীমাবদ্ধ না রেখে তা বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এটা বাংলাদেশের জন্য বড় উপলক্ষ। মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা বন্ধে বাংলাদেশের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার এটাই ভালো সুযোগ। একই সঙ্গে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য নিরাপদ উন্মুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে বাংলাদেশকে চাপ দিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে বুধবার প্রস্তাবিত ১১০ দেশের ৩০১ সুপারিশকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এইচআরসি। সূত্র : জাতিসংঘের ওয়েবসাইট

বাংলাদেশের ৭২ শতাংশ তরুণ-তরুণী ভোট দিতে আগ্রহী

৮ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ তরুণ দেশ ছাড়তে চান; যাঁদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ আবার দেশে ফিরতে চান, যদি দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, চাকরি, শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নতি হয়। যাঁরা দেশ ছাড়তে চান, তাঁদের মধ্যে ৭৬ শতাংশ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কারণে, ৫১ শতাংশ দক্ষতার মানানসই পর্যাপ্ত চাকরির অভাবে এবং ৪২ শতাংশ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সীমিত সুযোগের জন্য।

জরিপে অংশ নেওয়া ৬২ শতাংশ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে, ৪৫ শতাংশ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে এবং ৪০ শতাংশ চাকরির অনিশ্চয়তাকে নিজেদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ৭৩ দশমিক ৪ শতাংশ তরুণ মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের শিকার হচ্ছেন তরুণেরা। দেশের নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জরিপে অংশ নেওয়া ৫৭ শতাংশ তরুণই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিওয়াইএলসির নির্বাহী সভাপতি ইজাজ আহমেদ, সিপিজের পরিচালক (গবেষণা) ড. এম সানজীব হোসেন, বিওয়াইএলসির নির্বাহী পরিচালক তাহসিনাহ আহমেদ, গবেষণা সহযোগী তাসনিয়া খন্দকার প্রমুখ। সুত্র আজকের পত্রিকা

দেশগুলার জন্য একটি ভাল উদাহরণ।
জয়শঙ্কর বলেন, গত ১০ বছরে যে দেশগুলোর

ভারত-বাংলাদেশ 'মডেল সম্পর্ক' হিসেবে দাঁড়িয়েছে

মধ্যে রেল যোগাযোগ ও একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল এবং এখন ভারত উত্তর-পূর্বের জন্য বাংলাদেশের বন্দরগুলো ব্যবহার করছে আর বন্দর দিয়ে আরও বেশি যানবাহন আসায় তারা উপকৃত হচ্ছে।

একতরফা জাতীয় নির্বাচনী তফসিল প্রত্যাখ্যান, নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিএনপির প্রতিবাদ সমাবেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অনির্বাচিত সরকারের অবৈধ কমিশন কর্তৃক একতরফা জাতীয় নির্বাচনী তফসিল প্রত্যাখ্যান করে গত ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে বিএনপি নিউইয়র্ক স্টেট, বিএনপি নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর এবং দক্ষিনের উদ্যোগে বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বিএনপি নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিনের আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজার সভাপতিত্বে এবং মহানগর দক্ষিনের সদস্য সচীব বদিউল আলম, মহানগর উত্তরের যুগ্ম সচিব আনোয়ার জাহিদ ও নিউইয়র্ক স্টেটের যুগ্ম সচিব রিয়াজ মাহমুদের সন্চালনায় বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ

আন্তর্জাতিক সম্পাদক বেবী নাজনীন, নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সাবেক সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান মিল্টন ভুইয়া,সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কামাল পাশা বাবুল,সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন,সাবেক কোষাধক্ষ্য জসিম উদ্দীন ভুইয়া, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি আহবায়ক ওয়ালিউল্লাহ আতিকুল্লাহ, বিএনপি নিউইয়র্ক মহানগর উত্তরের আহবায়ক আহবাব হোসেন খোকন, যুবদল কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদ সহ আরোও অনেকে। বিক্ষোভ শেষে জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে একটি প্রতিবাদ লিপি হস্তান্তর করা হয় । - প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টার ইউএসএ'র বার্ষিক সাধারণ সভায় সেন্টারের ছয় তলা ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টার ইউএসএ'র বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ব্রঙ্কসের ২৫৩১ ডেভিডসন এভিনিউর মসজিদে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মুসলিম সেন্টারের সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহমান খান এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো: সোলায়মান আলী।

সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টারের ছয় তলা নতুন ভবন নির্মাণ, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য বাড়ানো, ইয়ুথ কার্যক্রম বৃদ্ধি, যুব মহিলা ও মহিলা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ওয়েব সাইট তৈরি, যুব মহিলা ও মহিলা ফান্ড সংগ্রহ কমিটি গঠন, অনলাইন কার্যক্রম সম্প্রসারণে যুবকদের নিয়ে পৃথক কমিটি ও ফান্ড সংগ্রহ কমিটি গঠন, প্রতিষ্ঠানের নামে কবর স্থান রেজিঃ এবং সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য বৃদ্ধি করা।

সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উপ কমিটি গঠন করার জন্য কার্যকরী কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব হাফেজ রুহুল আমিন, বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য প্রফেসর আফাজ উদ্দিন আহমেদ, মাস্টার আব্দুল খালেক, ফোর্ডহাম ইউনিভার্সির প্রফেসর ড. জাকিরুল আলম ভূইয়া, মুসলিম সেন্টারের সহ সভাপতি আব্দুর রহিম বাদশা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মো: হাসান করিম, সহ কোষাধ্যক্ষ তাহাজুল ইসলাম, আজীবন সদস্য শাহাদাত হোসেন, সদস্য মো: আলমগীর হোসেন, আব্দুর রব, আবুল বারাকাত, আলতাফ হোসেন, শুকুর আলী, মুরসালিন বিন হাফিজ, বজলুর রহমান আকন্দ প্রমুখ।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শেষে ফিলিস্তিনিদের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ও নির্বাচন ১৯ নভেম্বর, বিদায়ী কার্যকরী পরিষদের শেষ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা আগামী ১৯ নভেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভা শেষে ক্লাবের ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী পরিষদেরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ক্লাবের ২০২২-২০২৩ সালের কার্যকরী পরিষদের শেষ সভায় সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। সোমবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের এক রেষ্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। সভায় কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তারাদের মধ্যে সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক মমিন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম সোলায়মান, দপ্তর সম্পাদক মাহাথির ফারুকী, কার্যকরী সদস্য ডা. ওয়াজেদ এ খান, ফরিদ আলম, সালাহউদ্দিন আহমেদ ও রওশন হক।

সভায় সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম সম্পাদকের রিপোর্ট এবং কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ ২০২২-২০২৩ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট তুলে ধরলে তা পাস করা হয়। এছাড়াও সভায় ১৯ নভেম্বর, রোববার অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সভার বিষয়েও আলোচনা হয়।

ক্লাব সূত্রে জানা যায়, আগামী ১৯ নভেম্বর রোববার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সাধারণ সভার কার্যক্রম চলবে। পরবর্তীতে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলবে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য নবায়নের সর্বশেষ তারিখ ছিলো গত ৪ নভেম্বর শনিবার মধ্যরাত ১২টা। এই সময়ের মধ্যে ৭৬জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেন বলে জানা গেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এই ৭৬জন সদস্য অংশ নিতে পারবেন।

এদিকে প্রেসক্লাবের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা আনোয়ার হোসাইন মঞ্জুকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক সহ সভাপতি হাবিব রহমান ও সদস্য এবিএম সালেহ উদ্দীনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

২৭ বছর পর কানাডার টরন্টো শহরে প্রকাশ্যে দেখা গেল বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরীকে

৫ পৃষ্ঠার পর

এসেছে। নূর চৌধুরী কোথায় আছে এ নিয়ে জানা থাকলেও তথ্য আকারে সামনে আসেনি। তার অবস্থান নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা তৈরির প্রচেষ্টা ছিল। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর সেই ধোঁয়াশা আর রইল না।

সিবিসির প্রতিবেদন মতে, নূর চৌধুরীর অবস্থান শনাক্ত করতে তাকে দীর্ঘদিন অনুসরণ করে সিবিসি টিম। একসময় কানাডার টরন্টো থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে ইটোবিকো এলাকায় তার বসবাসের অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায়। সেখানে একটি কনডোমিনিয়ামের তিনতলায় থাকেন বঙ্গবন্ধুর এই খুনি। ৭০ বছর বয়সি নূর চৌধুরী প্রতিদিন বিকালে বারান্দায় আসেন। কানাডায় মুক্তভাবে জীবনযাপন করলেও প্রথমবারের মতো ক্যামেরায় দেখা যায় তাকে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, গাড়ির ড্রাইভিং সিটে নূর চৌধুরী। পাশে আরেকজন। নূরকে দেখে ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন সিবিসির প্রতিবেদক। তাকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন নূর চৌধুরী ১/২ সেকেন্ড সময় চায় প্রস্তুত হতে। পরক্ষণেই গাড়ি টান দিয়ে চলে যায় সে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করে নূর চৌধুরী। সাজার বদলে ৭৫-পরবর্তী সরকার ব্যবস্থাগুলো থেকে পুরস্কৃত হয় এই খুনি। কূটনীতিক হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করে সে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর প্রথম আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে ১৯৯৬ সালে, তখন পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায় নূর চৌধুরী। পরে দর্শনার্থী হিসেবে সে কানাডায় প্রবেশ করে। ১৯৯৯ সালে শরণার্থী হিসেবে থেকে যাওয়ার আবেদন করলেও কানাডা সরকার তা নাকচ করে দেয়। আপিল করেও হেরে যায় নূর চৌধুরী।

২০০৯ সালে কানাডা থেকে নূর চৌধুরীকে বের করে দিতে নির্দেশ দেন কানাডার সর্বোচ্চ আদালত। বাংলাদেশে পাঠালে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে পারে শঙ্কার বিষয় জানিয়ে ২০১০ সালের দিকে দেশটির সরকারের কাছে 'প্রি রিমুভাল রিস্ক এসেসমেন্ট'র আবেদন করে নূর চৌধুরী। যেহেতু কানাডা মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে না, সেহেতু এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রায় ১৪ বছর ধরে সেখানে মুক্ত জীবনযাপন করছেন তিনি।

যা আছে প্রতিবেদনে : দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় নূর চৌধুরীর মুক্ত জীবনযাপন এবং খুনের দায়ে সাজা বাস্তবায়নে তাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও কানাডার বাংলাদেশ দূতাবাস তৎপর রয়েছে। সাক্ষাৎকারে নিজ বাবার খুনির বিচার চেয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিভিন্ন মত দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মামলার আইনজীবী ও বর্তমান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল কাহার আকন্দ বরাত। এ ঘটনার সুরাহা চেয়েছেন কানাডার বিরোধীদলীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী স্টকওয়েল ডে। নূরকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে সোচ্চার অবস্থান তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'কানাডা খুনিদের মানবাধিকার দেখছে, কিন্তু আমার বা আমাদের স্বজনদের মানবাধিকার দেখছে না।' কানাডার বিরোধীদলীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী স্টকওয়েল ডে বলেন, 'এটা ৫০ বছর আগের ঘটনা হলেও সুরাহা হওয়া উচিত।' প্রতিবেদনটিতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মামলার আইনজীবী ও বর্তমান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল কাহার আকন্দের বরাতে ও বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণের মাধ্যমে দেখানো হয় কীভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল নূর চৌধুরী।

কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান বলেন, 'এই একটি ইস্যু ছাড়া কানাডার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। কেবল বাংলাদেশি হাইকমিশনার হিসেবে নয়, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি চাই তাকে (নূর চৌধুরী) বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক।'

সিবিসির এই প্রতিবেদন তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চ্যানেলটির অনুসন্ধানী সাংবাদিক বাংলাদেশি নাগরিক আবদুল্লাহ আল ইমরান। প্রতিবেদন তৈরি প্রসঙ্গে নিজের ফেসবুক পোস্টে ইমরান লিখেছেন, 'গত ৭ মাস আমরা ছুটে বেরিয়েছি অটোয়া থেকে টরন্টো, টরন্টো থেকে ঢাকা। পড়েছি শত শত কোর্ট ডকুমেন্টস। জোগাড় করেছি দুই দেশের গোপন নথি। জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছি, নূরকে বাংলাদেশের আইনের মুখোমুখি করতে না পারার দায় কি শুধু কানাডা সরকারের পলিসির, নাকি আরও অন্য কিছু আছে?' উল্লেখ্য, ২০২২ সালের নভেম্বরে সচিবালয়ে আসেন কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলস। সাক্ষাতের পর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাংবাদিকদের বলেন, "বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি নূর চৌধুরীকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কানাডার আইনে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে ফেরত দেওয়া সম্ভব নয় বলে আমাকে হাইকমিশনার জানিয়েছেন। আমি তাদের অনুরোধ করেছি, বিকল্প পন্থা বের করা যায় কি না। তাকে বলেছি, একজন খুনিকে আশ্রয় দেওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন। তিনি এও বলেন, 'আমি তারপরও তাকে অনুরোধ করেছি যে, আমাদের আইন এবং যেসব রুলস আছে, আমরা যদি সেগুলো এক্সামিন করি তাহলে কানাডা যাতে ফিরিয়ে দিতে পারে এমন কোনো পন্থা খুঁজে পাব আমরা।' এটাও বলেছি, 'তাকে ওখানে রাখাটা মানবাধিকার লঙ্ঘন।"

কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার বলেছেন, এই একটি ইস্যু বাদে কানাডার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। কেবল বাংলাদেশি হাই কমিশনার হিসেবে নয়, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি চাই তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক।

রাষ্ট্রদূতরা নির্বাচনের আগে বেশি কথা বলেন, তাদের উসকানিতে জ্বালাও-পোড়াও - ঢাকায় সজীব ওয়াজেদ জয়

৫ পৃষ্ঠার পর

এই অনুষ্ঠানের আয়োজক। মানবিক কাজের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে দেশসেরা ১২টি যুব সংগঠনকে 'জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' দেওয়া হয়েছে।

দেশের ৭৫০টিরও বেশি সংগঠনের মধ্য থেকে দক্ষতা ও কর্মসংস্থান, শিল্প ও সংস্কৃতি, সম্প্রদায়ের সুস্থতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, জলবায়ু ও পরিবেশ উদ্ভাবন এবং যোগাযোগ- এই ছয় ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, আমাদের গত ১৫ বছর ধরে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের তরুণদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। দেশের দুর্নীতি আপনারাই সমাধান করতে পারেন।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা জয় আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, এখন একটা সমস্যা হচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাস, জ্বালাও-পোড়াও। এই সমস্যাও কিন্তু দূর করা যায়। গত তিন নির্বাচন ধরেই নির্বাচনের আগে এই নির্যাতন শুরু করে। এটার মোকাবিলা কিন্তু খুবই সহজ। যারা জ্বালাও-পোড়াও করছে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ভোট দেবেন। নৌকায় ভোট দেবেন।

জয় বলেন, গণহত্যা চালিয়েছে স্বৈরাচার জিয়াউর রহমান এবং তার দল। সন্ত্রাসী দল জামায়াতকে ফিরিয়ে এনেছে। সেই দল দেশের জন্য কিছু করে নাই। দেশের একমাত্র আপনারা করছেন আর আওয়ামী লীগ করে যাচ্ছে। এটা এখন আর কাউকে বোঝাতে হয় না। ১৫ বছরে বাংলাদেশের মানুষ দেখেছে। আগামী ১০-১৫ বছরে বিএনপি-জামায়াত আর টিকে থাকবে না। জঙ্গিবাদী-মৌলবাদী শক্তির চিহ্ন বাংলাদেশ থেকে মুছে যাবে।

ইয়াং বাংলার সপ্তমবারের এই আয়োজনে সকালে যোগ দেন সিআরআইর চেয়ারম্যান সজীব ওয়াজেদ জয় ও সিআরআইর ট্রাস্টি রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকী।

পরিবারসহ নিউ ইয়র্কে স্থায়ীভাবে থাকার পরিকল্পনা, ৩ আসনে আ.লীগের মনোনয়নপত্র কিনলেন সাকিব

৫২ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন সাকিব। তবে নিউ ইয়র্কে সাকিবের পরিবারের অন্য সদস্যরা থাকলেও সাকিব বাংলাদেশ ক্রিকেটের সাথে সংযুক্ত থাকবেন।

এর আগে ২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচনে লড়াই করে নড়াইল-২ (লোহাগড়া-সদরের একাংশ) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন মাশরাফি বিন মর্তুজা। ওই বছরই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা ছিল সাকিবের। যদিও তখন সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন এই অলরাউন্ডার। ৫ বছর পর সত্যিই নির্বাচনের মনোনয়ন কিনলেন সাকিব। চলমান ভারত বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সাকিব। যদিও বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স আশানুরূপ ছিল না। গ্রুপ পর্বের ৯ ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জিতেছে বাংলাদেশ। এবারের আসরে ইনজুরির কারণে দুটি ম্যাচে খেলতে পারেননি সাকিব। ৭ ম্যাচে ২৬.৫৭ গড়ে রান করেছেন ১৮৬ রান। পুরো আসরে একটিতে মাত্র হাফ সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬৫ বলে ৮২ রানের ইনিংস একটি ইনিংস খেলেছিলেন তিনি।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সাধারণ সভা

তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩, রোববার ◆ সময় : সন্ধ্যা ৬টা
স্থান : কুইন্স প্যালেস, 37-11 57th St, Woodside, NY 11377

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানিত আজীবন সদস্য ও নবায়নকৃত সাধারণ সদস্যবৃন্দ আসছে আগামী ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩, রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় আপনার উপস্থিতি বিশেষভাবে কামনা করছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- বার্ষিক এই সাধারণ সভা শুধুমাত্র ডিসেম্বরের ১৫, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যে সকল প্রবাসী সোসাইটির আজীবন সদস্য অথবা সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করবে কেবলমাত্র তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

অনুরোধক্রমে

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৫৪৪-২১৪২

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, ফারুক চৌধুরী *(সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৬৪৬-৩২১-৪১১৭, মোঃ নওশেদ হোসেন *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৬৪৬-৩৩৮-২২৪৫, আবুল কালাম ভূইয়া *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, ডা: শাহনাজ লিপি *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৩৪৭-৪৫৯-৮৯৯৮, রিজু মোহাম্মদ *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, মোহাম্মদ টিপু খান *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৬৪৬-৬২৩-৮৬২২, ফয়সল আহমদ *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৭১৮-৩১২-৯৭২১, প্রদীপ ভট্টাচার্য *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৩৪৭-৪৭৬-৫২৯৪, *কার্যকরী সদস্য:* ফারহানা চৌধুরী ৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫, মো: আখতার বাবুল ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আবুল বাশার ভুঁইয়া ৩৪৭-২৭৯-২৬৪০, সুশান্ত দত্ত ৭১৮-৭১০-৫৬১৭, মোঃ সাদী মিন্টু ৭১৮-৮২০-৩৬১৯ ও শাহ মিজানুর রহমান ৯১৭-৫৩৫-৪৪৯৫

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, *প্রচার সম্পাদক*

নিউইয়র্কের স্ট্যাটান আইল্যান্ডের ‘ক্ষমতাধর ১০০’ জনের তালিকায় অ্যাসাল’র সেক্রেটারি করিম চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (অ্যাসাল) এর জাতীয় কমিটির সেক্রেটারি মো. করিম চৌধুরীকে নিউইয়র্কের স্ট্যাটান আইল্যান্ডের তালিকায় ক্ষমতাধর ১০০ জনের একজন হিসেবে গণ্য হচ্ছে। মর্যাদাকর রাজনৈতিক জার্নাল ‘সিটি অ্যান্ড স্টেড অব নিউইয়র্ক’ প্রণীত ২০২৩ সালের তালিকায় উঠে এসেছে তার নাম। নিউইয়র্কের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের একজন হিসাবে নির্বাচিত করিম চৌধুরী এর আগে ২০২১ এবং ২০২২ সালেও এই তালিকায় এসেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশীয় তথা অন্যান্য সংখ্যালঘু গ্রুপের পক্ষে সোচ্চার হয়ে কাজ করছেন করিম চৌধুরী। ১৯৯৭ সাল থেকে করিম চৌধুরী নিউইয়র্কের শিক্ষা দফতরে সরকারি কর্মচারি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ২০০১ সাল থেকে নিউইয়র্কের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি শ্রমিক নেতা হিসেবি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। নিউইয়র্ক স্টেট পাবলিক এমপ্লয়ি ফেডারেশন-এনওয়াইএসপিইএফ এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য ছিলেন। নিউইয়র্ক স্টেটের ৫৫,০০০ কর্মীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই বাংলাদেশি আমেরিকান।

স্ট্যাটান আইল্যান্ড ডেমোক্রেটির পার্টির লেবার চিফ তিনি। ২০১৯ সালে জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে ডেলিগেট হওয়ার সুযোগ পান করিম চৌধুরী। নিউইয়র্কের বাইরেও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে তার সুপরিচিতি রয়েছে। ইউএস কংগ্রেসনাল অ্যাওয়ার্ডসহ বেশ কিছু জাতীয় ও স্টেট পর্যায়ের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, পেয়েছেন অনেক প্রক্লেমেশন ও সাইটেশন। ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র আসেন করিম চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর করিম চৌধুরী স্ট্যাটান আইল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন। ২০০১ সালেই করিম চৌধুরী নিউইয়র্ক সিটি সিভিল সার্ভিস সিস্টেমে যোগ দেন এবং এনওয়াইসি লোকাল ৩৭১ এর সক্রিয় সদস্য হন। একজন সক্রিয় ইউনিয়ন মেম্বার হিসেবে নিজের ইউনিটে সদস্যদের সংগঠিত করা শুরু করেন। ২০০৭ সালে নিউইয়র্ক স্টেট সিভিল সার্ভিস সিস্টেমে যোগ দেন তিনি। এবং দ্রুতই নিউইয়র্ক স্টেট পাবলিক এমপ্লয়ি ফেডারেশন (পিইএফ) এর সক্রিয় সদস্য হন। ২০১৯-২১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পিইএফ ডিভিশন ৩৪৯ এর কাউন্সিল লিডার। পরে জয়েন্ট অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন অ্যাডভাইজরি কমিটির কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পান। স্টেট এজেন্সিগুলোয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক স্টেট, ডিএইচআর ও ইইওসিতে দায়ের করা মামলা ও অসন্তোষ পর্যালোচনা করাই ছিলো তার দায়িত্ব। নিউইয়র্ক সিটি সেন্ট্রাল লেবার কাউন্সিলে পিইএফ’র প্রতিনিধিত্ব করেন করিম চৌধুরী। ২০১৫ সালে করিম চৌধুরী এএসএএএল এর যোগ দেন। সে বছর দক্ষিণ এশিয়ান আমেরিকান শ্রমিক সংঘের স্ট্যাটান আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন তিনি। এখানে অ্যাসালের ব্যানারে দক্ষিণ এশীয়দের সংগঠিত করতে থাকেন এবং তাদের মধ্যে একটা শক্ত মোর্চা গঠন করেন। ক্রমেই স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে অ্যাসাল। নিউইয়র্কের এই বোরোতে জনমত গঠন, ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও আদমশুমারিগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে সংগঠনটি। করিম চৌধুরীর তুলনাহীন নেতৃত্ব প্যানডেমিকের সময়টিতে তাকে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটিতে আরও সুপরিচিত করে তোলে। নিউইয়র্ক সহ অন্যান্য স্টেটেও দক্ষিণ এশীয় নেতাদের কাছে পরিচিতি পান তিনি। এর আগে ২০১৬ সালেই অ্যাসাল এর ন্যাশনাল সেক্রাটারি পদে দায়িত্ব পান।নিউইয়রর্কের পাঁচটি ও নিউজার্সির একটি চ্যাপ্টারের নেতৃত্ব তার হাতে আসে। তার নেতৃত্বে অ্যাসালা নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, পেনসিলভানিয়া, মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন ডি.সি, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা ও মিশিগানে ২০টি চ্যাপ্টার গড়ে ওঠে। নিয়মিত এসব স্টেটে সফর করে সেসব কমিউনিটিতে কণ্ঠস্বর জাগ্রত করে তুলতে কাজ করেন তিনি।

তাজমহল সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য

৫২ পৃষ্ঠার পর

তার প্রিয় বেগম মমতাজের জন্য তিনি তৈরি করেছিলেন। সন্তান প্রসবের সময় মারা যান মুমতাজ। কয়েক শতাব্দী পরে, এটি এখনও ভারতের সবচেয়ে পরিচিত স্থাপত্যের বিস্ময় হিসাবে রয়ে গেছে। কিন্তু তাজমহল সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য রয়েছে যা খুব কম লোকই জানেন।

১. এটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিসম নয়

তাজমহল খুবই সুন্দর একটি প্রতিসম স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। তাজমহল মিনার দ্বারা ঘেরা। এর লাল বেলেপাথরে দুটি অভিন্ন কাঠামো - একটি মসজিদ এবং একটি অতিথিশালা - সমাধি থেকে সমান দূরে অবস্থিত। খিলান থেকে শুরু করে সম্মুখভাগ এবং মার্বেলের উপরে ক্যালিগ্রাফি- সবকিছুই প্রতিসম।

তবে তাজমহলে এমন একটি জায়গা আছে যা বেমানান, আর তা হল শাহজাহানের সমাধি। স্থানীয় কিংবদন্তি আছে যে সম্রাট নিজের জন্য একটি কালো তাজমহল তৈরি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার সময় ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই তার সমাধিস্থলটি তাজমহলের সৌন্দর্যের সামনে একেবারেই বিপরীত ।

২. তাজের সৌন্দর্যচর্চা

আগ্রা একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্পট হয়ে উঠলে, শহর ও আশেপাশের এলাকায় শিল্পায়ন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। যার জেরে তাজমহলের সম্মুখভাগের মার্বেল পাথরগুলি হলুদ হতে শুরু করে । অবশেষে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে তাজ ট্র্যাপিজিয়াম জোনের অন্তর্গত শিল্পগুলি - যা ১০,৪০০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত - অবশ্যই প্রাকৃতিক গ্যাসের আওতায় আনতে হবে বা ওই জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একজন ভারতীয় নারীর মতোই তাজের সৌন্দর্যচর্চা করা হয়। ফুলারস আর্থ বা মুলতানি মাটি হলো এক ধরনের ক্লিনজিং মাড প্যাক। সেটি তাজের উপর ভালো করে লেপে দেয়া হয়। তারপর ২৪ ঘণ্টা পরে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়, এই প্রক্রিয়া তাজের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছিলো ।

৩. কোন কারিগরের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়নি

একটি জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী বলে যে শাহজাহান তাজমহলের প্রধান কারিগরদের পঙ্গু ও অন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে সমাধির সৌন্দর্যের প্রতিলিপি করা না হয়। কিন্তু ইতিহাসবিদরা এই তত্ত্বের পক্ষে খুব কম সমর্থন পেয়েছেন। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, অনেক কর্মী শারীরিক বিকৃতিতে ভুগছিলেন, সম্ভবত বছরের পর বছর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির জেরে। অনেক কারিগর যারা তাজের অভ্যন্তরীণ কাজ করছিলেন তারাও দৃষ্টিশক্তির সমস্যায় ভুগছিলেন বলে জানা গেছে।

৪. তিনবার বিক্রি হয়েছে

এটি একটি জাতিসংঘের শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো দ্বারা স্বীকৃত হেরিটেজ সাইট এবং একটি জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ।কিন্তু কিছু লোককে বোকা বানানো হয়েছিল যে এটি বিক্রি করা হবে। কুখ্যাত কনম্যান এম. কে. শ্রীবাস্তব (নটওয়ারলাল নামেও পরিচিত) তিনজন বিশ্বস্ত পর্যটককে মাত্র ১,০০,০০০ টাকায় তাজমহল কিনতে বাধ্য করেছিলেন। যেহেতু তিনি একজন আইনজীবী ছিলেন, তাই তার কাছে ভুয়া সরকারি অফিসিয়াল আইডি সহ নকল দলিল ছিল। নটওয়ারলালের বিরুদ্ধে ১০০ টিরও বেশি মামলা ছিল এবং বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার হয়ে তাকে কারাবরণ করতে হয়। যদিও তিনি একাধিকবার পালিয়ে যান। ১৯৯৬ সালে ৮৬ বছর বয়সে কারাগার থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে পালিয়ে যান কনম্যান এম. কে. শ্রীবাস্তব। এরপর থেকে তাকে আর দেখা যায়নি। সূত্র : গালফ নিউজ

নিউইয়র্কে মঞ্চে গাজায় যুদ্ধবিরতি চাইলেন কবি-লেখকেরা

৫২ পৃষ্ঠার পর

মেটাতে একটি মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছি।’

বিবৃতিতে লেখকুকবিরা বলেন, ‘আমরা ইহুদিবিদ্বেষ, ফিলিস্তিনবিরোধী মনোভাব ও ইসলামোফোবিয়ার সমানভাবে বিরোধিতা করি। সব পক্ষের মানবিক মর্যাদাকে মেনে নিয়ে আমাদের মত হলোড়এ অঞ্চলে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরও রক্তপাত কোনো সমাধান বয়ে আনবে না।’

গাজায় যুদ্ধবিরতি চেয়ে লেখকুকবিরা যুদ্ধের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ জানাবেন, এ খবর আগে থেকেই চাউর হয়ে যায়। এ জন্য আগের দিন বুধবার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক অনলাইনে বইয়ের গ্রাহক হওয়ার (সাবস্ক্রাইব) করার প্ল্যাটফর্ম ‘বুক অব দ্য মান্থ’। নিউইয়র্ক টাইমসকে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তারা অনুষ্ঠানে সহায়তা করে যাবে; তবে অংশ নেবে না।

আরেক পৃষ্ঠপোষক ‘জিব্বি মিডিয়া’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জিব্বি ওয়েনস অনলাইনে প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়েছিলাম, পুরস্কারপ্রাপ্ত ও মনোনীত লেখকুকবিরা অনুষ্ঠানমঞ্চকে ফিলিস্তিন নিয়ে প্রতিবাদের জায়গা বানানোর পরিকল্পনা করছেন। তাঁরা “ফ্রি প্যালেস্টাইন” শব্দ দিয়ে শুধু একটি জায়গা নয়, পুরো একটি ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।’

জমকালো এ আয়োজনে জনপ্রিয় মার্কিন টিভি উপস্থাপক অপরাহ উনফ্রে, ইতিহাসবিদ নেড ব্ল্যাকহক, জাস্টিন তোরেস, ড্যান সান্তাত, কবি ক্রেইগ সান্তোস পেরেজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডের ৭৪তম আসর বসেছিল এবার। যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্য জগতে একে অন্যতম সন্মানজনক পুরস্কার বিবেচনা করা হয়। এর আগেও বুক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ জানানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন লেখকুকবিুসাহিত্যিকেরা।

নিউইয়র্কে বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র’র জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কে গত ১৪ নভেম্বর বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্র’র উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি নাঈম টুটুলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আহম্মেদ সালেহ রুমেল ও মোজাম্মেল হোসেন সোহাগের পরিচালনায় ব্রুকলীনের কোম্পানীগঞ্জ সোসাইটি ভবন অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বেবী নাজনীন। প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূইয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সদস্য সচিব জাহাঙ্গির শহীদ সোহরাওয়ার্দি, নোয়াখালী কোম্পানীগঞ্জের সাবেক চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ আল হারুন সিআইপি, বিএনপি নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের উপদেষ্টা আহসান উল্লাহ বাচ্চু।

বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী যুব ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক সহযোগিতায় এ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাগপা যুক্তরাষ্ট্র’র সভাপতি রহমত উল্লাহ, বিএনপি নেতা শামীম আহম্মেদ, সালাউদ্দিন রুবেল, রাহিমুল ইসলাম প্রিন্স, বাদল মির্জা, কবির হোসেন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সরকার যতই চেষ্টা করুকনা কেন দেশের মাটি থেকে কখনো জিয়াউর রহমানের নাম মুছে ফেলতে পারবে না। তারা বলেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্র ঘোষিত সব কর্মসূচি এ যুক্তরাষ্ট্রেও অব্যাহত থাকবে। দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থেই এ ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা করা হবে। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ছাড়া বাংলাদেশের কোন জাতীয় নির্বাচন হতে দেয় হবে না।-সুত্র ইউএসএনিউজ

ইহুদিবিদ্বেষী ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে সমর্থনের অভিযোগে মাস্কের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষোভ, এক্সে বিজ্ঞাপন বন্ধ রেখেছে বিভিন্ন কোম্পানি

৫২ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া বন্ধ রেখেছে। গত বুধবার (১৫ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক ব্যবহারকারীর দেওয়া পোস্টে দাবি করা হয়, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইহুদি জনগণ এবং বামপন্থীরা শ্বেতাঙ্গদের সরিয়ে অশ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের জন্য জায়গা তৈরি করতে চাইছে। একে কেন্দ্র করে ‘শ্বেতাঙ্গ নিধন’-এর মতো ঘটনা করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

এ পোস্টটিকে ‘গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট’ ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হলেও ইলন মাস্ক বলেছেন, এখানে সত্যি কথাই বলা হয়েছে।

এর নিন্দা জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। তাদের অভিযোগ, এর মধ্য দিয়ে ইলন মাস্ক ইহুদিবিদ্বেষ ও বর্ণবিদ্বেষের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন। আর এটি আমেরিকান জনগণের মূল মূল্যবোধের পরিপন্থী।

এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার প্রসঙ্গ টেনে আনেন হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যান্ড্রু বেটস। তিনি বলেন, ‘হলোকাস্টের সময় থেকে সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী দিনটির (৭ অক্টোবর) এক মাস পর এমন জঘন্য মিথ্যার পুনরাবৃত্তি অগ্রহণযোগ্য।’

এদিকে ইলন মাস্কের পোস্টের পর ডিজনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। গতকাল ওয়ার্নার ব্রস ডিসকভারি ও কমকাস্ট, লায়ন্স গেট এন্টারটেইনমেন্ট ও প্যারামাউন্ট গ্লোবালও বলেছে তারাও এক্সে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ রেখেছে। অ্যাপলও বিজ্ঞাপন বন্ধ করছে বলে খবর প্রকাশ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার অ্যাডলফ হিটলার ও নাৎসি দলকে সমর্থন করে লেখা কনটেন্ট অর্থাৎ ইহুদিবিদ্বেষী কনটেন্টের পাশে নিজেদের বিজ্ঞাপন দেখে এক্সে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে আইবিএম।

ইলন মাস্ক এবং এক্সের প্রতিনিধিরা গতকালও তাঁর (মাস্ক) পোস্টটি নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।- রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবেন না, শি জিনপিংকে বাইডেন

৫২ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন বাইডেন। তিনি বলেন, ভুল বোঝাবুঝির কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই আমরা আবারও সরাসরি যোগাযোগ শুরু করতে যাচ্ছি। তাইওয়ান ইস্যুতেও চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি জানান, শিয়ের সঙ্গে আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান প্রণালীতে শান্তি ও স্থিতিশীলতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে।

বাইডেন বলেন, তাইওয়ানের সঙ্গে বর্তমানে যে সম্পর্ক রয়েছে তা পরিবর্তনের ইচ্ছা নেই যুক্তরাষ্ট্রের।

এছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও গাজা সংঘাত নিয়েও চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাইডেন। তিনি বলেন, যেসব অঞ্চলে চীনের কর্মকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনের শেষ দিকে চীনের আবারও স্বৈরশাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেন বাইডেন। এ নিয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, দেখুন, তিনি এমন একটি দেশ পরিচালনা করেন যা একটি কমিউনিস্ট দেশ। ওই দেশের সরকারের গঠন আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই অর্থে তিনি একজন স্বৈরশাসক। খবর বিবিসির।

সারা কেয়ার ইউ এস এ এর ব্রঙ্কস শাখার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

জলি আহমেদ : গত বরিবার ,১২ ই নভেম্বর নিউইয়র্কের সারা হোমকেয়ার এর ব্রঙ্কস শাখা উদ্ধোদন করা হয়েছে ।নতুন এই শাখায় রয়েছে সিডি প্যাপ ও হোমকেয়ার সহ আরো নানা সার্ভিস । অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনায় ছিলেন কে আর সেরা ইঙ্ক এর ইন্জিনিয়ার আব্দুল খালেক (চেয়ামযান) ও এডভোকেট রিদয়ানা সেতু (ডিরেক্টর) । পুরো আয়োজনটি তাদের সাবলীল সঞ্চালনা ও আন্তরিকতায় উপভোগ্য হয়ে উঠে ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলায়াত করেন মিরউল্লাহ । সারা হোমকেয়ার এর প্রেসিডেন্ট ডা. শাহজাদী পারভীন সারা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জি সি পাটেল সরব উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আরো প্রানবন্ত করে তোলে ।তারা দুজনেই নতুন শাখার খোলায় বেশ আশাবাদী ।সহযোগী ও সহকর্মীদের উদ্দেশ্য করে ওনারা উৎসাহমূলক বক্তব্যও রাখেন ।ডা. শাহজাদী পারভীন বলেন ,”আমি একজন ফামাসিষ্ট ,কিন্তু বয়স্ক মানুষ গুলো যেন সঠিক বেনিফিট পায় সে লক্ষ থেকেই হোমকেয়ার করেছি।” মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে তিনি “মা “ফাউন্ডেশন নামে আরোও একটি ননপ্রফিট অরগানাইজেশন শুরু করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুল লতিফ সম্রাট, সাংবাদিক লেখক রিতা রহমান , যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আলহ্বাজ সোলায়মান ভাইয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধ আব্দুস সালাম,বীর মুক্তিযোদ্ধ লিয়াকত আলী, ,বীর মুক্তিযোদ্ধ নাসির উদ্দিন , লেখক আবাব চৌধুরী,ফয়েজ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা ইমরান শাহ রন,মো:আনোয়ারুল আলম ভাইয়া প্রমুখ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উওরীয় পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। সারা হোমকেয়ার এ বিশেষ অবদানের জন্য তাদের। সহকর্মীদের হাতে উপহার তুলে দেয়া হয় ।তাদের মধ্য উল্লেখযোগ্য হলেন-লিয়াকত আলী, সোলায়মান,আনোয়ার জাহিদ,লিটন,কোহিনুর ও শিউলী। অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর নাচ পরিবেশন করেন বাফার নৃত্যশিল্পিরা ।গান পরিবেশন করেন আলী মাহমুদ ও ন্যান্সি আখলাক। সবশেষে কেক কেটে নতুন শাখার শুভ সূচনা করা হয় ও সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয় ।গান শুনতে শুনতে শুভ্র সুন্দর সুরের মুর্ছনায় সকলে উল্লাস করেন ।

ফিলিস্তিন যুদ্ধ নিয়ে বাইডেনের নতুন সুর কি মুসলিম ভোটারদের ফেরাতে পারবে

৫ পৃষ্ঠার পর

ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি সেখানে সাহায্য পাঠানোর সুযোগ চাইছে। ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে হামলার মধ্যে 'মানবিক বিরতি'র। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের ওপর জোর দিচ্ছে। বাইডেন এখন বলছেন, ইসরায়েলের গাজা দখল হবে বড় ভুল।

কিন্তু ফিলিস্তিনি অধিকারকর্মীদের ভাষ্য, বাইডেন প্রশাসনের এ আহ্বান তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। আমেরিকান আরব অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন কমিটির (এডিসি) নির্বাহী পরিচালক আবেদ আইয়ুব বলেন, 'তারা ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে যে ভূমিকা রেখেছে, সেটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এ জন্যই আমরা তাদের ইসলামবিদ্বেষ ঠেকানোর নামে নতুন কৌশলের ফাঁদে পা দিচ্ছি না।'

আবেদ আরও বলেন, 'আমরা সেসব কাটিয়ে এসেছি। ফলাফল কী, তা দেখতে চাই। এই প্রশাসন কিছু করেছে, তা আমাদের দেখাক এবং আমাদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়নি, সেই প্রমাণ দিক। তারা কী বৈঠক করেছে, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। সত্যিই নেই। এসব বৈঠক থেকে কিছুই বেরিয়ে আসবে না।'

গোপন বৈঠক

আরব আমেরিকান ইনস্টিটিউট গত মাসে আরব আমেরিকান কমিউনিটিতে একটি জরিপ চালায়। এতে দেখা যায়, বাইডেনের সমর্থনে ব্যাপক ধস নেমেছে। তাঁদের মাত্র ১৭ শতাংশ মানুষ চান, বাইডেনের আবার ক্ষমতায় ফিরে আসুক। অথচ ২০২০ সালে এই হার ছিল ৫৯ শতাংশ।

একইভাবে এনবিসি নিউজের এক জরিপে দেখা যায়, দোদুল্যমান রাজ্য মিশিগানে মাত্র ১৬ শতাংশ আরব ও মুসলমান বাইডেনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তাও এই পরিমাণ মানুষ ভোট দেবেন যদি আজ নির্বাচন হয়।

বিশ্লেষকেরা বলেন, এই সমর্থনে ভাটা পড়ার অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ যুদ্ধে মানবিক পরিস্থিতির করুণ দশার কথা না বলে বাইডেন ইসরায়েলকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন।

এমনকি প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলকে রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতেই ক্ষান্ত হননি। গাজায় ইসরায়েল বোমা হামলা চালাচ্ছে, তখন তিনি তাদের আরও ১ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি সহায়তা দিতে কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছেন। অথচ ইসরায়েল আগে থেকেই প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৩৮০ কোটি ডলার সহায়তা পেয়ে আসছে।

আরব আমেরিকান ও প্রগতিশীলদের ক্ষুব্ধ হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, গাজায় মৃত মানুষের সংখ্যা নিয়ে বাইডেনের সন্দেহ প্রকাশ করা। সেখানে মৃত মানুষের সংখ্যা সাড়ে ১১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। অথচ তিনি বলেছেন, সেখানে যে হতাহতের সংখ্যা বলা হচ্ছে, তাতে তাঁর আস্থা নেই।

কিন্তু দেশের ভেতরে ইসলামবিদ্বেষের ক্রমবর্ধমান খবর আসতে থাকলে বাইডেন প্রশাসনের সুরে পরিবর্তন আনেন। গত ১৪ অক্টোবর শিকাগোয় ওয়াদিয়া আল-ফায়োমি নামের ৬ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি শিশুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। তার মা গুরুতর আহত হন। ধারণা করা হচ্ছে, ইসলামবিদ্বেষ থেকে এমনটা হয়েছে।

বাইডেন জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ওই হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গটি টানেন। তিনি বলেন, 'আমাদের অবশ্যই ইহুদিবিদ্বেষের নিন্দা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই দ্ব্যর্থহীনভাবে ইসলামবিদ্বেষের নিন্দা জানাতে হবে।'

এই হত্যাকাণ্ডের পরই ফিলিস্তিনি ও মুসলমানদের অধিকার নিয়ে কাজ করেনড়এমন ব্যক্তিদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে বাইডেন প্রশাসন।

গত ২৩ অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, তিনি আরব ও ফিলিস্তিনি আমেরিকান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এর কিছুদিন পর হোয়াইট হাউস পাঁচজন মুসলিম প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের নিয়ে এক বৈঠকের আয়োজন করে। তবে সেই বৈঠকের বিষয়টি প্রকাশ করেনি প্রশাসন।

আরব সেন্টার ওয়াশিংটন ডিসির একজন জ্যেষ্ঠ ফেলো ডানা এল কুর্দ আলুজাজিরাকে বলেন, এসব ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে লোকজন খুবই ক্ষুব্ধ। এটা অনেকটা আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়ার মতো।

মুসলিম আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপের রাজনৈতিক পরিচালক ও আইনপ্রণেতা ইয়াসমিন তায়েব বলেন, বাইডেনের প্রতি সমর্থন কমে যাওয়ায় মুসলিম ও আরব আমেরিকানদের প্রতি প্রশাসনের এই বার্তা। মূল উদ্দেশ্য তাঁদের সমর্থন টানা, এর বাইরে কিছু নয়। প্রশাসনের এ উদ্যোগকে তিনি সত্যি বলে মনে করছেন না। তারা যে ক্ষতি করেছে, সেটার প্রভাবকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

ইসলামবিদ্বেষবিরোধী কৌশল

আরব আমেরিকানদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টার আরেকটি দিক হলো, ইসলামবিদ্বেষের মোকাবিলায় হোয়াইট হাউসের জাতীয় কৌশল।

১ নভেম্বর হোয়াইট হাউস এক ঘোষণায় বলেছে, 'আমাদের জাতির আত্মাকে পুনরুদ্ধার করতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়তে চাইছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন। আমেরিকাতে কারও বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর কোনো জায়গা নেই।' তবে কবে পরিকল্পনা চূড়ান্ত হবে, সে বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি।

ইতিমধ্যে দেশটির মুসলিমদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে বড় সংগঠন কাউন্সিল অব ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর) হোয়াইট হাউসের এ উদ্যোগকে নাকচ করে দিয়েছে।

সিএআইআর এক বিবৃতিতে বলেছে, মুসলিমবিরোধী মতাদর্শ মোকাবিলা করতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে এখন যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে, তা হলো, আমেরিকান মুসলিম নেতারা যে দাবি জানিয়ে আসছেন, তা পূরণ করা। আর সেটি হচ্ছে, গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি।

গাজায় ইসরায়েলের বেসামরিক মানুষকে গণহত্যা, অমানবিক কর্মকাণ্ড, বর্ণবাদী আচরণ ও বারবার ইসরলামবিদ্বেষী বক্তব্যরে কারণে এই ইসলামবিদ্বেষ বাড়ছে। ইসরায়েলি গণহত্যাকে 'যুদ্ধের মূল্য' হিসেবে ন্যায্যতা দিতে এবং বিশ্বজুড়ে মুসলিম ও ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে বিশ্বব্যাপী ইসলামভীতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

গত মাসে বাইডেন বলেছিলেন, 'যুদ্ধ চালানোর মূল্য' হিসেবে গাজায় হাজার হাজার বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

তায়েব বলেন, মুসলিম আমেরিকান অধিকারকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে ইসলামবিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ চেয়ে আসছে। কিন্তু এমন সময়ে এ নিয়ে ঘোষণা দেওয়ায় প্রশ্নও উঠছে।

তায়েব বলেন, এখন গাজায় চলমান গণহত্যার মধ্যে তাদের (মার্কিন প্রশাসন) সম্পর্কে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তা প্রশমিত করতে চাইছে তারা। দেখাতে চাইছে, এখানকার মুসলমানদের তারা গুরুত্বের সঙ্গে দেখে। কিন্তু পুরো জিনিসটাই অর্থহীন।

ফিলিস্তিনি আমেরিকান অ্যাডভোকেট হান্না হানানিয়া বলেন, 'বাইডেন প্রশাসনের এই যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ "খুবই কম, একই সঙ্গে অনেক দেরিও হয়েও গেছে।" আমার মনে হয় না, এসব করে এখানকার মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর তেমন প্রভাব পড়বে। তারা খুবই ক্ষুব্ধ ও হতাশ।

সবই শেষ

বাইডেন প্রশাসন ফিলিস্তিনিদের বর্বর হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, অথচ তারা হলো ভুক্তভোগী। উদাহরণ টেনে তিনি হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জিন-পিয়েরের সাম্প্রতিক এক বিবৃতির প্রসঙ্গে টানেন। সংবাদ ব্রিফিংয়ের সময় ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ২০১৭ সালের ভার্জিনিয়ার নব্যনাৎসিদের বিক্ষোভের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন।

হানানিয়া বলেন, বাইডেনও মিথ্যা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, ইসরায়েলে শিশুদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছে, এমন ছবি তিনি দেখেছেন।

৪ নভেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে লাখো মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন, যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেখানে বাইডেন ছিলেন মূল লক্ষ্য। তাঁর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের হত্যা এবং ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধে পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ আনা হয়।

আরব ও মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন যদি বাইডেন ও তাঁর ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ছেড়ে যায়, তাহলে অনেক রাজনীতিকের আর আসন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

রিপাবলিকান পার্টির অনেকেও ইসরায়েলপন্থী মনোভাব দেখিয়েছে। গত সপ্তাহে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা ফিলিস্তিনিরা যাতে যুক্তরাষ্ট্রে ভিড়তে না পারে এবং ইতিমধ্যে যাঁরা ১ অক্টোবরের পর ভিসা পেয়ে এখানে এসেছেন, তাঁদের বিতাড়িত করতে নতুন আইন প্রণয়ন করতে একটি উত্থাপন করেছে।

রিপাবলিকানদের এমন উদ্যোগ সত্ত্বেও ৪ নভেম্বর বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আলুজাজিরাকে বলেছেন, গাজায় যেভাবে মৃত্যু বাড়ছে, তাতে ডেমোক্র্যাটদের ভোট দেওয়ার জন্য 'মন্দের ভালো' এই যুক্তি আর ভবিষ্যতে কাজ করবে না।

লেবানিজ বংশোদ্ভূত এক মার্কিন বিক্ষোভকারী ডেমোক্র্যাটদের উদ্দেশে বলেন, 'আমার পরিবার বা অন্য কারও কাছ থেকে তাঁরা কোনো ভোট পাবেন না। সব শেষ। আগে তাঁদের ভোট দিয়েছি। কারণ, আমার কাছে তাঁদের চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প ছিল না। এখন তাঁরা কোনো পছন্দের তালিকাতেই নেই।'-সূত্র আল জাজিরা

বাংলাদেশের সরকারি তথ্যভাণ্ডার থেকে পুনরায় নাগরিকের তথ্য ফাঁসের খবর

৫ পৃষ্ঠার পর

তথ্যভাণ্ডারে হাত দেয়। সিস্টেম থেকে বিপুল তথ্য চুরির দাবি করেছে তারা।

এ বিষয়ে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুমন সাবির প্রতিদিনের বাংলাদেশকে বলেন, 'এ খবরে এটাই প্রমাণ করে আমরা এখনও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে যে প্রস্তুতি নেওয়া, যে সক্ষমতা অর্জন দরকার, তা নিতে পারিনি। যারা নাগরিকদের এসব ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার ও নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন এটি তাদের ব্যর্থতা।'

এর আগে বাংলাদেশের সরকারি একটি ওয়েবসাইট থেকে নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার খবর দিয়েছিল আমেরিকান ওয়েবসাইট টেকক্রাঞ্চ। সে সময় বাংলাদেশি নাগরিকদের সম্পূর্ণ নাম, ফোন নম্বর, ইমেইল ঠিকানা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরসহ ব্যক্তিগত তথ্য উন্মুক্ত হয়ে ছিল ইন্টারনেটে। পরে জানা গিয়েছিল, তথ্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ার ওই ঘটনা ঘটেছে জাতীয় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ওয়েবসাইট থেকে।

এবার এনটিএমসির ক্ষেত্রে কিছু নাম, ফোন নম্বর, ইমেইল এড্রেস যাচাই করে ওয়্যার্ড বলছে, সংগৃহীত তথ্যের সঠিক প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট। কিছু তথ্যকে পরীক্ষামূলক, ভুল ও আংশিক রেকর্ড বলে মনে হয়েছে।

এনটিএমসির ওই 'অনিরাপদ' তথ্যভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছিলেন 'ক্লাউডডিফেন্স.এআই' -এর নিরাপত্তা গবেষক ভিক্টর মার্কোপোলোস। এর আগে গত জুলাইয়ে ইন্টারনেটে বাংলাদেশিদের ব্যক্তিগত তথ্য উন্মুক্ত হয়ে থাকার খবরটিও মার্কোপোলোসই দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, 'কোনো গোয়েন্দা সংস্থার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটবে, তা আমি আশা করিনি। এমনকি সেসব তথ্য যদি স্পর্শকাতর না হয়, তারপরও।'

মার্কোপোলোস বলেছেন, উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডার আবিষ্কারের পর তিনি এনটিএমসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি মনে করেন, কোনো 'মিস-কনফিগারেশনের' কারণে তথ্যভাণ্ডারটি উন্মুক্ত হয়ে ছিল।

এনটিএমসির ওই উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডারের বিষয়ে বাংলাদেশের কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিমকে (সিআইআরটি) গত ৮ নভেম্বর অবহিত করার কথা বলেছেন মার্কোপোলোস। সিআইআরটি তার বার্তা গ্রহণ করে 'ধন্যবাদও' জানায়। এরপর ওয়্যার্ড একই বিষয়ে জানতে চাইলে এক ইমেইলে সিআইআরটি জানায়, বিষয়টি তারা এনটিএমসিকে 'অবহিত করেছে'।

মার্কোপোলোসের বক্তব্য, ১২ নভেম্বর ডেটাবেসটিতে হ্যাকাররা অর্থ দাবির একটি নোট বা বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেয়। তা না হলে সেটি মুছে ফেলা অথবা প্রকাশ করে দেওয়ার হুমকি দেয় তারা।

মার্কোপোলোসের তথ্যভাণ্ডারের মধ্যে বিভিন্ন লগ বা রেকর্ডে ১২০ রকমের তথ্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'স্যাট বা স্যাটেলাইট ফোন, এসএমএস, জন্মনিবন্ধন, পিআইডিস (পেরিমিটার ইন্ট্রুশন ডিটেকশন) প্রিজনার্স লিস্ট সার্চ, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও টুইটার।

ওয়্যার্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়, উন্মুক্ত হয়ে পড়া তথ্যের একটি বড় অংশ মেটাডেটা। কে, কখন, কোথায়, কীভাবে, কী করে যোগাযোগ করেছে সেসব তথ্য সেখানে রয়েছে। ফোন কলের অডিও শোনা না গেলেও কতক্ষণ কথা বলা হয়েছে, কে কাকে কল করেছেন সেই নম্বর রয়েছে। কোনো মানুষের আচরণ ও যোগাযোগের ধরণ বুঝতে এসব মেটাডেটা ব্যবহার করা যায়।

ওইসব তথ্যে নাম আসা এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে ওয়্যার্ড জানতে পেরেছে, যে ইমেল, মোবাইল নম্বর এবং বিলিং ঠিকানা দেখানো হয়েছে, সেটি তারই। ওই ব্যক্তি বলেছেন, তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকম সংস্থা বিটিসিএলের গ্রাহক।

তথ্যভাণ্ডারে মার্কোপোলোস কিছু পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়েছেন যেগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের তথ্যের সঙ্গে মিল রয়েছে।

ওয়্যার্ড বলছে, বিষয়টি নিয়ে এনটিএমসির কাছে প্রশ্ন করলে কোনো জবাব তারা পায়নি। মন্তব্যের অনুরোধে বাংলাদেশ প্রেস অফিস এবং লন্ডনে বাংলাদেশ হাইওকমিশনও জবাব দেয়নি।

এদিকে সিআইআরটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে শুক্রবার ফোনে কল দিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কারো সাড়া মেলেনি।

ক্যাপিটল হিলে হামলায় উসকানি দিলেও প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন ট্রাম্প - আদালত

৫২ পৃষ্ঠার পর

কলোরাডোর একটি আদালত। তার পরও কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই ট্রাম্পের। এমনটাই জানিয়েছেন আদালত। বার্তা সংস্থা এপির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

কলোরাডোর একদল ভোটার যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময়কার সংবিধান সংশোধনীর উল্লেখ করে বিদ্রোহে উসকানি দেওয়ার অভিযোগে আদালতে আরজি জানিয়েছিলেন, যেন ট্রাম্পকে প্রাইমারি ইলেকশন থেকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু মার্কিন সংবিধানের সেই সংশোধনী স্পষ্ট নয়। তাই বিচারক সারাহ ওয়ালেস আবেদনকারীদের আরজি খারিজ করে দেন।

বিচারক তাঁর রায়ে বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন তাঁকে সংবিধানের সেই সংশোধনীর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের কর্মচারী বলে বিবেচনা করা যাবে না। আর এ কারণেই ট্রাম্পকে প্রাইমারি নির্বাচনে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা যাবে না। তবে বিশ্লেষকদের ধারণা, আবেদনকারীরা এই রায়ের ওপর আপিল করতে পারেন।

বিচারক সারাহ ওয়ালেস আরও বলেন, 'ট্রাম্পের আচরণ ও তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলোই ছিল ক্যাপিটল হিলে আক্রমণের মূল কারণ এবং এটি উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী কারণ। আমি আরও দেখতে পাচ্ছি, ট্রাম্প ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি উসকানি দিয়ে একটি বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছেন।'

এদিকে কলোরাডো আদালতের এই রায় ট্রাম্পের জন্য একটি আইনি বিজয়। কারণ ট্রাম্প একই সময়ে প্রায় একই ধরনের একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত, যেগুলোতে তাঁর আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থিতা বাতিল করার আবেদন জানানো হয়েছে। রায়ের পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ট্রাম্পের মুখপাত্র গতকাল শুক্রবার বলেন, 'এই রায় ট্রাম্পকে ভোট থেকে বিরত থাকার যে প্রচেষ্টা, তার কফিনে আরেকটি পেরেক ঠুকে দিল।'

ট্রাম্পের মুখপাত্র স্টিভেন শাউং এক বিবৃতিতে বলেন, 'মার্কিন ভোটারদের তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।'

স্বেচ্ছা কারাবরণের ঘোষণা বাংলাদেশি-আমেরিকানদের, চার্টার্ড ফ্লাইটে বালাদেশ গমনের আগ্রহ

৫২ পৃষ্ঠার পর

এসেছে। ঘোষণাটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেওয়া হলেও এর কারিগর বাংলাদেশেরই বংশোদ্ভূত। তার নাম জাহিদ খান। থাকেন ভার্জিনিয়ায়। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তার একটি পোস্ট দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

জাহিদ খান লিখেছেন, "বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে আমাদের পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। বাংলাদেশি-আমেরিকান হিসাবে অধিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমরা প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করবো। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন মনস্থির করেছি। চার্টার্ড ফ্লাইটের জন্য আমাদের অন্তত ২৫০ জন প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে জাহিদ খানের পোস্টটি ভাইরাল হয়ে যায়। আরও অনেক বাংলাদেশি-আমেরিকান তার এমন উদ্যোগের সাথে একাত্মতা পোষণ করে মন্তব্য এবং পোস্ট করেন।

ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেস নিবাসী রেজাউর রহমানও উক্ত উদ্যোগের সাথে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

এমন সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রে 'কর্পোরেট জেট পাইলট' হিসেবে কর্মরত রেজাউর রহমান বলেন, "আমেরিকাতে অনেকদিন ধরে আছি। অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন এখানে আছেন। আমেরিকার মতো গণতান্ত্রিক দেশে থেকে যখন বাংলাদেশে একনায়কতন্ত্র দেখি তখন সত্যি খুব খারাপ লাগে।

কেবল বাংলাদেশি-আমেরিকানরাই নন, বাংলাদেশ থেকেও অনেকেই জাহিদ খানের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, তার সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন।

মুন্সিগঞ্জ -বিক্রমপুর এসোসিয়েশন এর আয়োজনে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের নব নির্বাচিত চেয়্যারম্যান এম এ আজিজ এর সংবর্ধনা

জলি আহমেদ: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের নব নির্বাচিত চেয়্যারম্যান এমএ আজিজকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত ১৩ই নভেম্বর সোমবার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এ সংবর্ধনার আয়োজন করে নিউইয়র্কে মুন্সিগন্জ -বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ।এই আয়োজনের কনভেনর ছিলেন মো: আমজাদ হোসাইন সেলিম ও মেম্বর সেক্রেটারী মানিক বাবু ।অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম খান। উল্লেখ্য , এম এ আজিজের বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণে সব সময় গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ।কমিউনিটির সেবায় ও উন্নয়নে তার অবদান অনস্বীকার্য ।বিভিন্ন সময় বিক্রমপুর,মুন্সিগন্জ মানুষ সহ বাঙালী কমিউনিটির মানুষের পাশে ছিলেন এই মানবিক ব্যক্তিত্ব ।মানবিক কাজের জন্য কমিউনিটির মানুষের অফুরন্ত ভালবাসা পেয়েছেন তিনি ।বাংলাদেশ সোসাইটির দুইবারের সাবেক সভাপতি ও তৃতীয় বার ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়্যারম্যান এম এ আজিজ মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন যেটি এই যুগে অনেকটাই বিরল প্রায় । কমিউনিটেতে এম এ আজিজের অবদানের কঁথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে বক্তব্য রাখেন তার সমসমায়িক সহকর্মী , সহযোগী ও ভক্তবৃন্দ ।তাদের মধ্য উল্লেখ্যযোগ্য হলেন সংগঠনের সাবেক দুই সভাপতি শাহাদাত হোসেন ও মিজা মনিরুলজ্জান , বাংলাদেশ সোসাইটির বতমান সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম হওলাদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারন সম্পাদক ফকরুল আলম ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল । এমন আয়োজন নিজেদের মধ্য সৌহাদ্য বৃদ্ধি করবে এবং আরো মানুষকে মানব সেবায় এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবে বলে মনে করেন কমিউনিটির প্রিয় মুখ দানবীর এম এ আজিজের । অনুষ্ঠানে এম এ আজিজ কে ফুল দিয়ে ও ক্রেষ্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয় । গুনিজনের সম্মানে এই ধরনের সংবর্ধনার আয়োজন নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন বলে গুরুত্ব প্রদান করেন অনুষ্ঠানের আয়োজকরা ।

নিউইয়র্কে ‘জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন’ - জেবিএ’র যাত্রা শুরু, শাহ নেওয়াজ সভাপতি, রাব্বি সৈয়দ সাধারণ সম্পাদক

পরিচয় ডেস্ক: গত সোমবার, ১০ নভেম্বর নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে একটি নতুন সংগঠনের যাত্রা শুরু হল।নতুন এই সংগঠনের নাম ‘জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনক’ সংক্ষেপে ‘জেবিএ’। প্রবাসী বাংলাদেশীদের এই সভায় নবগঠিত জেবিএ’র উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদ ঘোষণা করা হয়। শুক্রবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার ষ্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় ঘোষিত নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে মনোনীত হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক

আজকালের সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, সিনিয়র সহ সভাপতি পদে মনোনীত হয়েছেন আহসান হাবিব এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন কমিউনিটির সবার প্রিয় মুখ রাব্বী সৈয়দ। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির বৃহত্তর জ্যামাইকায় ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী কমিউনিটির শিল্প, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেকে আরো সু-শৃঙ্খল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক সংগঠনের প্রত্যাশাই নতুন সংগঠনের লক্ষ্য বলে সংশ্লিস্টরা জানান। এ উপলক্ষে শুক্রবার সন্ধ্যায় এই অয়োজনে বাংলাদেশ কমিউনিটির সকল স্তরের মানুষের সমাবেশ ঘটে। বলা যায় এটি ছিল জ্যামাইকায় বাংলাদেশি আমেরিকানদের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের মিলনমেলা।

কমিটি গঠনের আগে সভা পরিচালনা করেন কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব। সভার প্রথম পর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের মতামত ব্যক্ত করার পর উপস্থিত পাঁচজনকে কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা হলেন নাসির আলী খান পল, আজহারুল হক মিলন, ফখরুল আলম, মোহাম্মদ আলী, তৈয়বুর রহমান হারুন। তাদের প্রস্তাবে জেবিএ’র প্রস্তাবিত নতুন উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্রয়োজনে প্রস্তাবিত কার্যকরী কমিটি সংশোধন বা সংযোজন হতে পারে এবং উপদেষ্টা পরিষদের সকলেই সম মর্যাদায় উপদেষ্টা হবেন বলে জানান সংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা আহসান হাবিব।

উপদেষ্টা পরিষদ : নাসির আলী খান পল,মোর্শেদ আলম, আউয়াল সিদ্দিকী, কাজী আজহারুল হক মিলন, ফখরুল আলম, মোহাম্মদ তৈয়েবুর রহমান হারুন, আজহার হক, মোস্তাক আহমেদ নিউটন, আকাশ রহমান, এডভোকেট মতিউর রহমান, রেজাউল করীম চৌধুরী, রাফাত হোসাইন, খলিলুর রহমান, শেখ ইলিয়াস হাবীব, শাহ মোয়াজ্জেম, আলমগীর ভূইয়া, কাজী হেলাল আহমেদ, রুবাইয়া রহমান, মোহাম্মদ কবীর, আকতার রহমান ও ডা. নার্গিস রহমান।

কার্যকরী পরিষদ: সভাপতি- শাহ নেওয়াজ, সিনিয়র সহ সভাপতি- আহসান হাবিব, সহ সভাপতি মাকসুদ চৌধুরী ও রীনা সাহা, সাধারণ সম্পাদক- রাব্বী সৈয়দ, সহ সাধারণ সম্পাদক- আনজাম সিদ্দিকী রাফি, কোষাধ্যক্ষ- আহনাফ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক- লুৎফর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক- মঞ্জুর কাদের, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আসাদুজ্জামান বাবু, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মরিয়ম মারিয়া, প্রচার সম্পাদক- জলি আহমেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক- এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবু, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- এডভোকেট সামিউল করিম আলমগীর, ক্রীড়া সম্পাদক- সজিব চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক- বদরুদ্দোজা সাগর, আপ্যায়ন সম্পাদক- মোতালিব সিকদার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- কবি সালেহা ইসলাম। কার্যকরী সদস্য:যথাক্রমে মোহাম্মদ আলী, মোসলেহউদ্দিন খান সেলিম, ডিউক খান, সেলিম খান, ডা. নাফিসুর রহমান, শেখ হায়দার আলী, কাজী জামান বিটু, সুলতান বোখারী, শিবলী নোমানী, মনিউর রহমান জাহাঙ্গীর, শামস চৌধুরী রুশো, সোহেল সীমান্ত, হাফিজ উদ্দিন, ডা. আইরুন নাহার রুলী, নাজিয়া জাহান, মাহবুবুল ফিরোজ, হুমায়ুন কবীর তুহিন ও মোস্তফা অনিক রাজ।

নতুন সংগঠন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কমিটির মানুষের প্রয়োজনে যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন জ্যামাইকার সব শ্রেণী-পেশার মানুষ। সর্বসম্মতভাবে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর শাহ নেওয়াজ বলেন, “একটি ঐক্যবদ্ধ জ্যামাইকা গঠনই আমার প্রথম ও প্রধান কাজ”। সিনি: সহ সভাপতি আহসান হাবিব বলেন “প্রথমেই স্বচ্ছতার জায়গাটি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র তৈরী করব। আর তারপর কমিউনিটির সবার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করব।” সবশেষে সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয় এবং আবৃত্তি ও শুভ্র সুন্দর সুরের মুর্ছনায় সকলে উল্লাস করেন।- জলি আহমেদ প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের জন্য ‘জালালাবাদ ভবন’টি সাধারণ সম্পাদক মইনুলের নিকট থেকে গ্রহণ করতে সভাপতি বদরুল খানের প্রতি এম আজিজের আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: গত ১২ নভেম্বর রোববার জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার পক্ষ থেকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের নব নির্বাচিত চেয়্যারম্যান এমএ আজিজকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এমএ আজিজ ‘জালালাবাদ ভবন’টি সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের কাছ থেকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নামে বুঝে নেয়ার জন্য সভাপতি বদরুল খানের প্রতি আহ্বান জানান।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার কার্যকরী সদস্য (সিলেট) হেলিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সহ সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকি। মুনাজাতে দেশ, প্রবাস ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ, সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুর করিম, কমিউনিটি

অ্যাক্টিভিস্ট এমাদ চৌধুরী, সৈয়দ ফজলুর রহমান, ফজলুর রহমান, হাজী আব্দুর রহমান, মখন মিয়া, হুমায়ূন চৌধুরী, দুরুদ মিয়া রনেল, জালাল আহমেদসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে এমএ আজিজকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান হয়। এসময় তাকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

এমএ আজিজ আয়োজকদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সব সময় বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জালালাবাদের জন্য কেনা এ ভবনটি অত্যন্ত মূল্যবান। ‘জালালাবাদ ভবন’ ক্রয়ে যদি কোন ভুলক্রটি হয়ে থাকে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি, সমঝোতার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী জালালাবাদ এসোসিয়েশন ঐক্যবদ্ধ হবে। তিনি বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল খান একজন ভালো মানুষ। তিনিই পারেন জালালাবাদবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করতে। আমি আজকের এ অনুষ্ঠান থেকে বদরুল খানের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাবো তিনি যেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বৃহত্তর স্বার্থে সকল মান-অভিমান ভুলে গিয়ে মইনুল ইসলামের কাছ থেকে ‘জালালাবাদ ভবন’টি বুঝে নেন। জালালাবাদবাসীর জন্য আমার সার্বিক সহযোগিতা সবসময় থাকবে।
- ইউএসএনিউজ।

নিউইয়র্কের আশা হোম কেয়ার এর এম্পায়ার ব্লুক্রস এচিভমেন্ট এওয়ার্ড লাভ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী মালিকানাধীন আশা হোম কেয়ার এম্পায়ার ব্লুক্রস ব্লুশিল্ড (Empire BlueCross BlueShield) ২০২২ সালের এচিভমেন্ট এওয়ার্ড পেয়েছে।
গত ১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে ডিরেক্টর এল সাইমমন্স এবং ম্যানেজার জোবেড লাপয়েন্টস আশা হোম কেয়ার এর জ্যামাইকা কপোরেট কার্যালয় পরিদর্শন করে এওয়ার্ড ক্রেষ্ট ও উপহার চেক তুলে দেন Empire bluecross BlueShield (Integra)। পুরস্কার গ্রহন করেন আশা হোম কেয়ারের সিইও আকাশ রহমান ও পরিচালক এশা রহমান।

এসময় আশা সোসাল ডে কেয়ারের কমিউনিটির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আকাশ রহমান মাত্র ৬ বছরের নিউ ইয়র্কে পথচলায় হোম কেয়ার ও ডে কেয়ার সেবায় অসামান্য সাফল্য এবং অর্জনে সার্বিক সহায়তায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।
তিনি বলেন, এ অর্জন সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশীদের অর্জন। কমিউনিটির সেবায় সব সময় পাশে থাকার অংগীকার ব্যক্ত করেন ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান।

কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএস'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত, সালাউদ্দিন চৌধুরীকে সভাপতি ও তাছলিমা পাটোয়ারীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

পরিচয় ডেস্ক: কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএর সাধারণ সভা গত ১২ই নভেম্বর জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সালাউদ্দিন চৌধুরীকে সভাপতি ও তাছলিমা পাটোয়ারীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় ।সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত সাধারণ সভার আয়োজন করা হয় ।সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা ডা. আলী আহমেদ এর সভাপতিত্বে ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম. খালেদুর রহমান সবুজ এর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন হাজী খবির উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, মনিরুল আলম দিপু, কামরুমজ্জামান শামীম, মোঃ মোফাজ্জল হোসেন ও মাইনউদ্দিন মিয়াজী প্রমুখ। সভায় বক্তারা কুমিল্লা সোসাইটিকে গতিশীল করতে শক্তিশালী কমিটি গঠন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সভার শেষ পর্যায়ে কার্যকরী কমিটির সভায় সর্বাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাজী খবিরউদ্দিন আহমেদ ভুইয়া, নির্বাচন কমিশনার কামরুজ্জামান শামীম ও মোফাজ্জল হোসেন বিভিন্ন পদে প্রার্থীর নাম প্রস্তাব আহ্বান করেন। কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যের সুপারিশে সভাপতি পদে সালাউদ্দিন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক পদে তাছলিমা পাটোয়ারী বিনা প্রতিদন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন। সভায় জানানো হয়, পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে। নির্বাচিত ব্যক্তিদের উপস্থিত সদস্যরা অভিনন্দন জানান। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাঁদের নির্বাচিত করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সংগঠন পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি উদ্যোগে হালাল টার্কি বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উপলক্ষে গত ১৩ নভেম্বর, সোমবার নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলিম্যান জহরান মামদানির উদ্যোগে ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে হালাল টার্কি বিতরণ করা হয়েছে। ঐদিন বিকেলে এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউ এর ৩০ স্ট্রিটে এ কর্মসূচি পালিত হয়। জহরান মামদানী তার বক্তৃতায় গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবীতে বাংলাদেশী কমিউনিটিসহসবাইকে সোচ্ছার হওয়ার আহবান জানান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, উপদেষ্ঠা এমাদ

চৌধুরী, চৌধুরী সালেহ, আব্দুর রহমান, দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, সৈয়দ মামুন কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, মইনুল হক চৌধুরী, মো. সোলেমান ,মো: মির্জা, মো হোসেন, শাহনুর কুরাইশি , মনসুর আহমদ চৌধরৌ, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন স্টেট সেনেটার ক্রিস্টিন গাঞ্জালাজ অফিসের কমিউনিটি ডিরেক্টর অ্যাফেয়ার সোওনা মার্লোক। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান আগামী ১৮ নভেম্বর শনিবার দুপুর ২ :৩০ ঘটিকার ৩৬ এভিনিউ ৩০ ট্রিট এর মধ্যে দুইশত পরিবারের মধ্যে হালাল চিকেন ও গ্রশারি বিতরণ করা হবে। আমাদের এই কাজ অব্যাহত থাকবে বলে ব্যক্ত করেন ।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

স্ত্রীর জন্মদিনে 'বার্থডে কার্ড' দিও, চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনকে মনে করালেন বাইডেন

৫২ পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়গুলো ভুলে যান তাঁরা। এমনকি জীবনসঙ্গিনীর জন্মদিন, বিয়েবার্ষিকীও তাঁরা মনে রাখতে ভুলে যান। তবে অনেক সময়ই সমপর্যায়ের আরেক রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান সেই বিষয়গুলো মনে করিয়ে দিলে তা সাধারণ মানুষের জন্য মুখরোচক খবরে পরিণত হয়। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোয় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা এপেকের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দীর্ঘ চার ঘণ্টার বৈঠকের সময় কথাচ্ছলে বাইডেন সিকে তাঁর স্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা কার্ড কিনে দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।
বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের স্ত্রী ফন লি-ইউয়েন আগামী ২০ নভেম্বরে ৬১ বছরে পড়বেন। ঠিক একই দিনে জো বাইডেনও তাঁর ৮১তম জন্মদিন পালন করবেন। মার্কিন কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, বৈঠকে বাইডেন সিকে তাঁর স্ত্রী ফন লি-ইউয়েনের জন্মদিনে শুভেচ্ছা কার্ড কিনে দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। জবাবে সি জানান, রাষ্ট্রসংক্রান্ত ইস্যুতে তাঁকে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে তিনি প্রায়ই এসব বিষয় ভুলে যান। বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় সি বাইডেনকে ধন্যবাদও দেন। উল্লেখ্য, সি চিন পিং ও ফন লি-ইউয়েন ১৯৮৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পরপরই তাঁকে আবারও স্বৈরাচার বা স্বৈরশাসক বলে আখ্যা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বাইডেন জানিয়েছেন, তিনি এখনো চীনা প্রেসিডেন্টকে একজন স্বৈরশাসক হিসেবেই বিবেচনা করেন। এর আগেও একবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট চীনের প্রেসিডেন্টকে স্বৈরাচার বলে মন্তব্য করেছিলেন। সে সময় চীনের তরফ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছিল। তবে এবার বাইডেন সি চিন পিংকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে স্বৈরশাসক বলেছেন।
সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনের শেষ দিকে বাইডেনকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি এখনো সি চিন পিংকে স্বৈরাচার হিসেবে আখ্যা দেবেন কি না। জবাবে জো বাইডেন বলেন, 'দেখুন, আমি তাঁকে স্বৈরশাসক বলেছি এ কারণে যে মূলত তিনি এমন এক ব্যক্তি এবং তিনি এমন একটি কমিউনিস্ট দেশকে শাসন করেন, যার সরকার পদ্ধতি আমাদের চেয়ে একেবারেই আলাদা।' বাইডেনের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন দুই দেশই অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দুই দেশের মধ্যকার প্রযুক্তি ও বাণিজ্য খাতে ঘোষিত-অঘোষিত লড়াই এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে। এই অবস্থায় দুই দেশই পরিস্থিতি শীতল করতে শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে বাইডেনের এমন মন্তব্যের পর দুই দেশের সম্পর্ক আদৌ স্বাভাবিক হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

নিউইয়র্কে জ্যামাইকা কমিউনিটির ব্যানারে সমাবেশ ও শান্তি মিছিল : ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’-এর দাবীতে জেএমসি প্রাঙ্গন আর হিলসাইড এভিনিউ মুখরিত

পরিচয় ডস্ক: ইসরাইল-হামাস’র মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধসহ ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’-এর দাবীতে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকায় প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, জ্যামাইকা কমিউনিটির ব্যানারে সমাবেশ ও শান্তি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) বাদ জুম্মা জ্যামাইকায় এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। জুম্মা’র নামের সময় ব্যতিত বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এই কর্মসূচী চলে। জেএমসি-তে সমবেত মুসল্লী ছাড়াও ইকনা সহ আশপাশের বিভিন্ন মসজিদের মুসল্লীরা জুম্মার নাম শেষে সমবেত হন এবং সমাবেশ শেষে শান্তি মিছিল বের করেন।

উল্লেখিত কর্মসূচী আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলো জেএমসি, ইকনা, মুনা, কেয়ার-নিউইয়র্ক, মজলিশ শুরা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর সামনে আয়োজিত সমাবেশের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোস্তফা আবদালরেহেম। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানী, জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান ডিডিএস ও সাবেক সভাপতি ডা. মো: ওয়াহিদুর রহমান ডিডিএস, মুনা’র ন্যাশনাল ডিরেক্টর আরমান চৌধুরী, ইকনা লোকাল চ্যাপ্টারের সভাপতি তারিকুর রহমান, কেয়ার নিউইয়র্ক-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আফাফ নাসের, ড্রাম-এর অর্গানাইজার কাজী ফৌজিয়া, মজলিস শুরার ইয়ং ভলেন্টিয়ার জাহিদ খান প্রমুখ প্যালেস্টাইনীদের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

জ্যামাইকার ১৬৮ ষ্ট্রীট (জেএমসি স্ট্রীট) ও হাইল্যান্ড এভিনিউ থেকে শান্তি মিছিলটি বের হয়ে হিলসাইড এভিনিউ ধরে ১৭৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউ’র কর্ণারের পার্কে এসে মিছিলটি শেষ হয়। এতে সর্বস্তরের শত শত নারী-পুরুষ অংশ নেন।

মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন, ফ্রি প্যালেস্টাইন, ফ্রে গাজা, ফ্রি গাজা’ প্রভৃতি শ্লোগান দেয় এবং অবলিম্বে ইসরাইল-হামাস’র মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধসহ সিসফায়ার বাস্তবায়নের দাবী জানান।

জ্যামাইক কমিউনিটির কর্মসূচী সফল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান, আফতাব মান্নান, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আকতার হোসাইন, আব্দুল আজিজ ভূইয়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। খবর ইউএনএ’র।

ব্রঙ্কসে যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন : বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারবাহিকতা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই

পরিচয় ডেস্ক: গত ১২ নভেম্বর রবিবার বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের উদ্যোগে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে উন্নয়ন সমাবেশ শেষে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও শেখ জামাল হুসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সভাপতি মিসবাহ আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা তোফায়েল চৌধুরী, এন আর বি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা ও আব্দুল হাসিব মামুন। প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আলম। অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর করিম, কানেকটিকাট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যকরী সদস্য ডেনি চৌধুরী ও

আতাউল গনি আসাদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী সেফাজ, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ প্রমুখ।

বক্তারা বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প নেই। নৌকা মার্কার বিকল্প নেই। এ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীদের বিজয়ী করতে সকলকে একযোগে কাজ করতে। তারা বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে বহির্বিশ্বে শক্তিশালী করতে যুবলীগকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। দেশ ও দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করতে হবে।

অন্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম জিকু, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শাহ সেলিম, হেলিম উদ্দিন, শাহীন কামালী, মনির উদ্দিন, আজমান আলী, সাদেকুর রহমান, নূর হোসেন ফরহাদ প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক ষ্টেট যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম, যুবলীগ নেতা শিপু চৌধুরী, মামুন হোসেন, মহিবুর রহমান, জয়নাল উদ্দীন লায়েক, সুমন দেব, রিটন সরকার, সোহান আহমেদ টূটুল, রোকন আহমেদ, হাসনাত তালূকদার, আব্দুর রউফ পাশা, মাহবুব চৌধুরী প্রমুখ।

পরে অতিথিদের সাথে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নেতা-কর্মীরা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও সহযোগি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী-সমর্থক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।-ইউএসএনিউজ

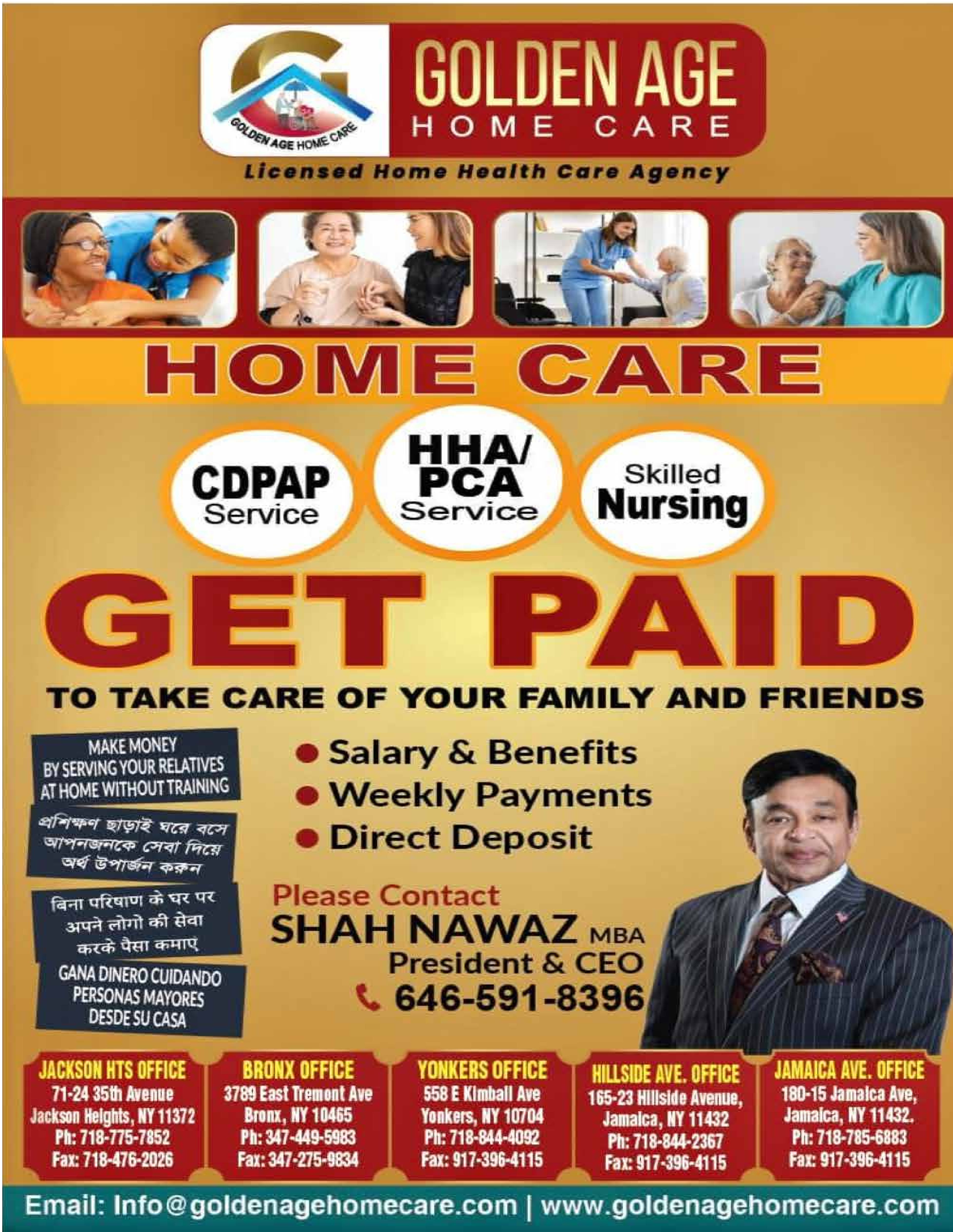
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
HOME CARE
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
GET PAID
TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
बिना परिषाण के घर पर अपने लोगो की सेवा करके पैसा कमाएं
GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA
● Salary & Benefits
● Weekly Payments
● Direct Deposit
Please Contact
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
646-591-8396
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 718-476-2026
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
HILLSIDE AVE. OFFICE
165-23 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-844-2367
Fax: 917-396-4115
JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave,
Jamaica, NY 11432.
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
Email: Info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY
শেষের পাতা

নিউইয়র্কে মঞ্চে গাজায় যুদ্ধবিরতি চাইলেন কবি-লেখকেরা

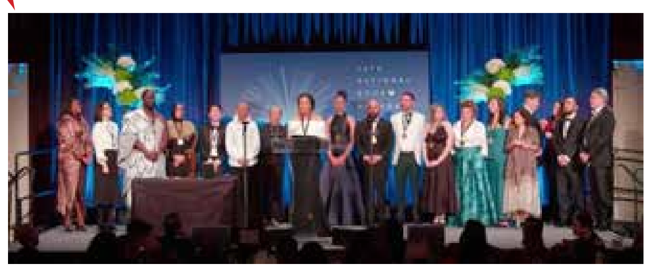

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে গত বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) বসেছিল ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড প্রদানের আসর। তবে সেই আসর থেকে উঠেছে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরের দাবি। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দাঁড়িয়ে লেখক-কবিসাহিত্যিকেরা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডটিতে যুদ্ধবিরতি চাইলেন; এ জন্য দিলেন যৌথ বিবৃতি।

কল্পকাহিনি, বাস্তবধর্মী সাহিত্য (ননফিকশন), কবিতা, শিশুসাহিত্য ও অনুবাদড়এ পাঁচ শাখায় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এ জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন ২৫ জন। তাঁদের মধ্যে ২০ জন গাজায় যুদ্ধবিরতি চেয়ে যৌথ বিবৃতি দেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে কল্পকাহিনি শাখায় মনোনয়ন পাওয়া লেখক আলিয়াহ বিলাল লিখিত বিবৃতি পড়ে শোনান।

যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানজনক ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান অন্যান্যবারের মতো এবারও লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও তারকাদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। তবে এবার এ আসরে উঠে আসে গাজায় চলমান ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়টি।

আলিয়াহ বিলাল বলেন, 'চূড়ান্ত মনোনয়নপ্রাপ্তদের পক্ষ থেকে আমরা গাজায় চলমান বোমাবর্ষণের বিরোধিতা করছি। সেই সঙ্গে ফিলিস্তিনের বেসামরিক মানুষদের, বিশেষ করে শিশুদের জরুরি মানবিক প্রয়োজন বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ক্যাপিটল হিলে হামলায় উসকানি দিলেও প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন ট্রাম্প - আদালত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল হিল দাঙ্গায় উসকানি দিয়েছেন বলে প্রমাণ পেয়েছেন বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির ইন্টারনেট চালু চীনে, 'সেকেন্ডে ১৫০ সিনেমা নামানো সম্ভব'

পরিচয় ডেস্ক:হুয়াওয়ে টেকনোলজিস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াং লি-এর বরাত দিয়ে সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট জানায়, এ ইন্টারনেট কানেকশন ব্যবহার করে বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

স্ত্রীর জন্মদিনে 'বার্থডে কার্ড' দিও, চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনকে মনে করালেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: একটি দেশের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। সেই রাষ্ট্রপ্রধান যদি হন যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের কেউ, তাহলে তো কথাই নেই। নানা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে অনেক সময় বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

পরিবারসহ নিউ ইয়র্কে স্থায়ীভাবে থাকার পরিকল্পনা, ৩ আসনে আ.লীগের মনোনয়নপত্র কিনলেন সাকিব

পরিচয় ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। বিক্রির প্রথম দিনেই তিনটি আসন থেকে দলটির মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। আসন তিনটি হলো- মাগুরা-১, মাগুরা-২ এবং ঢাকা-১০।সাকিব আল হাসান বর্তমানে নিউ ইয়র্কে অবস্থান করায় তাঁর একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন ফরমগুলো সংগ্রহ করেন ।

এদিকে সাকিব এর ঘনিষ্ঠজনদের সুত্রে জানা গেছে সন্তানদের লেখাপড়ার নিমিত্ত সাকিব আল হাসান নিউ ইয়র্কে সপরিবারে বসবাসের পরিকল্পনা করেছেন। এজন্য নিউ ইয়র্কের রং আইল্যান্ডের একটি বাড়ীরও ব্যবস্থা করেছেন। ১৭ নভেম্বর ঐ বাড়ীতে ঘনিষ্ঠজনদের অভ্যর্থনাও বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

স্বেচ্ছা কারাবরণের ঘোষণা বাংলাদেশি-আমেরিকানদের, চার্টার্ড ফ্লাইটে বালাদেশ গমনের আগ্রহ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে সরকার বিরোধী নানা ধরনের আন্দোলনের মাঝে এবার অভিনব এক আন্দোলনের ঘোষণা বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

হ্যাক হলে ফেসবুক, কী করবেন

পরিচয় ডেস্ক: অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে বা সন্দেহ মনে হলে নির্ধারিত কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে আবারও অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব। হ্যাকারদের হাত থেকে অ্যাকাউন্ট ফেরত পাওয়ার পর তা নিরাপদ রাখতে সিকিউরিটি বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

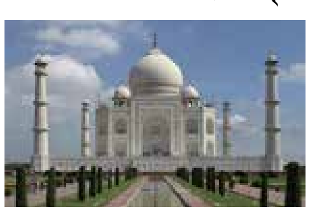

তাজমহল সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য

ভারতের আগ্রার তাজমহল বিশ্বের সবচেয়ে সুপরিচিত প্রেমের প্রতীকগুলির মধ্যে একটি। এর পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে অনেক গোপন রহস্য। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে তাজমহলটি শেষ হতে ১৭ বছর সময় লেগেছিল, এটি বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবেন না, শি জিনপিংকে বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চীন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত বুধবার, ১৫ নভেম্বর সান ফ্রান্সিসকোতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বাইডেন এসব কথা বলেন।

বাইডেন জানান, তার আশা চীন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবে না। আর এ বিষয়ে তিনি শিকে বলেছেন। এদিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার সামরিক যোগাযোগ আবারও শুরুর ঘোষণা বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ইহুদিবিদ্বেষী ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে সমর্থনের অভিযোগে মাস্কের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষোভ, এক্সে বিজ্ঞাপন বন্ধ রেখেছে বিভিন্ন কোম্পানি

পরিচয় ডেস্ক: পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক তাঁর মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) ইহুদিবিদ্বেষী একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন উল্লেখ করে নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) হোয়াইট হাউস এটিকে 'জঘন্য তত্ত্ব' বলে উল্লেখ করেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওয়াল্ট ডিজনি, ওয়ার্নার ব্রস ডিসকভারি এবং কমকাস্টসহ বড় বড় মার্কিন কোম্পানিগুলোও এক্সে বিজ্ঞাপন বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

অ্যাপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত করছেন ইলন মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক: চ্যাটজিপিটির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এক্সএআই এর তৈরি বট গ্রকও ব্যবহার করতে পারবেন এক্সের প্রিমিয়াম প্লাস ব্যবহারকারীরা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন বন্ধের বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯